রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি–প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং–এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা–১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৩ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ২১ আষাঢ় – ২৭ আষাঢ়, ১৪২৬ ঃ ৬ জুলাই – ১২ জুলাই, ২০১৯

Kolkata : 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 37, 6 July -12 July, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই পুলিশ ও

আমলা নির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল তৃণমূল সরকার। কিন্তু সদ্য লোকসভা ভোটে বিপর্যয়ের পর টনক নড়েছে তাদের। দলের মস্তিষ্ক হিসেবে আবির্ভাব ঘটেছে প্রশান্ত কিশোরের। তারপরেই সিদ্ধান্ত হল দল পরিচালনায় পুলিশ নির্ভরতা কমাতে হবে।

রবিবার: ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত রয়েছে রাজ্যে। উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়ার

পর এবার হুগলিতে ছড়াচ্ছে আতঙ্ক। যার জেরে খুন হলেন ব্যান্ডেলের স্থানীয় তৃণমূল নেতা দিলীপ রাম। যথারীতি অভিযোগ উঠছে বিজেপির বিরুদ্ধে।

সোমবার: ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পর মন কি বাত

নিয়েও ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৩০০–র বেশি আসন নিয়ে জেতার জন্য বিরোধীদের প্রবল কটাক্ষ করলেন নমো। একইসঙ্গে তিনি জানালেন আত্মোপলব্ধির জন্য ভোটের পর কেদারনাথে ধ্যানে বসেছিলেন তিনি।

মঙ্গলবার: এনআরএস কাণ্ডে মাত্র কিছুদিন আগেই উত্তাল

হয়েছিল কলকাতা তথা গোটা রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবা। ডাক্তারদের পেটানোর দায়ে গ্রেফতার হওয়া ৫ জন এদিন জামিন পেল আদালতে।

বুধবার: রাজ্যের কাটমানি ও সন্ত্রাস প্রসঙ্গ নিয়ে এবার তুলকালাম

হল লোকসভা। বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ একদিকে রাজ্যে হিংসা নিয়ে সরব হলেন। অন্যদিকে হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় কাটমানি নিয়ে বিঁধলেন তৃণমূলকে।

বৃহস্পতিবার: লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের শোচনীয় ফলের পরেই বলেছিলেন তিনি আর কংগ্রেস

সভাপতির দায়িত্বে থাকতে চান না। এদিন ফের সেকথাই টুইট করে জানালেন রাহুল। জানা গিয়েছে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে মতিলাল ভোরা বা সুশীল কুমার শিন্ডের মতো কাউকে বেছে নেওয়া হবে অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি হিসেবে।

শুক্রবার: দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সময়ের মহিলা অর্থমন্ত্রী নির্মলা

সীতারামন পেশ করতে চলেছেন বাজেট। যার দিকে তাকিয়ে কৃষিজীবী, মহিলা, শ্রমজীবী, মধ্যবিত্ত থেকে সব সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতবাসী।

সবজান্তা খবরওয়ালা

প্রকল্পের বিশুদ্ধ জল থেকে বঞ্চিত বহু মানুষ

এলাকা দূষিত, তবু ঢালাও নলকূপ কেন?

কুনাল মালিক

এশিয়ার বৃহত্তম আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্প দক্ষিণ ২৪ পরগনা বজবজ–২ নম্বর ব্লকের ডি–রায়পুরে ২০০৩ সালে শুরু হয়। বাম আমলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। আর্সেনিক প্রবণ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তৃর্ণ এলাকার ৮টি ব্লকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গঙ্গানদীর জল পরিশুদ্ধ করে সরবরাহ শুরু হয়। সমীক্ষায় উঠে এসেছিল এই এলাকার ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক আছে। বজবজ–২, বিষ্ণুপুর–১ ও ২, বারুইপুর, সোনারপুর, মগরাহাট ব্লকে জল সরবরাহ শুরু হয়। প্রথমদিকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্যাপ কলের মাধ্যমে সরবরাহ হতো। ২০০৪ সালে বাড়িতে জলের সংযোগ শুরু হয়। এরপরই শুরু হল সমস্যা। প্রথমে ২০০০ টাকার বিনিময়ে জলের সংযোগ দেওয়া হয়, পরবর্তী সময়ে মাত্র ৫০০ টাকার বিনিময়ে সংযোগ দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিস থেকে। সেটা বাম আমল। কয়েক বছরে বাড়ি বাড়ি সংযোগের পরিমাণ বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে অবৈধ ভাবে কৃষি কাজ ও নার্শারিতে আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল ব্যবহার হতে থাকে। অথচ জলের যা উৎপাদন এবং জল সংরক্ষণের পরিকাঠামো তার সঙ্গে চাহিদার ব্যাপক তারতম্য শুরু হয়। ২০১০ সালের পর থেকেই প্রকল্পের পরিকাঠামোর বেহাল অবস্থা হয়। বর্তমানে বজবজ–২ নম্বর ব্লকেরই ১১টি অঞ্চলে ঠিক মতো জল সরবরাহ হচ্ছে না। গ্রীষ্মকালে পানীয় জলের হাহাকার শুরু হয়েছে। গ্রামের মানুষদের বোতল ও জার বন্দী জল কিনে খেতে হচ্ছে। দীর্ঘ পাইপ লাইন সংস্কারের অভাবে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও ফেটে গিয়ে রাস্তাঘাট জলমগ্ন হচ্ছে। অথচ পূর্বতন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী বলেছিলেন, রাজ্যের মানুষদের মাথাপিছু ৭০ লিটার জল দেওয়া হবে। জলের ঘাটতি এমন পর্যায়ে যায় ২০১০ সালের ৩০ এপ্রিল থেকে বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ সরকারি ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপরেও অবৈধ ভাবে বিভিন্ন ব্লকে হাজার হাজার জলের সংযোগ হয়েছে। বর্তমানেও হয়ে চলেছে। এভাবে বলতে থাকলে, খুব শীঘ্রই দক্ষিণ শহরতলির কয়েকটি ব্লকের লক্ষ লক্ষ মানুষ আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হবে নিশ্চিত। তাহলে সমস্যার সমাধান হবে কী ভাবে?

কথায় কথায়

- **জলের ঘাটতি মেটাতে বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় পর্যাপ্ত টিউব ওয়েল দেওয়া হয়েছে। তিনটি জোনে ডিপ টিউব ওয়েলের মাধ্যমে জল তুলে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।**
- **পরবর্তী কালে জলের মানের ঘাটতি হলে আমরা ওই ডিপ টিউবওয়েল বন্ধ করে দিই।**

বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য দফতরের কর্মাধ্যক্ষ চিত্তরঞ্জন জাটি বলেন, অবৈজ্ঞানিক ভাবে বাম আমলে এই প্রকল্প হয়েছিল। প্রকল্পের সংস্কার এবং আরও অন্তত ১০–১১টি জলের রিজার্ভার দরকার। তা না হলে সমস্যা মিটবে না। বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, জলের ঘাটতি মেটাতে বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় পর্যাপ্ত টিউব ওয়েল দেওয়া হয়েছে। তিনটি জোনে ডিপ টিউব ওয়েলের মাধ্যমে জল তুলে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর উদ্যোগে ১৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, জল প্রকল্পকে নতুনভাবে সংস্কার করার জন্য। বুচান বাবু আরও বলেন, অবৈধ ভাবে যারা জলের সংযোগ নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে শীঘ্রই অভিযান হবে। প্রয়োজনে এফ আই আরও করা হবে। আশা করছি আগামী এক বছরের মধ্যে জলের সমস্যা মিটে যাবে।

প্রসঙ্গত আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্পের ঘাটতি মেটাতে ডিপ টিউব ওয়েলের মাধ্যমে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে ঠিকই। তবে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন আর্সেনিক প্রবণ এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানীয় জল কি স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাপদ? এই প্রসঙ্গে প্রকল্পের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ময়ূখ দে বলেন, দেখুন বিষয়টা চিন্তার বটে, তবে আমরা মূলত হাজার ফিট পাইপ পুতে ডিপ টিউব ওয়েল করি। এবং পানীয় জলে আর্সেনিক আছে কিনা দেখে তবেই জল খাওয়ার অনুমতি দিই। পরবর্তী কালে জলের মানের ঘাটতি হলে আমরা ওই ডিপ টিউবওয়েল বন্ধ করে দিই। ময়ূখ বাবুও স্বীকার করেন, প্রকল্পের সংস্কার দরকার, আর অবৈধ সংযোগ বন্ধ করা দরকার।

কলকাতার পথে ঘাটে বসানো ঠাণ্ডা মেশিনে বিষ জল

বরুণ মণ্ডল : অসহ্য গরম আর আর্দ্রতায় জেরবার কলকাতা। তেষ্টা মেটাতে শহরের পথে ঘাটে লাগানো ঠাণ্ডা মেশিনের জল খাচ্ছেন নাকি? খোদ মেয়র বলছেন এই সব মেশিন থেকে সরবরাহ হচ্ছে বিষ জল।

গত ২২ জুন পুর অধিবেশনে ৯২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি মধুছন্দা দেবের এক প্রশ্নের উত্তরে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন কলকাতার পথে ঘাটে, আদালত, হাসপাতাল, বাজার সহ জনবহুল এলাকায় বিভিন্ন সংগঠনের বসানো পানীয় জলের ঠাণ্ডা মেশিন থেকে বের হচ্ছে বিষ জল। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এইসব মেশিন ইতিমধ্যেই বিপজ্জনক আকার ধারণ করেছে। মেয়রের অভিযোগ বিভিন্ন কোম্পানি এইসব মেশিন বসিয়ে শহরজুড়ে বিজ্ঞাপনের ফায়দা তোলে অথচ কোনও মেশিনের ফিল্টার বা চিপ বদলানো হয়না। এমনকি অনেক গণসংগঠন এমপি ল্যাডের টাকাতেও এইসব মেশিন বসিয়েছে বলে জানান মেয়র। অথচ তার কোনও রক্ষণাবেক্ষণ করে না। এতদিন স্থানীয় পুর প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে মেশিনগুলি বসিয়ে দেওয়া হতো। অথচ কেউ তার দায়িত্ব নিত না। মেয়র জানান এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। এরপর পাঁচের পাতায়

জল নিয়ে আরও খবর ছয়ের পাতায়

কেন্দ্রীয় সমীক্ষায় প্রশ্নের মুখে রাজ্যের শিশু বিকাশ প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতে তখন সদ্যজাত শিশু মৃত্যুর হার ৩৪ (প্রতি হাজারে), পাঁচ বছরের নিচে থাকা শিশু মরছে হাজারে ৩৯। কম ওজনের শিশু জন্মাচ্ছে ২৫ শতাংশ। দেশের এই লজ্জাজনক চিত্র পরিবর্তনে জাতীয় শিশু নীতি (ন্যাশানাল পলিসি ফর চিলড্রেন) অনুযায়ী ১৯৭৫ সালের ২ অক্টোবর চালু হয় সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প (ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস) বা আইসিডিএস। দেশ জুড়ে খোলা হয় আইসিডিএস কেন্দ্র যেখানে ৬ বছরের নিচে শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে পাবে স্বাস্থ্যের পরিচর্যা ও পুষ্টি। বেঁধে দেওয়া হয় পুষ্টির মান। ঠিক হয় প্রতিদিন শিশু প্রতি ১২ থেকে ১৫ গ্রাম প্রোটিন সহ দেওয়া হবে ৫০০ কিলো ক্যালরি খাদ্য। বয়ঃসন্ধিক্ষণে থাকা মেয়েদের জন্য বরাদ্দ হল ২৫ গ্রাম প্রোটিন সহ একই পরিমাণ খাদ্য। প্রথম দিকে ইউনিসেফ ও বিশ্বব্যাঙ্ক আর্থিক সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল অর্থ ও সামগ্রী নিয়ে। ২০১০ সালে প্রকল্প জানায় তারা সারা দেশে ৬৭১৯টি প্রকল্পে ১২,৪১,৭৪৯টি কেন্দ্র মারফত ৩.৯৩ কোটি অনুর্দ্ধ ছয় শিশুর কাছে পৌঁছে গিয়েছে।

দীর্ঘ ৪৩ বছর পর বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাহায্যে রাজ্যগুলির স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল নিয়ে যে রিপোর্ট সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ করেছে তাতে পশ্চিমবঙ্গে

চলা আইসিডিএস প্রকল্পের সাফল্য নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। সদ্যজাতের মৃত্যুর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ চতুর্থ স্থান থেকে নেমে গিয়েছে ষষ্ঠ স্থানে। কেরলের সঙ্গে তুলনায় সংখ্যাটা চোখে পড়ার মতো। প্রতি হাজারে কেরলে মারা যায় ৬টি সদ্যজাত। পশ্চিমবঙ্গে ১৭। পাঁচ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর হারেও এ রাজ্যের স্থান ষষ্ঠ। প্রতি হাজারে পশ্চিমবঙ্গে মারা যায় ২৭টি, কেরলে ১১টি। কম ওজনের শিশুর জন্মহারেও এক ধাপ নেমে পশ্চিমবঙ্গ এখন চতুর্থ স্থানে। এখানে কম ওজনের শিশু জন্মায় ১৬.৫ শতাংশ। অথচ জম্মু–কাশ্মীরে কম ওজনের শিশুর জন্মহার মাত্র ৫.৫ শতাংশ। টিকাকরণেও পিছিয়ে বাংলা। একশো শতাংশ থেকে অনেকটা কম মাত্র ৯৫.৮ শতাংশ টিকাকরণ সম্ভব হয়েছে এ রাজ্যে। এত বছর ধরে গ্রাম শহরে শিশু বিকাশ কেন্দ্র চলার পরেও বাংলার এই হাল কেন? উত্তর খুঁজতে হিমশিম খাচ্ছে শিশু কল্যাণ দফতর। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে নানা অজুহাত খাড়া করছে তারা। বিভিন্ন এলাকার মায়েরা কিন্তু বলছেন প্রকল্প চলছে নাম কা ওয়াস্তে। নিয়ম মাফিক কেন্দ্র চলছে খাতায় কলমে। খাতাপত্রে লেখা শিশুর সংখ্যা ও প্রকৃত দৈনিক উপস্থিতির ফারাক বিস্তর। আচমকা পরিদর্শনে এলেই তা ধরা পড়বে। মায়েদের আরও অভিযোগ নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা তো দূর অস্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ পুষ্টি আহারও মিলছে না শিশুদের। ফলে বহু মা প্রকল্পের প্রতি আকর্ষণ হারাচ্ছেন। প্রাথমিক শিক্ষাও মিলছে না সঠিক ভাবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা জানালেন এছাড়া উপায় নেই, মাথাপিছু বরাদ্দে কুলোয় না দৈনিক আহার। নীতি আয়োগও বলছে অসাফল্যের জন্য অনেকটা দায়ী আর্থিক অনটন। তারা চায় স্বাস্থ্য খাতে রাজ্যগুলি বাজেটের আট শতাংশ খরচ করুক।

এরপর পাঁচের পাতায়

কাটমানি কাণ্ডে আইন অসহায়

ফেরত দিলেই সাতখুন মাফ!

শক্তি ধর: ট্রেনে–বাসে, ভিড়–ভাট্টায় যারা পকেট মারে তাদের উপর নজরদারির জন্য একজন মাস্টার নিয়োজিত হয় যাদের কাজ হল পকেটমারির পর হৈচৈ–এর মধ্যে জেনে নেওয়া ঠিক কত টাকা খোয়া গেল। ঠেকে গিয়ে পকেটমার যখন হিসাব দেয় তখন মাস্টারের ওই তথ্য কাজে লাগে। পশ্চিমবঙ্গে শাসক দলের কাটমানি অভিযান অনেকটা সেই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। স্থানীয় স্তরের নেতা–কর্মীদের বিক্ষোভ–হুমকির মুখে পড়তে হলেও শীর্ষস্তরেও কোনও সাহায্য মিলছে না বেকায়দায় পড়া নেতাকর্মীদের। মাস্টারদের মতো উচ্চস্তরের নেতা–নেত্রীরা হৈ–চৈ এর মধ্যে যেন জেনে নিতে চাইছেন কে কে কত টাকা কাটমানি বাবদ আদায় করেছে। এমনকী বিরোধীরা কাটমানির ৭৫ শতাংশ ভাগ নেওয়ার জন্য খোদ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিহ্নিত করলেও তেমন কোনও কড়া প্রতিক্রিয়া মিলছে না। মানহানির কোনও অভিযোগও দায়ের হয়নি এপর্যন্ত।

সব মিলিয়ে কাটমানি জলসায় অনবদ্য যুগলবন্দী চলছে তৃণমূল ও বিজেপির। সরকারের পক্ষ থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার তাগিদে থানায় যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হলেও অশান্তি অব্যাহত। তবুও প্রশাসন নির্লিপ্ত। তৃণমূল নেত্রী কাটমানি ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে চুপচাপ। নেতা কর্মীদের বিপদ দেখেও না দেখার ভান করে বসে আছেন। এই সুযোগে মাঠে নেমে পড়েছে বিজেপি। সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূলীদের হেনস্থায় সামিল হচ্ছেন তারা। গ্রামে গ্রামে এইভাবেই বিশ্বাসের প্রাচীর ভেঙে পড়ছে প্রতিদিন। পঞ্চায়েত থেকে সমিতি থেকে জেলা পরিষদ, সর্বত্র বিরাজ করছে অকাল নীরবতা। একা হয়ে যাওয়া হতোদ্যম নেতাদের অধিকাংশই দলের কাজে অনুপস্থিত। সারা বাংলার উন্নয়নে রাজনৈতিক উৎসাহ প্রায় শূন্যে নেমে এসেছে।

কাটমানিখোরদের বাঁচার একমাত্র উপায় টাকা ফেরত দেওয়া। সেটা দিতে পারলেই সাতখুন মাফ। অথচ দেশের আইনে এজন্য শাস্তির বিধান থাকলেও এক্ষেত্রে তার প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে না। এত ঢাকঢোল পিটিয়ে দুর্নীতি রোধে লোকপাল ও লোকায়ুক্ত হল কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেই শিবঠাকুরের আপন দেশের অবস্থা। শাসক দল নেতাকর্মীদের টাকা ফেরত দিয়ে ধোয়া তুলসি পাতা বানাবার চেষ্টা করে চলেছে আপন খেয়ালে। বিরোধী বলে সোরগোল তোলা বিজেপিও এই খেয়ালেই ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে। যারা টাকা নিয়ে ফেরত দিচ্ছে তাদের পুলিশ কী আদৌ গ্রেফতার করবে না? গ্রামে–গঞ্জে এখন এই প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষের মনে। আবার যারা টাকা ফেরত দিচ্ছে না তাদেরই বা কী হবে? নানা দ্বিধা দ্বন্দ্বে কাটছে বাংলার জীবন। রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন যাদের বিরুদ্ধে আদৌ কাটমানি ফেরতের দাবি উঠল না তারা কী সবাই তাহলে তৃণমূল মহাসচীবের ৯৯.৯৯ শতাংশের লোক? ধীরে ধীরে একদিন কাটমানির তরঙ্গ থেমে গেলে যারা ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠল তারা আইন এড়িয়ে মিশে যাবে জনগণের মধ্যে। এমনকী দলবদল করে রঙ পাল্টে ফেলতেও পারে। সাধারণ মানুষ পড়ে থাকবে সেই তিমিরেই।

মূর্তি প্রতিষ্ঠা তো হল, এবার নারী মুক্তিটাও হয়ে যাক

ওঁকার মিত্র

সময়ের আচরণ বড় অদ্ভুত। দুই বিপরীত বিন্দুকে কখন যে এক জায়গায় এনে দেয় তা মানুষের অজানা। সময়ের সরণী বেয়ে কলকাতায় যেদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি পুনর্স্থাপিত করল ঠিক তার পরের দিন দিল্লিতে পুনর্গঠিত হল তিন তালাক বিল যা ডাক দিয়েছে নারী মুক্তির। বিদ্যাসাগর ও নারীমুক্তি সমার্থক। অথচ দীর্ঘ দিনের নারী যন্ত্রণা থেকে মুক্তির প্রশ্নে দুই শিবিরের অবস্থান একেবারে দুই মেরুতে। এক পক্ষ যারা বিদ্যাসাগরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁর আদর্শকে পাথেয় করতে আহ্বান জানাল তারাই আবার সংসদে তিন তালাক বিলের বিরোধিতায় সোচ্চার। নারী মুক্তির আইনি সংস্কারে নারাজ। সমাজবিদদের মতে এই দ্বিচারিতার রাজনীতি সমাজকে আরও গভীর অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেবে যার উদাহরণ শাহ–বানু মামলার রায়ের বিরোধিতা করে দেশের প্রাচীন দল কংগ্রেস সৃষ্টি করেছে। সেদিনকার কংগ্রেস

এবার পরীক্ষার পালা প্রকৃত বিদ্যাসাগর অনুগামীদের। ধর্ম, রাজনীতি, ভোটব্যাঙ্কের হিসাব–নিকাশ ভুলে ফের নারী মুক্তির সমর্থনে এগিয়ে যাবার সুযোগ এসেছে ভারতের সামনে। যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্রিটিশ শাসকরা আমাদের নারীদের মুক্তির স্বাদ দিয়েছিলেন আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক হয়ে কি সেই ভূমিকা নিতে পারব না?

নেতাদের ভূমিকার ফলে মুসলিম মহিলারা আজও সম্পত্তির আইনি অধিকার থেকে বঞ্চিত।

ফের নারী মুক্তির পথে ঘনিয়েছে কালো মেঘ। সেই মেঘ সরিয়ে মুক্তির আলো দেখাতে হবে বিদ্যাসাগরের পূজারীদেরই। ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক রদ করেছিলেন হিন্দু সমাজের পৈশাচিক প্রথা সতীদাহ। বিরোধিতা কম হয়নি। তবুও সব উপেক্ষা করে মানবিকতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসক। সেদিন সতীদাহ বন্ধ হলেও হিন্দু বিধবাদের যন্ত্রণা কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। ঠিক এইখান থেকেই শুরু করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। হিন্দু বিধবা বিশেষ করে বাল্যবিধবাদের করুণ অবস্থা কাঁদিয়েছিল তাঁর হৃদয়কে। বুঝেছিলেন সতীদাহ উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিধবাদের সুস্থ সামাজিক জীবনের পুনর্বাসন জরুরি। বহু শাস্ত্রানুসন্ধানের পর ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি ও অক্টোবরে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা সে বিষয়ে দুটি প্রস্তাব রচনা করেন। এতেই থেমে থাকেননি বাংলা ভাষা শিক্ষার জনক। নিরলস পরিশ্রম করে হিন্দু বিধবাগণের বিবাহ আইনসিদ্ধ করবার জন্য ৯৮৭ জনের স্বাক্ষর সংবলিত একটি আবেদন পত্র পাঠান ভারত গভর্নমেন্টের কাছে। ১৯৫৬ সালের ১৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পাশ হয়ে গভর্ণর জেনারেল দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত মাত্র ১১ বছরে নিজের পকেট থেকে ৮১ হাজার টাকা খরচ করে ৬০টি বিধবার বিবাহ দিয়েছিলেন এই অপার হৃদয় মানুষটি। হাতে কলমে করে দেখিয়েছিলেন সংস্কারের কাজ। আবার এইখান থেকেই শুরু করেছিলেন বহু বিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তিনি জানতেন বিধবাবিবাহ জন্ম দেবে বহু বিবাহের। অর্থের লোলুপতায় কুলীনরা এর সুযোগ নেবে। ১৮৫৫ সালেই তাই পাশাপাশি আড়াই হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর যোগাড় করে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে গণ আবেদন পাঠান সরকারের কাছে। নিজে হিন্দু ব্রাহ্মণ হয়েও ১৩৩ জন কুলীন ব্রাহ্মণের অগণিত বিবাহ তালিকা তৈরি করে দেখান কৌলিন্যের ও শ্রেষ্ঠত্বের সুযোগ নিয়ে কি সামাজিক অপরাধ সংঘটিত হয়ে চলেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

কারেকশন মানে কেনার সুযোগ, ডিপি সাজানোর অবকাশ

পার্থসারথি গুহ

কিছুদিন আগেও কারেকশন বলতে বাজারের সার্বিক সংশোধনীর কথাই বলা হচ্ছিল। ১২ হাজারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা নিফটির সামনে কারেকশনের কথা বলতেও কেমন যেন ধৃষ্টতা মনে হচ্ছিল,তাই না। ঘটনা হল, কারেকশন তো হতেই হবে। আজ না হয় কাল। ফের একবার ১২ হাজার হয়ে হবে না আগে এটাই ছিল লাখ টাকার প্রশ্ন। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে অনেক সময়ই তীরে এসে তরী ডোবার ঘটনা ঘটেছে ভারতের অর্থ বাজারে। অর্থাৎ আপনি ভাবলেন এই নিফটি ১২ হাজার হয়ে গেল, তো দেখা গেল ওভারনাইট পতনের হাত ধরে তাই প্রায় হাজার পয়েন্ট নিচে চলে এসে বড়মাপের সংশোধনী তৈরি করে দিল। এবারে যে তা ঘটবে না, সেটা কী আগে থেকে বলা যায়। ১২ হাজারের কাছাকাছি চলে আসা নিফটি হয়তো বড় মাপের সংশোধনীর হাত ধরে ২০–২৫ শতাংশ নিচে এসে ৯৮০০–৯৯০০ হয়ে উঠতে পারে। যদিও বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ এখনও বলে চলেছেন কারেকশন মানে ১০–১২ শতাংশের বেশি কিছুতেই হবে না। বড়মাপের সংশোধনীতে যেতে এখনও নিফটিকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। কথা হচ্ছিল ওষুধ নিয়ে। তা মার্কেট কারেকশন যদি নিফটিকে ১০ হাজারের কাছে নিয়ে আসে তখন হয়তো দেখা যাবে ফার্মা সেক্টর আর তেমন পড়ছে না। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে যে সব মিড ক্যাপ কাউন্টার তাদের ৫২ সপ্তাহ 'লো'কে ছুঁয়েছে তারা হয়তো আর ৫–৭ শতাংশ

অর্থনীতি

নিচে আসতে পারে। তার থেকে বেশি নিচে আসা মুশকিল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

নমোর প্রত্যাবর্তনে বাজার যে খুশি তার সংবর্ধনা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন। এখন শুধু দেশ নয়, বিদেশের পরিসংখ্যানেও চোখ রাখতে হবে। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো আমেরিকা তথা গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে যে সাময়িক মন্দা দেখা দিয়েছে তা যত দ্রুত কাটবে ততটাই তাড়াতাড়ি ভারত সহ অন্যান্য বাজার শুধরে যাবে। আর সেই কারেকশন বিশ্বব্যপী যতটাই দীর্ঘায়িত হবে ততটাই নিচের দিকে ঝোঁক থাকবে তামাম বাজারের। যথারীতি ভারতের বাজারেও আপাতত এই চড়াই–উতরাইয়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হবে। এরকম অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই অর্থবাজারে ট্রেড করতে হবে খুব সাবধানে। কম দামে পাচ্ছি বলে হামলে কেনা যেমন চলবে না, তেমনই ভালো শেয়ার ঠিকঠাক দাম না পেলে বিক্রি করাটাও ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে সেটা হল সাপোর্টের জায়গায় বারংবার কেনো আর রেজিস্ট্যান্স দেখলেই বেচো। এই নীতি চালিয়ে যেতে হবে ততদিন যতদিন বাজার পুরোপুরি ঠিক হচ্ছে না। এই অস্থিরতা যেমন আশঙ্কা জাগাবে পদে পদে, ঠিক তেমনই ট্রেডিংয়ের নানা কলাকৌশলেও রপ্ত করে তুলবে সাধারণ লগ্নিকারীদের।

এই মুহূর্তে হয়তো নিফটি আরও খানিকটা নিচে আসলেও আসতে পারে। সেক্ষেত্রে ১১–১১,৪০০ হবে খুব আকারের সাপোর্ট। তার আগে হয়তো বারবার সাড়ে ১১ হাজারের মানসিক সাপোর্ট নিয়ে বাজার ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে। আর রেজিস্ট্যান্স বলতে আপাতত ১১,৭০০–১১,৮০০। অর্থাৎ ওপর নিচ মিলিয়ে ৫০০ পয়েন্টের একটা জায়গার মধ্যে ঘোরাফেরা করবে সূচক। যতক্ষণ ওপরের জায়গাটার ওপর নিফটি না দাঁড়াতে পারছে সাবলীলভাবে ততদিন ওপরে গেলে বেচতে হবে একাধিকবার। আর ১১,৪০০–র কাছেপিঠে (অবশ্যই কড়া স্টপ লস দিয়ে) কিনে নিতে হবে সেটা। সতর্ক থাকতে হবে সবসময়। যাতে যে কোনও সুযোগেই মাঝেমধ্যে মুনাফা তুলে নেওয়া যায়।

মাধ্যমিক পাশ তরুণীদের স্বল্প খরচে চাকরি ও ব্যবসার উপযোগী প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : যুদ্ধবিমান চালনা থেকে ফ্যাশনেবল পোশাক তৈরি, অফিস সামলানো থেকে নিজস্ব ব্যবসা– সব ধরনের পেশাতেই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন মহিলারা। কিন্তু এখনও স্কুলের গণ্ডি পার পরার পর অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ দেখিয়ে মেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ করে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায় সমাজের নানা অংশে। এর ফলে বহু মেধাবী মেয়ের বড় হয়ে ওঠার স্বপ্ন, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আয় করার ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়।

কিন্তু সময় বদলাচ্ছে। সরকারি প্রকল্প 'কন্যাশ্রী' এবং 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও'–এর মাধ্যমে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি অল্পশিক্ষিত অথচ উদ্যোগী মেয়েদের স্বনির্ভর করে তুলতে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিতে এগিয়ে এসেছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার।

মাধ্যমিক যোগ্যতায় সেক্রেটারিয়াল প্র্যাকটিস, কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ড্রেস মেকিং সহ বিভিন্ন বিষয়ের কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে কলকাতার ন্যাশনাল স্কিল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর উইমেন (পূর্বতন রিজিওন্যাল ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর উইমেন)। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ মন্ত্রকের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান। কোর্সগুলি ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ভোকেশনাল ট্রেনিং কর্তৃক স্বীকৃত।

প্রশিক্ষণ নিয়ে চাকরি বা ব্যবসা দুই–ই করা যায়। ব্যবসা শুরু করতে আগ্রহী প্রশিক্ষিতরা কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণপ্রকল্পগুলি থেকে ঋণ পেতে পারেন।

কী কী কোর্স

প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এই সব বিষয়ে–

* কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট : আসন সংখ্যা ২৪টি।
* সেক্রেটারিয়াল প্র্যাকটিস : আসনসংখ্যা ২৪টি।
* বেসিক কসমেটোলজি (বিউটিশিয়ান) : আসনসংখ্যা ২৪টি।
* ইন্টিরিয়র ডিজাইন অ্যান্ড ডেকোরেশন : আসনসংখ্যা ২০টি।
* আর্কিটেকচারাল ড্রাফটসম্যানশিপ (বিল্ডিং প্ল্যানার) : আসনসংখ্যা ২৪টি।
* ড্রেস মেকিং : আসনসংখ্যা ২০টি।
* স্মার্ট ফোন রিপেয়ারিং : আসনসংখ্যা ২০ টি।
* ইন্টারনেট অব থিংস (স্মার্ট সিটি) : আসনসংখ্যা ২০টি।

সবক'টি কোর্সই ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ভোকেশনাল ট্রেনিং (এন সি ভি টি) দ্বারা স্বীকৃত। কোর্সের মেয়াদ আর্কিটেকচারাল ড্রাফটসম্যানশিপের ক্ষেত্রে ২ বছর এবং ইন্টারনেট অব থিংস (স্মার্ট ফোন)–এর ক্ষেত্রে ৬ মাস। বাকি সব ক'টি কোর্সের মেয়াদ ১ বছর।

কোর্স ফি : প্রতি মাসে ১৫০ টাকা (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকা)। ক্লাস হবে সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা।

কারা পড়বেন

শুধু মেয়েরাই আবেদন করতে পারবেন। মাধ্যমিক পাশ করলেই ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। কিছু ছাত্রী শর্তসাপেক্ষে স্কলারশিপ পেতে পারেন।

কাজের খবর

আগে এলে আগে সুযোগের ভিত্তিতে হস্টেলে থাকার সুবিধা পাওয়া যাবে।

মেধার ভিত্তিতে প্রাথমিক ভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের ভর্তি নেওয়া হবে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে। মেধাতালিকা প্রকাশিত হবে ৩১ জুলাই ওইদিন কাউন্সেলিংয়ের তারিখও জানিয়ে দেওয়া হবে।

আবেদনের পদ্ধতি

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.nsti-wkolkatagov.in আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথ ভাবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ পূরণ করা আবেদনপত্র ২৬ জুলাইয়ের মধ্যে সরাসরি জমা দিতে হবে এই ঠিকানায় : ন্যাশনাল স্কিল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর উইমেন, ব্লক সি পি ১৬, সেক্টর ফাইভ, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০০৯১।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরগুলিতে : ৯৮৩৬৫ ৬৩৬৩২ (বাংলা), ৮৪১৪০ ৫৫৪৭৩ (হিন্দি), (০৩৩)২৩৬৭ ৩৬৭৩।

কাজের সুযোগ

ন্যাশনাল স্কিল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর উইমেন–এর ভোকেশনাল ইনস্ট্রাক্টর হিমানীশ ভট্টাচার্য জানালেন তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্লেসমেন্ট সেল আছে। বিভিন্ন সরকারি–বেসরকারি সংস্থা এই প্রতিষ্ঠান থেকে সরাসরি কর্মী নিয়োগ করে। কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, আর্কিটেকচারাল ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্স করার পর বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি করছেন এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। ড্রেস মেকিং ও ফ্যাশন ডিজাইন এবং বিউটিশিয়ান কোর্স করে নিজস্ব উদ্যোগ শুরু করেছেন এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যাও অনেক।

নদিয়ায় ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ও অ্যাকাউন্টন্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডেটা এন্ট্রি অপারেটর এবং অ্যাকাউন্ট্যান্ট পদে ২৭ জনকে নেবে নদিয়া জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর অফিস। রূপশ্রী প্রকল্পের অধীনে চুক্তিতে নিয়োগ করা হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর :181/DPMU (KP)

শূন্যপদের বিবরর : ডেটা এন্ট্রি অপারেটর : ২৩টি (সাধারণ ৬, সাধারণ–ই সি ৪, সাধারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী ১, সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি জাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি জাতি ই সি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি–এ ১, ও বি সি– বি১, ও বি সি–বি ই সি ১)

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক, সঙ্গে প্রতি মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে এবং কম্পিউটারে এম এস অফিসের ব্যবহার জানতে হবে। এর পাশাপাশি কোনও সরকারি সংস্থা বা এন জি ও–য় সংশ্লিষ্ট কাজে অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

অ্যাকাউন্ট্যান্ট : ৪টি (সাধারণ ১, সাধারণ–ই সি ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অনার্স সহ কমার্সে স্নাতক, সঙ্গে স্প্রেড শিট, ট্যালি ও প্রেজেন্টেশন তৈরি এবং কম্পিউটার এম এস অফিসের ব্যবহার জানতে হবে। এর পাশাপাশি কোনও সরকারি সংস্থা বা এনজিও–য় সংশ্লিষ্ট কাজে অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স : উভয় ক্ষেত্রেই ১–১–২০১৯ তারিখে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ বছরের এবং ওবিসিরা ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন : প্রতি মাসে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পদের ক্ষেত্রে ১১,০০০ টাকা এবং অ্যাকাউন্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১৫,০০০ টাকা

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা, কম্পিউটার টেস্ট এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল নলেজ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, জেনারেল মেন্টাল এবিলিটি, অ্যারিথমেটিক ইংলিশ বিষয়ে। অ্যাকাউন্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে থাকবে অতিরিক্ত অ্যাকাউন্ট্যান্সি বিষয়ক প্রশ্ন।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.nadia.gov.in ইংরেজি বড় হাতের অক্ষরে পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন–

* প্রার্থীর দু'কপি রঙিন পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফটো। এর মধ্যে একটি ফটো দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন।
* বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * প্রার্থীর স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * কাস্ট এবং ও বি সি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * প্রার্থীর নাম, ঠিকানা লেখা ও যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো দুটি খাম।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন 'Application for Accountant/Data Entry Operator. Rupashree Prakalpa. প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা দরখাস্ত ১০ জুলাইয়ের মধ্যে সরাসরি বা সাধারণ ডাক অথবা স্পিড পোস্টের মাধ্যমে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Chairman, District Selection Committee, Rupashree Prakalpa, Nadia, Office of the District Magistrate & Collector, District Project Management Unit (DPMU). Rupashree Prakalpa, Nadia, Pin 741101

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ডে ২১৮৯ সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ২,১৮৯ জনকে নেমে এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন। নিয়োগ হবে বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। প্রার্থী বাছাই হবে দু'পর্যায়ের পরীক্ষার মাধ্যমে। বিভিন্ন রাজ্যে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

রিজিয়ন অনুসারে শূন্যপদ : অন্ধ্রপ্রদেশ : ৬০টি। বিহার : ৩২টি। ছত্তিশগড় : ৬০টি। দিল্লি : ১৪২টি। গুজরাট : ৭০টি। গোয়া : ২০টি। হিমাচল প্রদেশ : ৫৭টি। হরিয়ানা : ২৩১টি। কর্নাটক : ১৮২টি। কেরল ও লাক্ষাদ্বীপ : ২৭টি। মহারাষ্ট্র : ৫৪৫টি। মধ্যপ্রদেশ : ৫৫টি। নর্থ ইস্ট : ৩২টি। ওড়িশা : ৫৬টি। পাঞ্জাব ও চন্ডিগড় : ৬টি। রাজস্থান : ৫৩টি। তেলঙ্গানা : ১৫১টি। উত্তরাখণ্ড : ৫৭টি। উত্তরপ্রদেশ : ৩৫৩টি।

নিয়মানুসারে তফসিলি, ও বি সি, দৈহিক প্রতিবন্ধী, আর্থিকভাবে অনগ্রসর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে।

মনে রাখবেন, প্রার্থী যে রাজ্যের পরীক্ষাকেন্দ্র বাছাই করবেন সেই রিজিয়নেই নিয়োগ করা হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট, সঙ্গে কম্পিউটারে প্রতি ঘন্টায় ৫০০০ কী ডিপ্রেশনের দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটার ট্রেনিং সার্টিফিকেট থাকলে অগ্রাধিকার

বয়স : ২১–৭–২০১৯ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : ২৫,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে দুই পর্বের পরীক্ষা এবং কম্পিউটার স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। প্রথম পর্বে ১০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : ইংরেজি, রিজনিং এবিলিটি, নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ৩১ অগস্ট এবং ১ সেপ্টেম্বর। কললেটার ডাউনলোড করতে হবে ২১ অগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফলদের মেন পরীক্ষায় ডাকা হবে। এই পরীক্ষার দু'টি অংশ– অবজেক্টিভ এবং ডেসক্রিপটিভ। অবজেক্টিভ অংশ রিজনিং/ইন্টেলিজেন্স, জেনারেল/ইকনমি/ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস, ইংরেজি ও কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড বিষয়ে মোট ১৫০টি প্রশ্ন হবে, মোট নম্বর ২০০। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং হবে। সময় ২ ঘন্টা।

দ্বিতীয়াংশে থাকবে ডেসক্রিপটিভ টাইপ প্রশ্ন। এক্ষেত্রে থাকবে ইংরেজিতে লেটার রাইটিং, প্রেসি ও কম্প্রিহেনশন। নম্বর ৩০। সময় ৪৫ মিনিট। মেন পরীক্ষার দিনক্ষণ পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে ২১ জুলাইয়ের মধ্যে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.epfindia.gov.in অথবা https:/www.epfindia.gov.in/site_en/index.php

আবেদনের ফি ৫০০ টাকা। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী এবং মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ফি ২৫০ টাকা। ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা ক্যাশ কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা আই এম পি এস অথবা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে।

প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের ফটো, সই, বাঁহাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ এবং নির্দিষ্ট বয়ানে হাতে লেখা 'ডিক্লারেশন' স্ক্যান করে অনলাইন দরখাস্তে আপলোড করতে হবে।

পরীক্ষাকেন্দ্র সব খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন বিষয়ের এম এসসি কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বিষয়গুলি হল : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথামেটিক্স, অ্যাপ্লায়েড জিওলজি, জিওগ্রাফি, ইলেক্ট্রনিক সায়েন্স, বায়োটেকনোলজি এবং ইনস্ট্রুমেন্টেশন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীতালিকা প্রকাশিত হবে ১২ জুলাই। পরীক্ষা হবে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে ১৮ জুলাই, ম্যাথমেটিক্স অ্যাপ্লায়েড জিওলজি, জিওগ্রাফি, ইলেক্ট্রনিক সায়েন্সের ক্ষেত্রে ১৯ জুলাই এবং বায়োটেকনোলজি ও ইনস্ট্রুমেন্টেশনের ক্ষেত্রে ১০ আগস্ট।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.jaduniv.edu.in আবেদনের শেষ তারিখ ৮ জুলাই।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৬ জুলাই – ১২ জুলাই, ২০১৯

মেষ : কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। গৃহ–ভূমি ও জমি–জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে উর্ধ্বতন লোকেরা আপনাকে ভাল চোখে দেখবে। কর্মে পদোন্নতির যোগও রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভ।

বৃষ : পত্নীর শরীর ভাল যাবে না। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন এবং প্রশংসা পাবেন আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। বিবিধ সমস্যা এলেও আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ ফলে বাধার যোগ। কর্মস্থলে গোলযোগের সম্ভাবনা রয়েছে।

মিথুন : উচ্চমার্গের মানুষের সাথে যোগাযোগ হবে এবং তাঁদের দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে আত্মীয় সমাগমে ঘটবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে গুপ্ত শত্রুতার যোগ।

কর্কট : দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। তথাপি আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সপ্তাহের শেষে আয় যোগ বৃদ্ধি পাবে। শিরঃপীড়ায় অথবা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন।

সিংহ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। মনের দোদুল্যমান অবস্থার জন্য ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও চেষ্টা করলে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মস্থলে সাবধানে চলতে হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

কন্যা : গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। বন্ধু বা বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। নূতন কোনও ব্যবসায় হাত দেবেন না। সপ্তাহের শেষে মানসিক শক্তি কমে যাবে। রক্তের উচ্চচাপজনিত পীড়ায় কষ্ট।

তুলা : নাতিদীর্ঘ তীর্থভ্রমণযোগ রয়েছে। নূতন কর্মলাভের যোগ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। লেখাপড়ায় চেষ্টা করলে শুভ ফল পাওয়া যাবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল লক্ষিত হয়। ভাগ্যোন্নতির যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : শরীর খুব ভাল যাবে না। অত্যধিক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আপনি হিমসিম খাবেন। ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি ঘটবে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ হবে। নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন।

ধনু : আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও আপনি অর্থ পাবেন। যোগাযোগ মূলক কাজগুলি আপনি এখন করতে পারেন। প্রতিটি কাজ খুব চিন্তা করে করবেন। শরীর আপনার ভাল যাবে না। বিশেষ করে যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন।

মকর : ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি ভাল। মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিক্ষায় সফলতা আসবে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। যাঁরা সাহিত্যিক বা লেখক তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ।

কুম্ভ : দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। ক্রয়–বিক্রয় ক্ষেত্রে সময়টি ততটা ভাল নয়। ঋণ নেওয়া বা ঋণ দেওয়া কোনটাই করবেন না। লেখাপড়ায় মোটামুটি ফল পাবেন। বুদ্ধি করে চলুন।

মীন : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কিন্তু শরীর আপনার এখনও তেমন ভাল নয়। বিশেষ করে অতিরিক্ত চিন্তাধারার কাজগুলি আপাততঃ করবেন না, শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন এবং মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে, ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়।

শব্দবার্তা ১৩৬

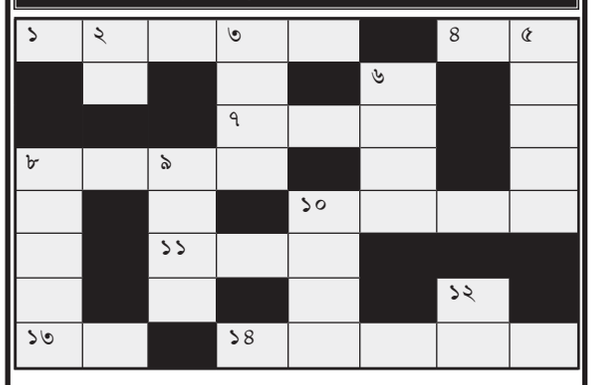

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। এটা করলে লোকের আস্থা চলে যায় ৪। বোধ, বুদ্ধি, বিবেচনা ৭। পরিপুষ্ট, নিটোল ৮। দেখতে বিশ্রী এমন ১০। এরাজ্যের এক পর্যটন কেন্দ্র ১১। ধার্মিকতা ১৩। 'গোধূলি লগনে পাখি ফিরে আসে —' ১৪। দেবতার সামনে হত্যা দেওয়া।

উপর–নীচ

২। নিশ্বাস–প্রশ্বাস ৩। পরিপূর্ণ, পুরোপুরি ভরা ৫। সদ্যোজাত শিশু ৬। বাধা, বিঘ্ন ৮। উপাখ্যান বেশির ভাগই যা হয় ৯। কূটকৌশল, প্রবঞ্চনা ১০। রাত্রির মধ্যে সম্মতি, সমর্থন।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৩৫

পাশাপাশি : ৪। খাস ৬। বনভোজন ৮। সমন ১১। অজিফা ১৩। দোকানদার ১৫। কর।

উপর–নীচ : ১। আখা ২। পান ৩। ধ্যানজ্ঞান ৫। সমাস ৬। বস্টন ৭। ভোজবাজি ৯। ময়দান ১০। হেলদোল ১১। অস্থির ১২। ফারাক ১৪। দাশ ১৬। রক্ত।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

ফিজিক্যাল এডুকেশনের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (এম পি এড) কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কোর্সের মেয়াদ ২ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ) নম্বর সহ ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বি পি এড) বা হেলথ অ্যান্ড ফিজিক্যাল এডুকেশনে বিএসসি।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা ১৬ জুলাই সকাল ৬টায়।

অনলাইনে আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.jaduniv.in আবেদনের শেষ তারিখ ১১ জুলাই। ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৩ জুলাই।

আতস কাঁচে

গৃহবধূকে ধর্ষণ, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গভীর রাতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পিস্তল দেখিয়ে এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৯ শে জুন রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। অভিযুক্ত যুবক সাবির পিয়াদা ঘটনার পর থেকেই পলাতক।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকার ওই গৃহবধূর স্বামী কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। গৃহবধূ ও তাঁর এক ছোট্ট সন্তান নিয়ে বাড়িতেই থাকতেন। অভিযোগ, সেই সুযোগ নিয়ে গত ১৯ জুন গভীর রাতে গৃহবধূর বাড়ির দরজা খোলা পেয়ে অভিযুক্ত যুবক সাবির ঢুকে গিয়ে গৃহবধূর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণ করে। পাশাপাশি অভিযুক্ত যুবক সাবির হুমকি দিয়ে বলেও যায় ' এমন ঘটনার কথা কাউকে যেন জানানো না হয়।পরে ঘটনার কথা জানাজানি হলে স্থানীয় সালিশি সভার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানের জন্য চেষ্টা করা হলেও সমাধান সূত্র বের না হওয়ায় অবশেষে রবিবার সন্ধ্যায় ক্যানিং থানায় সে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ক্যানিং থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং ওই গৃহবধূর মেডিকেল পরীক্ষা হয়েছে।পাশাপাশি সোমবার ক্যানিং থানার পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজে এলাকায় গেলে অভিযুক্ত যুবক সাবির পিয়াদা পালিয়ে যায়।

বিদ্যুৎ স্পৃষ্ঠ হয়ে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদ্যুতের তারে শক খেয়ে মৃত্যু হল এক শিশুর।মৃত শিশুর নাম মোরসেলিম গায়েন(৫)।ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার আঠারোবাঁকি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর দাহারানী গ্রামে। এদিন দুপুরে ওই গ্রামের বাসিন্দা হোসেন গায়েনের ছোট ছেলে মোরসেলিম গায়েন বাড়ির সামনে খেলা করছিল। আচমকা সেই সময় ঝড়ে বাড়ির সামনে একটি বিদ্যুতের খুঁটি থেকে হুক লাগানো তার ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে গেলে সেই তারে কোনও ভাবে শিশুর হাতে সংস্পর্শ হয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। পরিবার লোকজন গুরুতর আহত অবস্থায় শিশুটিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য প্রথমে মঠের দীঘি ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ওই শিশুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা শিশুটি কে মৃত বলে ঘোষণা করে। দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ক্যানিং থানার পুলিশ নিয়ে যায়। শিশুটির বাবা দাবি করেন এলাকায় ইলেক্ট্রিক মিটার না দেওয়ায় প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ইলেক্ট্রিক তারে হুক করে চালাতে হয়।

পথ দুর্ঘটনায় জখম যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার বাইশসোনা এলাকায়। গুরুতর জখম যুবকের নাম বাবাই বিশ্বাস।স্থানীয় সুত্রে জানা মঙ্গলবার সারাদিন বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তা ছিল পিচ্ছিল। এদিন সন্ধ্যায় বাইক চালিয়ে বাইশসোনা থেকে ক্যানিং যাওয়ার সময় রাস্তার উপর পড়ে থাকা বেশকিছু পচা খড়ের উপর বাইকের চাকা উঠে পড়লে আচমকা বাইকের চাকা পিছলে গিয়ে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হয় ওই যুবক।স্থানীয় লোকজন যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকদের পরামর্শে ওই যুবকের সিটি স্ক্যান সহ দেহে অন্যান্য স্থানের এক্সরে হয়েছে। যুবকের মাথায় ঘাড়ে এবং পায়ে গুরুতর আঘাত লাগায় তার অবস্থা বর্তমানে আশঙ্কাজনক।

বাসন্তীতে কৃষকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদ্যুতপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক কৃষকের। মৃতের নাম জয়দেব দাস(৩৫)। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার হরেকৃষ্ণপুর গ্রামে।স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে মঙ্গলবার সকালে জমিতে কাজ করছিলেন,কিছুক্ষণ পর মাঠ থেকে বাড়িতে ফিরেছিলেন পান্তা খাওয়ার জন্য। বাড়ি এসে আলো জ্বালাতে গেলে আচমকা বিদ্যু স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় জয়দেব দাসের।পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। জয়দেব দাসের আচমকা মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অটো–ম্যাটাডোর সংঘর্ষে জখম ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : একটি যাত্রীবাহী অটোর সাথে একটি ম্যাটাডোরের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন এক মহিলাসহ দুজন। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার ভাঙনখালি সুকান্ত কলেজ সংলগ্ন সরবেড়িয়া–বাসন্তী রোডে। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে এদিন বাসন্তীর শিমূলতলা মোড় থেকে যাত্রী নিয়ে একটি অটো বাসন্তীর সোনাখালিতে যাওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ম্যাটাডোরের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে কমপক্ষে জখম হয় পাঁচজন অটোযাত্রী।স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।দুর্ঘটনায় ঝর্ণা নস্কর নামে এক মহিলার ডান হাতে মারাত্মক আঘাত লাগলে তাঁর হাত থেকে একটি হাত খুলে রাস্তায় পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় ঝর্ণা নস্কর ও ফিরোজ মোল্লা নামে দুই অটোযাত্রীর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকট জনক হলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা দুজনকেই কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। জানা গেছে ঝর্ণা নস্কর নামে ওই মহিলা এদিন সকালে শিমূলতলা এলাকার এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে অটো করে ফিরছিলেন ৬নং সোনাখালি যাওয়ার জন্য।

যানজট ও নোংরা জলে নাকাল ঐতিহ্যবাহী শহর, উদাস প্রশাসন

সুভাষ চন্দ্র দাশ : ব্রিটিশ আমলের ঐতিহ্যবাহী শহরে যানজট ও সামান্য বৃষ্টিতে নোংরা আবর্জনার কাদা জলে নাকাল সাধারণ মানুষ। উদাস প্রশাসন।নামেই ব্রিটিশ আমলের প্রাচীন ঐতিহাসিক এই শহর ক্যানিং।বিশ্বের বৃহত্তম বিখ্যাত ব–দ্বীপ সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং শহরের যাতায়াতের রাস্তার বেহালদশা।সামান্য বৃষ্টিতে নোংরা জমে হাঁটু সমান জল জমে ওঠে এই প্রাচীন শহরের ষ্টেশন সংলগ্ন একমাত্র চলাচলের রাস্তায়।ময়লা আবর্জনার সেই কাদাজল মাড়িয়ে চলাচল করতে হয় সাধারণ মানুষজন থেকে সুন্দরবনে বেড়াতে আসা পর্যটকদেরকে।অন্যদিকে প্রায় প্রতিদিনই ক্যানিং ষ্টেশন সংলগ্ন বাসষ্ট্যান্ডে যানজটের কারণে সাধারণ যাত্রীদের ট্রেন ধরতে হিমশিম খেতে হয়।,কখনও বা নির্ধারিত ট্রেনটি ফেল বিপাকে পড়ে যানজটের কারণেই।এহেন

ঐতিহ্যবাহী ক্যানিং শহরকে উন্নত মনে হলেও বাস্তবে এর চালচিত্র আলাদা। ১৮৬২ সালের ২জানুয়ারি প্রথম ক্যানিং থেকে ট্রেন ছাড়ে। ইতিহাসের সাক্ষী বহন করা ছাড়া আর কিছুই নেই।একদা বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর হ্যামিলটন সাহেবের ডাকে সাড়া দিয়ে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং ষ্টেশন হয়ে গোসাবা দ্বীপে গিয়েছিলেন। সেই দিনটি আজ বিরল ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে এই ক্যানিং শহর। সেই সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার কিংবা সিংহদুয়ার ক্যানিং বিভিন্ন সমস্যায় আজ জর্জরিত।

সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশদ্বার মডেল ক্যানিং ষ্টেশনে যেতে গেলে জলকাদা মাড়িয়ে নাকাল হয়ে যেতে হয় এছাড়াও প্রায়ই লেগে থাকে যানযট। সামান্য বৃষ্টিতেই ক্যানিং ষ্টেশন রোড হয়ে ওঠে জলমগ্ন।যত্রতত্র নোংরা,প্লাসটিক,থার্মোকলের দ্রব্য জল নিকাশি ড্রেনে জমা হওয়ার কারণেই সামান্য বৃষ্টিতেই যাতায়াতের রাস্তায় নোংরা জল জমে যায়। সেই নোংরা জল কাদায় ভরপুর হওয়ায় ক্ষুব্ধ সাধারণ নিত্যযাত্রী থেকে স্থানীয় মানুষজন। রেল দফতর ও রাজনৈতিক নেতাদের অবহেলায় ঐতিহ্যবাহী ক্যানিং শহর আজ নরকে পরিণত হয়েছে বলে দাবি সাধারণ মানুষের। উল্লেখ্য, এমন সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য ও রেল দফতর একে অপরের দোষারোপ করতে ব্যস্ত।দীর্ঘদিনের এমন সমস্যা সমাধানের জন্য কেউই কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সমস্যা,সমাধান কবে হবে? আদৌ হবে কি না?সেই দিকে চাতকের মতো তাকিয়ে জনসাধারণ।

বিজেপিতে যোগ ২০০–র অধিক সংখ্যালঘু কর্মী সমর্থক

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতি আর গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন প্রায় দুশোর অধিক কর্মী সমর্থক। বিজেপিতে যোগ দেওয়া সমস্ত কর্মী সমর্থকরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের কালিডাঙা, কৃষ্ণনগর এলাকা থেকেই এই সমস্ত কর্মী সমর্থকরা তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। এদিন বাসন্তীতে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে বিজেপি নেতা সুবল বিশ্বাস, সৌমেন কামিলা এই নবাগত বিজেপি কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন।

রবিবার বাসন্তীতে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে এসে বিজেপি নেতৃত্বের হাত থেকে পতাকা তুলে নেন এই সমস্ত নবাগত কর্মীরা। আগামী দিনে বিজেপি দলের কর্মী হয়েই কাজ করতে চান বলে জানিয়েছেন নবাগত বিজেপি কর্মীরা। এ বিষয়ে হায়বত মোল্লা বলেন, তৃণমূল দলে যা দুর্নীতি ও গোষ্ঠী কোন্দল চলছে তাতে আমাদের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। অন্যদিকে নরেন্দ্র মোদীজির বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজ আমাদের মুগ্ধ করেছে। দেশের জন্য সুদুর প্রসারী চিন্তা ভাবনা কে পাথেয় করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর সেই কারণেই আমরা ওঁনার কর্মযজ্ঞের শরিক হতে চাই।

অন্যদিকে গোসাবায় শাসক দলের অত্যাচার,দুর্নীতি আর গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে বিজেপিতে যোগ দিলেন শতাধিক কর্মী সমর্থক। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা ব্লকের ৩ নং মণ্ডলের, রাধানগর তারানগর অঞ্চলের ৯৬ নং বুথে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করলেন শতাধিক কর্মীসমর্থক।

রবিবার সন্ধ্যায় গোসাবা ব্লকের ৩ নং মণ্ডলের যুব মোর্চা সভাপতি শঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে সুবিদ সরদার,রুহুল আমিন সরদার, জিয়ারুল সরদার,রসিদ মোল্লা,সাবুরালি সরদার,আকতারুল মোল্লা, জুব্বার মোল্লা,নিয়েত সরদার সহ প্রায় শতাধিক কর্মী।

বিস্ফোরণ তদন্তে সিআইডি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৯ জুন রাত্রে বিস্ফোরণে মল্লারপুর মেঘদূত ক্লাবের কংক্রিটের দেওয়াল ভেঙ্গে যায়। আগুন লেগে ক্লাবের নথিপত্র পুড়ে যায়। রামপুরহাট থেকে দমকল এসে আগুন নেভায়। এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মল্লারপুর স্টেশনের কাছেই অবস্থিত মেঘদূত ক্লাব। ৩০ জুন বিকালে ঘটনার তদন্তে আসে সিআইডি। ১ জুলাই মল্লারপুর থানার ওসি টুবাই ভৌমিককে সরিয়ে দেওয়া হয়। নতুন ওসি হন বৃকদর স্যানাল। ফরেন্সিক তদন্তের জন্য কলকাতা বেলগাছিয়া ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির দুইজন বিশেষজ্ঞ ঘটনাস্থলে আসেন। ছিলেন রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকরিক,রামপুরহাট সিআই এবং নতুন ওসি।

গাছ বাঁচাতে কচিকাঁচার আকুতি, দিশেহারা প্রশাসন

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: প্রশাসনের নির্দেশে একটি গাছ কাটতে এসে কচিকাঁচাদের আকুতিতে মাঝপথেই থমকে গেল যাবতীয় উদ্যোগ। গাছ না কেটেই ফিরে গেলেন শ্রমিক সহ প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ। বৃহস্পতিবার সকালে গুসকরা শহরের কয়েকজন ক্ষুদে স্কুল পড়ুয়ার এমনতর কর্মকাণ্ডে বিস্মিত এলাকাবাসী। হতভম্ব ব্লক প্রশাসনও।

এদিন সকালে আউশগ্রাম–১ ব্লক প্রশাসনিক কার্যালয়ের সীমানা প্রাচীরের কাজের জন্য একটি পুরনো কদম গাছ কাটার প্রস্তুতি চলছিল। সেইমতো গাছ কাটার শ্রমিক সহ প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ হাজিরও হয়ে যান। এমন সময় সকলকে চমকে দিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় সন্নিহিত গুসকরা পূর্বপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একদল ক্ষুদে পড়ুয়া। তারা গাছটি না কাটার আকুতি জানাতে থাকে। তাদের কচি কচি হাতগুলিতে ধরা একাধিক প্ল্যাকার্ড। কোনওটাতে লেখা রয়েছে বায়ুদূষণ মুক্ত পৃথিবী।

কোনওটাতে লেখা একটি গাছ বহু প্রাণ। কেউ A Tree Mans best Friend লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে সমাজকে message দেওয়ার চেষ্টা করছে। কারও আবার গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও আর্তি। এভাবেই একটি পুরনো কদম গাছকে বাঁচানোর জন্য কচিকাঁচাদের আকুতিতে বিস্মিত এলাকাবাসী, কিংকর্তব্যবিমূঢ় প্রশাসন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গুসকরা শহরে অবস্থিত আউশগ্রাম–১ ব্লক প্রশাসনের কার্যালয়ের নিরাপত্তার কারণে সীমানা প্রাচীর দেওয়ার কাজ চলছে। এই কাজের জন্য সীমানার ওপর থাকা একটি কদম গাছ কাটার প্রয়োজন হয়। সেইমতো গাছটি কাটার সিদ্ধান্ত নেয় ব্লক প্রশাসন। কিন্তু, ওই সীমানা সন্নিহিত গুসকরা পূর্বপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাশাপাশি পড়ুয়াদের এতে প্রবল আপত্তি আছে। সকলেই গাছটিকে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে একমত। তা সত্ত্বেও এদিন গাছ কাটার তোড়জোড় শুরু হয়েছিল।

ওই স্কুলের শিক্ষকদের পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দারা প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন গাছটিকে না কেটে সীমানা প্রাচীর দেওয়ার জন্য। ব্লক প্রশাসন এদিন অবশ্য পড়ুয়াদের আকুতির কাছে হার মেনে সাময়িকভাবে পিছু হটলেও গাছটির বিষয়ে পরদিন সকাল পর্যন্ত চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। শুক্রবার অফিস খোলার পর বিডিও চিত্তজি বসু টেলিফোনে বলেন, এখনও পর্যন্ত গাছটির বিষয়ে কোনও ডিসিশন হয়নি। যদিও শিক্ষক ও পড়ুয়া সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রশাসন গাছটিকে বাঁচিয়ে রেখেই সীমানা প্রাচীর দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ করবে।

তোলা আদায়ের প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অলিখিত চুক্তি পাশাপাশি লাঠি,রড কিংবা বাঁশের এক টুকরো লাঠি নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যানিংয়ের নতুন অটোষ্ট্যান্ড,বাসন্তীর ডকঘাটের শিমুলতলা কিংবা সোনাখালি বাসন্তীর অটোষ্ট্যান্ডে। অটো চালকদের কাছ থেকে তোলাবাজী করার জন্য এই সমস্ত ষন্ডা মার্কা লোকজন গুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় দিন দিন বেড়ে উঠেছে। প্রতিদিন ভোর থেকে রাত সাতটা পর্যন্ত চলে এমন তোলাবাজী।

অটো চালকদের অভিযোগ অন্য কোনও ষ্ট্যান্ড কিংবা মাঝরাস্তা থেকে যাত্রী তুললেই দিতে হবে ১০ টাকা। যে এলাকার অটো সেই এলাকা থেকে যাত্রী তোলা যাবে, যেখানে খুশি নামানো যাবে কিন্তু ফেরার সময় যাত্রী তোলা যাবে না। এমনই অলিখিত ফতোয়ায় পড়ে এবং রাজনৈতিক ছত্র ছায়ায় থাকা ষন্ডামার্কা লোকজনের বাড়বাড়ন্তে অতিষ্ট দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী ব্লকের অটো চালকরা। এমনই ধারাবাহিক তোলাবাজী চলে আসছে বামফ্রন্টের আমল থেকেই। তকালীন বাজারদর ভালো না থাকায় অটোচালকদের কে দিতে হতো ২ টাকা থেকে পাঁচটাকা। বর্তমানে সেই অংঙ্কটা দাঁ।য়িছে ১০ টাকায়।

এমন তোলাবাজীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সোমবার সকালে আচমকা বাসন্তীর সোনাখালিতে রাস্তার মধ্যে একাধিক অটো দাঁড় করিয়ে দিয়ে রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদ করেন অটোচালকরা। অবরোধের ফলে স্তব্ধ হয়ে পড়ে যানচলাচল। বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অটোচালকদের কে আশ্বস্ত করলে অবরোধ উঠে যায়। অটোচালকদের দাবি আগামীদিনে এমন তোলাবাজী বন্ধ না হলে গাড়ির চাকা স্তব্ধ করে দিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য প্রতিবাদে সামিল হবেন তাঁরা।

চাষের আশায় গরু দৌড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভালো চাষের আশায় অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও সুন্দরবন এলাকার বিভিন্ন জায়গায় গোরু দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। রবিবার কুলতলি থানার মেরিগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় এমনই এক প্রতিযোগিতা। স্থানীয় ভাষায় একে 'মইছাড়া' বলা হয়ে থাকে। প্রতিবছর এই মইছাড়া প্রতিযোগিতায় বাসন্তী, ক্যানিং, জীবনতলা, মগরাহাট, কুলতলি সহ আশপাশের এলাকার চাষিরা ছাড়াও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু চাষিরা তাঁদের বলদ গোরু নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থাও থাকে।

সুন্দরবনের চাষিরা বিশ্বাস করেন এই গোরুদৌড় প্রতিযোগিতা করলে চাষ ভালো হয়। তাই প্রতিবছর বর্ষার শুরুতে মাঠে জল জমলেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন তারা। এবছরও পঞ্চাশ জোড়ার বেশি গোরু এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। একদিকে ভালো চাষের আশায় অন্যদিকে চাষের আগে নিজেদের গরুগুলি সুস্থ ও তরতাজা আছে কিনা তা দেখে নেওয়ার জন্য এই আয়োজন বলে জানালেন উদ্যোক্তারা। হাঁটুখানেক জলের মধ্যে দুই'জোড়া গোরুকে একসাথে একটি মই'য়ের সাথে বেঁধে তাদের ছোটানো হয়। যে জোড়া গোরু অন্য জোড়াকে হারিয়ে নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারবে সেই গোরু জোড়াকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। প্রতিযোগিতায় জয়ীদের জন্য স্টিলের আলমারি, বালতি, কলসি, সুটকেস, ফ্যান সহ বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার থাকে। এছাড়া ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য থাকে বিভিন্ন ধরনের সান্তনা পুরস্কার। এই গোরুদৌড় দেখার জন্য সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কুলতলি ব্লকের মেরিগঞ্জ টাটপাড়া তরুণ সংঘের সদস্য সিরাজুল ইসলাম মোল্লা বলেন, আমাদের এই প্রত্যন্ত গ্রামে সেভাবে কোনও সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন নেই। এই প্রতিযোগিতা উপভোগের এক মাধ্যম।

বিজেপির হরিস্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বরেণ্য অধ্যাপক হরিপদ ভারতীর জন্মশত বর্ষ উদযাপন কল্পে গত ২৮ জুন হাওড়া শরৎসদনে রাজ্য বিজেপির উদ্যোগে এক মহতী স্মরণসভার আহ্বান করা হয়। তিনি ছিলেন জনসংঘের নেতা, জনতা পার্টির টিকিটে নির্বাচিত বিধানসভা সদস্য এবং ভারতীয় জনতা পার্টি (পশ্চিমবঙ্গ) এর প্রথম রাজ্য সভাপতি। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে অধ্যাপক ভারতীর রাজনৈতিক সহকর্মী বর্ষিয়ান মোতিলাল সোনী, বিমল রায়, প্রভাকর তেওয়ারী প্রমুখ হরিপদ বাবুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের প্রান্ত প্রচারক অ্যাডভোকেট অজয় নন্দী স্মরণ করেন কি ভাবে তাঁর বক্তৃতা দানের প্রাক্কালে বিধানসভায় সকল সদস্য ফিরে আসতেন, উদ্দেশ্য অধ্যাপক ভারতীর মতো বিদগ্ধ বাগ্মীতে ধ্যেয়নিষ্ঠ সমাজকর্মী হওয়া। সুবক্তা শমীক ভট্টাচার্য তাঁর বাগ্মী পরিচয়ের ওপর জোর দেন। সে যুগে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিপদ ভারতী দুজনেই ছিলেন দেব দর্শন বাগ্মী। তবে সৌমেনবাবুর কণ্ঠস্বরে ছিল ললিতা–লাবণ্য আর হরি–স্বরে বজ্রনির্ঘোষ। উভয়ের বিষয় বিস্তার ছিল অতলস্পর্শী। ইঁট মেরে সভা চলাকালীন ডঃ শ্যামাপ্রসাদের কপাল থেকে রক্তপাত ঘটান, অকুস্থল মহঃ আলী পার্ক। কিন্তু ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির প্রাক্তন সভাপতি ডঃ নিখিলেশ গুহ লিখেছেন এই জঘন্য ঘটনা ঘটেছিল আরামবাগে। ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী লিখেছেন কিভাবে এই নিন্দনীয় অঘটন দুই মহাপ্রাংশু ব্যক্তিত্বকে কাছে টেনে এনেছিল। সুভাষ সজল নয়নে ভবানীপুর এ আশুতোষ ভবনে গিয়ে অসুস্থ শ্যামাপ্রসাদের শয্যাপাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সর্বাঙ্গে মলিনতা ছড়িয়ে পড়তে দেননি।

অধ্যাপক মহোদয়ের ছাত্র সাংবাদিক রথীন ব্যানার্জী জানান, জনসংঘ নেতা হওয়া সত্ত্বেও স্যর নরসিংহ দত্ত কলেজে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর প্রতি কোনো ফেভারিটিজম দেখান নি। প্রাক্তন ছাত্রনেতার বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম হয়নি উপস্থিত গুণগ্রাহীদের। কেনই বা দেখাবেন? এবিভিপি তো কোনওদিনই কোনও রাজনৈতিক দলের তল্পিবাহক টেল এন্ড (tail–end) ছিল না, আজও নয়। অনুষ্ঠান শেষে অনেকের সঙ্গে বর্ষীয়ান মোদিলাল সোনীকে (পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি– যিনি হাজারের মধ্যেও হারিয়ে যান না) সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন বিজেপি নেতা মৃণাল দাস মহাশয়।

সমগ্র অনুষ্ঠানে কোনও মুখ খুললেন না অধ্যাপক ভারতীয় গভীর বিদ্যাবত্তা প্রসঙ্গে। যদিও কয়েকজন প্রমুখ হরিশিষ্য সেখানে ছিলেন আর সেই মনিষীর রাজনৈতিক সততা ছুয়ে আলোচনা। কাটমানির যুগে সেটা বোধহয় কোনও পলিটিক্যাল পার্টির পক্ষেই সম্ভব নয়। নারদা–সারদা নিন্দিত কুশীলবরা যে বেগে ঢুকছে হয়তো একদিন মনে হবে নদী আপন বেগে পাগল পারা।

পরম পূজনীয় স্যর বলতেন– অ্যাডলফ ফ্র্যানচাইজ এর যুগে কোয়ালিটি নয় কোয়ানটিটিই মূল্যবান। রামা কায়েত হাসেম শেখ আর রবীন্দ্রনাথ সবার মানই এক। তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে, কেমন করে সইবো?

ঐতিহাসিক হুল দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবন সহ উত্তর ২৪ পরগনা জেলাজুড়ে পালিত হল ঐতিহাসিক হুল দিবস। ঐতিহাসিকদের মতে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম বিদ্রোহ সংগঠিত হয় সিপাহী বিদ্রোহ নামে। আবার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম বিদ্রোহ হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ রয়েই গেছে। ১৮৫৪ সালে গঠিত হয় ছোটনাগপুর জেলা, তার আগে ১৭৭৯ সালে ভাগলপুরের কালেক্টর অগাষ্টা ক্লীব ল্যান্ড বিদ্রোহী পাহাড়িদের বশে এনে তাদের জন্য উপনিবেশ স্থাপন করেন। নাম দেন দামিন–ই–কোহ। কিন্তু এখানে পাহাড়িয়ারা থাকতে রাজী হয়নি।ফলে ১৭৯০ সালে সেখানে হড় অর্থাৎ সাঁওতালদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। সেই সময় দলে দলে সাঁওতালরা কটক, ধলভূম, মানভূম, বরাভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারীবাগ, মেদনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম থেকে দামিনে এসে বসবাস শুরু করেন। গড়ে ওঠে সাঁওতালদের সুখের জীবন, শান্তির জীবন।

তারপর তাদেরই অজান্তে কখন কোম্পানি মদতপুষ্ট মহাজন ও ব্যবসায়ীরা ঢুকে পড়ে তা তারা বুঝতে পারেনি।ক্রমশ শুরু হল সাঁওতালদের উপর ভয়াল ভয়ঙ্কর শোষণ ও অত্যাচার। পাশাপাশি কোম্পানির কর্মচারীরা খাজনা আদায়ের নামে অবাধে ধন সম্পদ লুঠ করতে থাকে। ফলস্বরূপ অসহণীয় শোষণ যন্ত্রণার

হাত থেকে মুক্তি পেতে সিধু–কানুর নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। তাঁদের ধর্মীয় আহ্বানে ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন তারিখে সাঁওতাল পরগনার ভগনাডিহি মাঠে প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল একত্রিত হয়ে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

১৮৫৫ সালের ৭ ই জুলাই দিঘি থানার অত্যাচারী দারোগা মহেশলাল দত্ত ও মহাজন কেনারাম ভকত দের কে হত্যার পরই সাঁওতাল বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৫ সালের ১৭ ই জুলাই পিয়ালপুরে বিদ্রোহীদের সঙ্গে মেজর ব্যারোজের নেতৃত্বে বিশাল সৈন্যবাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। এতে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের কাছে ইংরেজ সৈন্যের শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে সংঘটিত হয় সংগ্রামপুরের যুদ্ধ, পাহাড়ের উপরে সাঁওতাল বিদ্রোহীরা অপারাজেয় তাই ক্যাপ্টেন ফাগুন কৌশলে সাঁওতালদের নামিয়ে এনে কামান, বন্দুক গর্জে ওঠার নির্দেশ দেন। দলে দলে সাঁওতালরা মৃত্যু বরণ করে। সাঁওতাল অধুষিত অঞ্চলে মার্শাল ল জারি হয়। ১৮৫৬ সালের ২৭ জানুয়ারি অক্টোবর মাসে ভাগলপুর হিল–রেঞ্জাসের সাথে যুদ্ধে সাঁওতালদের পরাজয় ঘটে। ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সপ্তাহে সিধু–কানুর ফাঁসি হয়। কেউ কেউ বলেন, সংগ্রামপুরের লড়াইয়ে কানুর মৃত্যু হয়। এরপর বিদ্রোহ নিস্তেজ হয়ে পড়লেও আদিবাসীদের বিদ্রোহ থেমে থাকেনি। তুঁষের আগুনের মতো ধিকধিক জ্বলতে জ্বলতে পরবর্তী কালে তা দাবানল এর আকার ধারণ করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে উলগুলানের মাধ্যমে, যা আজকের এই ঐতিহাসিক হুল দিবস নামে পরিচিত।

অন্যদিকে গোসাবায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় ও পশ্চিবঙ্গ সরকারের আদিবাসী উন্নয়ণ বিভাগ আয়োজনে পালিত হল ঐতিহাসিক হুল দিবস।সোমবার দুপুরে তথ্য সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত গোসাবা ব্লকের কৃষক বাজারে ঐতিহাসিক হুল দিবসের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অচিন পাইক।অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোসাবার বিডিও বিপ্লব মিত্র, জেলা অনগ্রসর কল্যাণ দফতরের আধিকাররিগণ সহ স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষগণ। এদিন বিশেষ উসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে হুলদিবস পালিত হয়।আদিবাসী নৃত্য,ধামসা মাদল, সহ নানা ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৩ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ৬ জুলাই – ১২ জুলাই, ২০১৯

সংরক্ষণ ব্যাঙ্ক–চলছে চলবে

সংরক্ষণ মুক্ত ভারত আজও অধরা। সংরক্ষণ শব্দটি রাজনীতিকদের খুবই পছন্দের বিষয় কারণ ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থে দশকের পর দশক সংরক্ষণ রাজনীতি চলছে চলবে। দেশভাগের পর সংরক্ষণের যে তথাকথিত প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল তাকে আরও বেশি উস্কে দিয়েছিলেন একদা জগজীবন রাম। এরপর সেই মণ্ডল কমিশনকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে আগুনের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং একের পর এক সংরক্ষণের নানা ধুয়ো তুলে সাধারণ চাকুরিপ্রার্থীদেরকে আগুনের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। বহু শিক্ষিত চাকুরিপ্রার্থী সেদিন আত্ম বিসর্জন দিয়েছিল মণ্ডল কমিশন বাতিলের দাবিতে। নির্দয় প্রধানমন্ত্রী সেদিন তাদের পক্ষে একটি কথাও বলেননি। ইতিমধ্যে গঙ্গা গোদাবরি নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। ভোট রাজনীতির গতি বৃদ্ধি করেছে সংরক্ষণ রাজনীতি। একের পর এক সংরক্ষণের ধাক্কায় দেশে নিম্ন মেধার চাষ হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক সংরক্ষণের কাটমানির খেলা। এ রাজ্যেও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেনো জলের মতো ঢুকেছে নিম্ন মেধার প্রার্থীরা। স্রেফ রাজনৈতিক সংরক্ষণের সুযোগে। জাত–পাতের সংরক্ষণ শুধু অনৈতিক বা অবৈজ্ঞানিক নয় দেশের বুনিয়াদ নির্মাণের ক্ষেত্রেও ভয়ঙ্কর রকমের ক্ষতিকর।

শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সংরক্ষণ যথার্থ ছিল। এমনটা একদা এরাজ্যের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও দাবি তুলেছিলেন। সেদিন কোনও রাজনৈতিক দল সেকথাকে গুরুত্ব দেয়নি। দেশ জুড়ে চলেছিল মণ্ডল–কমন্ডুলের রাজনীতি। আজ ভারতবর্ষের জনসংখ্যা, অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নের সূচক অনেকটাই বদলে গিয়েছে। সময় এসেছে মেধাকে গুরুত্ব দেওয়ার।

মহাকাশ বিজ্ঞান থেকে কৃষিবিজ্ঞান কিংবা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সর্বক্ষেত্রেই বাস্তব ভিত্তিক চিন্তা ভাবনা জরুরি। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার নানা সময় দারিদ্র দূরীকরণের জন্য নানা কল্যাণমুখী কার্যকলাপ ও প্রকল্প চালাচ্ছে। এক্ষেত্রে জাত–পাত ভিত্তিক সংরক্ষণের আদৌ কোনও গুরুত্ব আছে কি না তা ভাবার সময় এসেছে। বিশেষ করে যখন চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ধাক্কায় সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। যথেষ্ট মেধা থাকা সত্ত্বেও স্রেফ জাত–পাতের অজুহাতে তারা যখন নানা ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয় তখন সামাজিক ক্ষোভ, বিক্ষোভে পরিণত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। রাজনৈতিক ময়দানে দাঁড়িয়ে জাত–পাতের সংরক্ষণের বিরুদ্ধে কেউই সিদ্ধান্ত ঘোষণার সাহস দেখাতে পারবে না। এটা ভারতের দুর্ভাগ্য।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আর্থিক ভাবে দুর্বল তথাকথিত উচ্চবর্ণের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ ঘোষণা করেছেন। সম্প্রতি এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও মোদির পথে হেঁটে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ ঘোষণা করেছেন তথাকথিত উচ্চবর্ণের জন্য। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সংরক্ষণ করার পরিবর্তে সেই পুরনো টোটকাই ব্যবহার করা হল।

সংরক্ষণের ধাক্কায় ভারতবর্ষের সামাজিক পরিকাঠামো ক্রমশঃ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ছে এ নিয়ে ভোটভিক্ষুক রাজনীতিকরা আগের মতোই উদাসীন রয়ে গেলেন।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কর্ম ও তাহার রহস্য

আমার জীবনে যেসব শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করিয়াছি, সেগুলির অন্যতম এই যে, কর্মের উদ্দেশ্যের প্রতি যতটা মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক, উপায়গুলির প্রতিও ততটা দেওয়া উচিত। এই শিক্ষা আমি যাঁহার নিকট লাভ করিয়াছি, তিনি একজন মহাপুরুষ।

এবং তাঁহার জীবন ছিল এই মহতী নীতির বাস্তব রূপায়ণ। এই

একটি নীতি হইতেই আমি সর্বদা মহৎ শিক্ষা লাভ করিয়া আসিতেছি, এবং আমার মনে হয়, জীবনের সকল সাফল্যের রহস্য সেখানেই অর্থাৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যতটা, উপায়গুলির প্রতিও ততটা মনোযোগ দেওয়া।

আমাদের জীবনের বড় ত্রুটি এই যে, আমরা আদর্শের প্রতি এত বেশি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি–লক্ষ্য আমাদের নিকট এত বেশি মনোমুগ্ধকর, এত বেশি লোভনীয় হয় এবং আমাদের মানসপটে এত বড় হইয়া যায় যে, আমরা উপায়গুলি খুঁটিনাটিভাবে দেখিতে পাই না, কিন্তু যখনই বিফলতা আসে, তখন যদি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে দেখিব যে, উপায়গুলির প্রতি মনোযোগ দিই নাই বলিয়াই আমরা বিফল হইয়াছি। উপায়গুলিকে নিখুঁত ও দৃঢ় করার দিকে মনোযোগ দেওয়াই আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। উপায়গুলি যথাযথ হইলে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবেই। আমরা ভুলিয়া যাই যে, কারণই কার্য উৎপাদন করে, কার্য কখনই নিজে নিজে উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণগুলি ঠিক, উপযুক্ত ও শক্তিশালী না হইলে কার্য কখনো উৎপন্ন হইবে না। একবার যখন আদর্শ নির্বাচিত ও উহার উপায়গুলি নির্ধারিত হয়, তখন আর আদর্শের কথা না ভাবিলেও পারি।

ফেসবুক বার্তা

কাটমানির দৌলতেই অর্থনীতি এবং রাজনীতি সচল

নির্মল গোস্বামী

কালো টাকা আর কাটমানি কি সমার্থক? অর্থনীতিবিদরা তার সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারেন। তবে টাকার উৎস যদি হিসাবে দেখানো না হয় তাহলেই সেটা কালো টাকা হয়ে যায়। ধরা যাক কেউ কারোর থেকে ১ লাখ টাকা কাট মানি নিয়েছে। শুধু সরকারি প্রকল্প নয় যে কোন ব্যাপারেই নিক না কেন, সেই ব্যক্তি তার আয়করের ফাইলে নিশ্চয়ই তা দেখাবে না। এই যে ফাইলে না দেখানো টাকা এটাই তো কালো টাকা হয়ে গেল। কিছু সরকারি আধিকারিকরা কনট্রাকটরের বিল পাশ করতে যে টাকাটা নেয় সেটা কাট মানি। আবার এই অবৈধ আয়টা নিশ্চয় আয়করের ফাইলে সে দেখাতে পারবে না, তাই সেটাই কালো টাকা হয়ে গেল। আবার কাট মানি ছাড়াও কালো টাকা হয়। সেটা ব্যবসায়ীরা করে। সে যত ইনকাম করছে তা সরকারকে দেখাচ্ছে না। উদ্বৃত্ত টাকাটা কালো টাকা হয়ে গেল। একজন কলেজ শিক্ষক বা স্কুল শিক্ষক লাখ টাকা আয় করে ছাত্র পড়িয়ে। আইনত সে টিউশন করতে পারে না। তাই ফাইলেও তা দেখাতে পারবে না। ফলে কষ্টার্জিত টাকাও কালো টাকা হয়ে যায়। এই কালো টাকা দিয়ে মানুষ অতিরিক্ত ভোগ বিলাস চরিতার্থ করে। ফলে বাজার অর্থনীতিতে তার একটা বিরাট ভূমিকা থাকে। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে নোটবন্দির ফলে সব চেয়ে বেশি মার খেয়েছিল জমি বাড়ির ব্যবসা। কারণ রিয়েল এস্টেটে যত টাকা খাটে তার ৬০ ভাগ কালো টাকা। ফলে অর্থনীতিতে কালো টাকা তথা কাট মানির যে একটা গুরুত্ব আছে তা অস্বীকার করা যায় না। ডাঙ্কেল তত্ত্ব অনুযায়ী তা উঁচু থেকে চুঁইয়ে পড়ে কিছু গরিবের হাতেও আসে। আমরা জানি রিয়েল এস্টেটে কয়েক কোটি শ্রমিক কর্মচারী কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। ফলে কালো টাকা যেমন সুইস ব্যাঙ্কে জমা পড়ে রাঘব বোয়ালদের। তেমনি কিছু কালো টাকার কারবারে গরিব শ্রমিকরা হাতে কাজ পায়।

গত অর্থ বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আবগারি শুল্ক বাবদ ১০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয় করে ছিল। রাজ্যে ঢালাও মদের লাইসেন্স দিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই জন্য সমালোচিত হতে হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল যে দোকান বেড়েছে বলেই কী মদ বিক্রি বেড়ে যাবে? আগে যে অঞ্চলে মদের

দোকান ছিল না সেই অঞ্চলের মানুষজন কি মদ খেতো না। এখন এলাকায় দোকান হতেই সব মদ খাওয়া শিখল? বর্তমানে গাড়ি শিল্পের বাজার মন্দা চলছে। এখন এলাকায় এলাকায় শোরুম খুলে দিলেই কি গাড়ি বিক্রি বাড়বে? তা নয় মন্দা, নিরাপত্তাহীন অর্থনীতির জন্যই গাড়ির চাহিদা কমেছে। দোকান খোলার জন্য মদ বিক্রি হয়তো কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু সব থেকে বড় প্রশ্ন হল একজন ব্যবসায়ী কখন মদের দোকান খোলে? যখন সে দেখে যে এলাকায় মদের চাহিদা আছে। তাই তো, নেতা থেকে পুলিশ প্রশাসনকে কয়েক লাখ টাকা উপঢৌকন দিয়ে মানুষ মদ দোকানের লাইসেন্স জোগাড় করছে। এখন প্রশ্ন হল যে হঠাৎ করে এলাকায় এলাকায় এতো মদের চাহিদা বাড়ল কি করে? বাংলায় তো নতুন কলকারখানা হয়নি, যে তাদের ম্যানেজমেন্ট স্টাফেরা ৫০০, ১০০০ টাকা দামি মদ কিনে খেতে শুরু করেছে। নতুন করে শিক্ষক নিয়োগে ৮ বছরের একবারই হয়েছে। সরকারি চাকরির বাজারও ক্রমাগত সংকুচিত। যা নিয়োগ হয়েছে তা চুক্তি ভিত্তিক। ১০ হাজার টাকা মাইনে। আর এক দেড় লাখ সিভিক পুলিশ নিয়োগ হয়েছে। তাদের মাইনে ৫/৬ হাজার টাকা। এবং দিনের কাজের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ নাকি প্রথম। তাহলে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে গ্রামের বেকাররা কাজ করে যে টাকা আয় করেছে তা দিয়েই কী সব মদ খেয়েছে? তাহলে তাদের সংসার চলবে কী করে?

আসল সত্যটা হল এই যে গ্রামে গঞ্জে, শহর, শহরতলি তোলাবাজি আর কাট মানির দাপাদাপি ছিল। সেই অর্থের একটা বিরাট অংশ খরচ করেছে মদের পিছনে। রাজনীতির নামে হোক আর স্বনামেই হোক দাদাগিরি করে কাটমানি তুলতে গেলে সঙ্গে একদল বেকার যুবকের প্রয়োজন তারা সব দাদাদের হয়ে কাজ করবে, মিছিল করবে, মিটিংয়ে লোক নিয়ে যাবে তাদের বশে রাখার জন্য দিনে দুপুরে সন্ধ্যে মদের জোগান দিতে হতো। মদ না খাওয়ালে ছেলেরা সঙ্গে থাকবে কেন? অনেকটা আফিং খাইয়ে খাঁচার পাখিকে বশ করার মতো।

বিরোধীরা অভিযোগ করে আসছে যে পশ্চিমবঙ্গে তোলাবাজি শিল্পে পরিণত হয়েছে। এবং পশ্চিমবঙ্গে তা ক্রমবর্ধমান শিল্পের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। এই যে বালি ব্যবসার কাটমানি, কয়লার কাটমানি, বাড়িতে জলের কানেকশন দেওয়ার কাটমানি, শৌচালয়ের কাটমানি, বাড়ির প্ল্যান অনুমোদনের কাটমানি, শিক্ষক নিয়োগের কাটমানি, সিভিক পুলিশ নিয়োগের কাটমানি, জলবন্ধু নিয়োগের কাটমানি আরও জানা অজানা ক্ষেত্র থেকে যে বিপুল কাটমানি এসেছে নেতা, দাদা বা পঞ্চায়েতের সদস্যদের হাতে তার বিশাল অংশের টাকা ব্যয় হয়েছে নেশা, স্ফুর্তিতে। সেই টাকাই আবগারী শুল্করূপে সরকারের কোষাগারে জমা পড়েছে।

গ্রামেগঞ্জে রাজনীতি করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন হয়। অর্থ ছাড়া রাজনীতি হয় না। আগে সমাজের বড় লোকের ছেলেরা রাজনীতি করত। তারা বাপ ঠাকুরদার অর্জিত সম্পত্তি বিক্রি করে সংসার চালাত। সে দিন আর নেই। এখন রাজনীতি ব্যবসা। কত খরচ করলে কত উঠবে তার হিসাব কষে তবে পা বাড়ায়। তৃণমূল দল কোনদিন কুপন ছাপিয়ে জনগণের কাছ থেকে চাঁদা তোলে নি। যারা ব্লক সভাপতি, অঞ্চল সভাপতি তাদের সংসার আছে আবার পার্টি চালানোর খরচ আছে। সে সব আসবে কোথা থেকে? বামপন্থী দলে মাইনে করা সর্বক্ষণের কর্মী আছে। কংগ্রেসে তৃণমূলের সে সবের বালাই নেই। তাদের কর্মীদের চলে কী করে কেউ কি খোঁজ নিয়েছে কোনও দিন? কলকাতার নেতারা রাজনীতি করে

> বিরোধীরা অভিযোগ করে আসছে যে পশ্চিমবঙ্গে তোলাবাজি শিল্পে পরিণত হয়েছে। এবং পশ্চিমবঙ্গে তা ক্রমবর্ধমান শিল্পের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। এই যে বালি ব্যবসার কাটমানি, কয়লার কাটমানি, বাড়িতে জলের কানেকশন দেওয়ার কাটমানি, শৌচালয়ের কাটমানি, বাড়ির প্ল্যান অনুমোদনের কাটমানি, শিক্ষক নিয়োগের কাটমানি, সিভিক পুলিশ নিয়োগের কাটমানি, জলবন্ধু নিয়োগের কাটমানি আরও জানা অজানা ক্ষেত্র থেকে যে বিপুল কাটমানি এসেছে নেতা, দাদা বা পঞ্চায়েতের সদস্যদের হাতে তার বিশাল অংশের টাকা ব্যয় হয়েছে নেশা, স্ফুর্তিতে। সেই টাকাই আবগারী শুল্করূপে সরকারের কোষাগারে জমা পড়েছে।

এম এল এ, এম পি হয়ে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করার সুযোগ পায়। গ্রামের প্রধান বা সদস্য ক পয়সা পায়? তাই দিয়ে কি সংসার চলে? পার্টি চালানো তো পরের কথা। এমন লক্ষ লক্ষ কর্মী আছে যাদের উপার্জনের কোনও পন্থা নেই। অথচ তারা গাড়ি বাড়ি করছে।

পার্টির মিটিংয়ে যে হাজার হাজার টাকা ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন আর নেত্রীর ছবি লাগানো ফ্লেক্সে ভরিয়ে দিচ্ছে গোটা এলাকা। মিটিংয়ের জন্য প্রতি ব্লকের নেতাদের কত গাড়ি দিতে হয় লোক নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেই গাড়ি ভাড়া কে দেয়? স্থানীয় ভাবেই জোগাড় করতে হয়। কাট মানি ছাড়া এসব যে সম্ভব নয় তা সব পার্টিই জানে। কাটমানি যে নেয়, সে সবটা হজম করতে পারে না। পার্টির পিছনেও খরচ করতে হয়। আর সেই জন্যই মানসিক ভাবে একটা যুক্তি খুঁজে পায় কাটমানি নেওয়ার। এইভাবেই কাটমানি আজ রাজনীতি ও অর্থনীতি সচল রাখার রসদ যোগায়। দেশের শিল্পপতিরা লক্ষ কোটি টাকা ঋণ শোধ না করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তার একটা অংশ সরকারি দল এবং প্রধান বিরোধী দল পেয়ে থাকে। তাই তো ভোটে ২৭ হাজার কোটি টাকা খরচ করতে পারে। সেটাও তো এক ধরনের কাটমানি চাঁদার ছদ্মনামে।

খাদ্য ভাষা ধর্ম জন্মগত নয়, লালনগত হয়

ধর্মান্তকরণ হউক পুতুল খেলাময়, জাত ধর্ম দিয়ে মানুষ বিচার নয়

প্রহ্লাদ দাস

ক্রমাগত জনবিস্ফোরণ কারণে স্থান সংকুলান ও জীবিকা সংকটে তৎসহ অন্ধ বিজ্ঞান বিমুখ আল্লা–ভগবান নির্ভর অপরিণাম দর্শিতার ফলে গোষ্ঠী সংঘাত তথা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেই চলেছে।

বর্তমান বিজ্ঞান যুগে গ্রহান্তরে মানুষের পদার্পণের পরে সেখানে পুণ্যফলে সুখবাস মিথ্যা প্রমাণের পরও ধর্মান্ধ মানুষ বাস্তব জীবনই সত্য, কোনও ভাবেই মেনে নিতে পারছে না। বিপক্ষকে হত্যা করলে পূণ্যফলে স্বর্গবাস হবে এযে সম্পূর্ণ মিথ্যা, বিজ্ঞান বিমুখ ব্যক্তিদের বোধগম্যের মধ্যে নেই।

এই বিজ্ঞান বিমুখ মানুষরা আহার ও বিহারেই জীবনকে সম্পূর্ণ মনে করে। আর তাতেই মনে করে আল্লা ভগবান এটাই জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট দান দিয়েছেন।

উষ্ণাঞ্চলে পুরুষ মৌলবাদীতার নিষ্পেশনে নারী সমাজ অতি দয়নীয় জীবন জীবিকা পেয়ে চলেছে।

হিন্দুরা পূনর্জন্মবাদী হয়েও নারী সতীত্ব নিয়ে অতি বিকার গ্রস্ত। রামচন্দ্র হরিতা স্ত্রীকে যুদ্ধ বলে ফিরিয়ে এনে অগ্নীপরীক্ষার পর গর্ভস্থ স্ত্রীকে লোকনিন্দার ফলে দরিদ্র বনাশ্রমে দিয়ে আসেন, অতঃপর যমজ সন্তানের বীরত্ব সত্ত্বেও জন্ম সন্দিহানে সীতা কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। লোকনিন্দা কালে রাজশক্তিকে প্রতিবাদে না লাগিয়ে নারী নির্যাতনকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন।

যুধিষ্ঠির অন্য পুরুষ ঔরস জাত হয়েও পূর্ণ উত্তরাধিকার হেতু কুরুক্ষেত্র মারণ যজ্ঞ হয়েছিল। এর পরেও নারী সতীত্ব নিয়ে কি করে হিন্দুরা প্রশ্নে বিকারগ্রস্ত! আর্য্যদের যুগে নারীর সম্পূর্ণ মুক্ত অধিকার ছিল তার জীবন যৌবনের স্বাধিকার।

হিন্দুরা অতি রামলক্ষণ ভক্ত, শুধু ভ্রাতৃ জোটে নারী নির্যাতন ও শত্রু দমনে শক্তিশালী হতে, আর কিছু না। এ যুগে হিন্দু শ্রেষ্ঠ পরিবার তথা আম্বানী ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখে হিন্দুদের কত ভ্রাতৃপ্রেম, নিশ্চয় বুঝতে পারবে।

খ্রিস্ট ও ইসলামরা অন্য মানুষকে সহজেই আপন করে নিতে পারে, অখন্ড–ব্রহ্মাণ্ডবাদী হিন্দুরা কেন তা পারে না? অতি মানব ঘৃণ্য বলে কি? প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ দ্বারা যে কাউকে হিন্দু করার প্রথা থাকলেও, কোনও পরিবারের সদস্য ভিন্ন ধর্মী কাউকে জীবন সাথী করে আনলে, তাকে নিজ সদস্য সহ সমাজ চ্যুত করে থাকে। এই কি অখণ্ড বাদ? ব্রহ্মাণ্ডবাদ? শুধু অজ্ঞ দ্বিচারিতা! শ্রীকৃষ্ণ ও দ্বিচারিতা, অহিংস হয়েও সহিংস আদেশ দাতা। তবুও পুজ্য? দৈবশক্তির বলিয়ান কিনা? কই ব্রিটিশ শাসনে ও দেশভাগ কালে কোনও দেবদেবীর দৈবশক্তিতো হিন্দুদের বাঁচাতে আসেনি। কোন দৈব শক্তি তো নতুন নতুন বিজ্ঞান আবিষ্কারের সন্ধান হিন্দুদের মাথায় ততটা দেয়নি। সবই তো ইহুদি ও খ্রীস্টদের ভাগ্যে মিলে যাচ্ছে। হিন্দু–মুসলিমরাই অতি অন্ধ স্রষ্টা নির্ভর। আর তারাই রয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞান অন্ধ হয়ে। অথচ যত বিজ্ঞান আবিষ্কার হয়ে চলেছে জীবন তত উন্নত ও নিরাপত্তাশীল হয়ে চলেছে। জীবন হয়ে চলেছে দীর্ঘজীবী ও আরও আয়াস প্রিয়! ভোগবিলাসী! নারীরা আরও উন্মত্ত হয়ে চলেছে পুরুষ মৌলবাদিতার প্রতিবাদে। ইউরোপীয় ভোগবিলাস আত্মভোগীতা বিজ্ঞানের দৌলতে ঢুকে চলেছে প্রতিটি নব প্রজন্মের মগজে। তাহলে হিন্দু–মুসলিমরা কি ধর্মান্ধে ডুবে থাকবে, না বিজ্ঞানের আলোতে বেরিয়ে আসবে? আর এই ধর্মান্ধ জনবিস্ফোরণ কি জন্ম নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে উন্নত জীবন নেবে না, বিজ্ঞান উন্নত দেশের জীবানুমারক দ্বারা কীটের মত তা নিয়ন্ত্রিত হবে? সিদ্ধান্ত তাদের।

এবার দেখা যাক ধর্মান্ধ সংঘাত। খ্রীস্ট হিটলার শুধু ইহুদি হওয়ার দায়ে কয়েক কোটি নিরীহ মানুষকে হত্যা করেন। ভারত ভাগে প্রায় ৫০ লক্ষ হিন্দু মারা যায়, যার বেশিই হল বাঙালি হিন্দু। অনেক স্থলে মুসলিমরাও মারা যায়। এতে ছিল দেশ দখলের দায়।

সম্রাট বাবর ছাড়া সকল মুসলিমরাই ধর্মান্তরিত হিন্দু হতে মুসলিম। জম্মু–কাশ্মীর উচ্চভূমি মুসলিম গরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানে না দিয়ে গোপন বিনিময়ে হিন্দু গরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানে দিতে হয়। এতে আমেরিকার অস্ত্রঘাটির আশঙ্কা থেকে রাশিয়া স্বস্তি পেয়েছে, যা ছিল জম্মু কাশ্মীর উচ্চভূমি। আর নেতাজি ভক্ত বাঙালি শক্তিকে নিপাত করা গেছে। বিনিময়ে বিপুল অর্থঋণ রাশিয়া থেকে পেয়ে ভারত গঠনে সুনাম অর্জন করেছেন নেহেরুজি। আর তার চিরশত্রু নেতাজি যদি রাশিয়াতে বেঁচে থাকেন তাঁকে যেন গোপন রাখা হয়।

এদিকে মুর্শিদাবাদ–নদিয়া ও চব্বিশ পরগান জেলা মুসলিম গরিষ্ঠ হয়েও তাকে পাকিস্তানে না দিয়ে, হিন্দু গরিষ্ঠ সিলেট–কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম জেলাকে ভারতে না রেখে (বিনিময় শর্তে) নতুন একটি বাঙালি রাজ্যের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। সিলেট–কুমিল্লা–চট্টগ্রাম মিলে ছোট রাজ্যটি হতো ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল, জলপথের অতি সুলভ বহির্বাণিজ্যের সুযোগ হতে পারতো ইস্পাত শিল্প, পেট্রোলিয়াম শোধনাগার, এশিয়ার শ্রেষ্ঠ পশ্চিম বেলাভূমির পর্যটন শিল্প ও চলচ্চিত্র শিল্প।

অহিংস–যুদ্ধ বিমুখ–সংস্কৃতি পরায়ণ বাঙালিরা যুগে যুগে যুদ্ধ ভয়ে মেঘনা মোহনার বঙ্গোপসাগরের উপকূলে জলাজঙ্গল এলাকায় পালিয়ে আসা জনগোষ্ঠী। অহিংস মানবতার ধারক ও বাহক তা জীবন দিয়ে বিশ্বমাঝে প্রমাণ করেছে এই হিন্দুবাঙালিরা।

আর্য্যরা হিন্দুধর্ম বিস্তার করেন হিংসার মাধ্যমে। ইসলামও তাই শুধু মিশনারীরা এই দেশে সেবার দ্বারা খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করেন। যদি ইসলামরাও সেবার পন্থা অবলম্বন করতো তাহলে ভারতে হিন্দু সংখ্যা অতি নগণ্য হতো।

বর্তমানে হিন্দু সমাজ অহিন্দুকে হিন্দুকরণ শুরু করেছেন। তবে তা যেন হিংসার মাধ্যমে নয়, সেবার মাধ্যমে হয়। আর সেবা–সাহায্যের প্রাচুর্যতা যদি না থাকে তাহলে পূর্ব ধর্মে ফিরে যাওয়ার দৃঢ়সঙ্কল্প যেন ভুলে না যায়। এভাবে ধর্মান্তকরণ সেবা সাহায্যের পরিমাপে হতে থাকে এবং ধর্মান্তরিত হওয়া ও পূর্ব সমাজে ফিরে আসা যত্রতত্র ঘটতে থাকে, তাহলে এই ধর্মভেদ দ্বেষ দ্রুত পুতুল খেলায় পরিণত হবে। আর মানুষ হবে বাস্তব বিজ্ঞান বাদী ও শান্তি ভোগী, সন্দেহ নেই!

আত্মপ্রতিষ্ঠা বিরোধী, সাম্যবাদী, পশুদরদী, অহিংস, বাস্তব দূরদর্শি, কঠিন বর্বর এলাকায় এক সভ্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহান ব্যক্তি মহম্মদ হজরতকে এ যুগে সর্বকালের, সব মানুষের হিতাকাঙ্খী বলে প্রত্যেক মানুষের সেটা জানা দরকার। এতেই ইসলাম ক্ষোভ মিটে যাবে। শুধু আধ্যাত্মিক হজরত মহম্মদ থাকবে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের। তৎসহ স্বর্গে চোদ্দ হুরীর লোভে অকাতরে মূল্যবান জীবনকে বলিদান দেওয়ার ইসলাম যুবকদের রক্ষা করার বাস্তব বুদ্ধি যুক্তি দিয়ে রক্ষা করা দরকার। কারণ মহম্মদ হজরত দূরাচারীদের ক্ষান্ত করতে বাস্তব দূরদর্শিতার মাধ্যমে এই মতবাদ দিয়ে সমাজকে যুদ্ধ বিনা তৎকাল শান্তি স্থাপন করেন। এটা বুঝতে হবে সকলকে। আর বুঝতে হবে মহম্মদ হজরত কখনও কামান্ধ ও সহিংস ছিলেন না। তার অনেক প্রমাণ আছে। তাই অইসলামরা হজরত মহম্মদকে সাচ্চা চরিত্রের ব্যক্তি বলে শ্রদ্ধা করা উচিত। তাহলে ইসলাম আত্মক্রোধ বিলোপ হবে, সন্দেহ নেই। সর্বশেষ বলা যায় 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। বর্তমানে সর্ব জীবন সুখে থাকতে জন্মনিয়ন্ত্রণ অবশ্য তাই।

বিঃ দ্রঃ– এই প্রবন্ধের সমস্ত মতামত একান্তই লেখকের। এর জন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।

সমস্ত বক্তব্য লেখকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

পাঠকের কলমে

মাত্র আট বছরে তৃণমূলের জন সমর্থন এখন তলানিতে কেন

১. গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সময় যে ভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন করালেন রাজ্য নির্বাচন কমিশন, প্রচুর মানুষ ভোট দিতে পারল না এবং বহু বুথে বিরোধীরা। এজেন্ট দিতে গিয়েও বসতে পারলেন না। যদিও অনেক জায়গায় বিরোধীরা প্রার্থী জোগার করতে পারেনি এবং এজেন্টও জোগার করতে পারেনি। কিন্তু সংবাদ মাধ্যমে প্রচার হয়ে গেল যে শাসকদলই প্রার্থী ও এজেন্ট দিতে দেয় নি। ফলে অনেক মানুষ ভুল বুঝলেন এবং লোকসভা ভোটে তৃণমূল থেকে সারা পেলেন।

২. ২০১১ সালে প্রচুর মানুষ জোয়ারের জলের মতন (বিভিন্ন দল থেকে এসে একাধিক খুনি, গুন্ডা, বদমাশ, বালি মাফিয়া, কোল মাফিয়া, জমি মাফিয়া, নিষিদ্ধ জলের লোকজন) তৃণমূলকে ভোট দিয়ে দলে ঢুকে পরেছে। তাদের বন্টন করা যায় নি। বরং বিভিন্ন সময় দেখা গিয়েছে ওই সমস্ত মানুষ শাসক দলের নেতা মন্ত্রীদের সঙ্গে ওঠা বসা করছেন। বা বিভিন্ন পদাধিকার পদে বাস করেছেন।

৩। সবুজ সাথী, শিক্ষা সাথী প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল, স্কুল ব্যাগ দেওয়া হয়েছে। এটা একটা ভীষণ ভালো উদ্যোগ কিন্তু এই কাজটা ঠিক ঠাক মতন হয়নি কারণ দেখা গিয়েছে একটা ছাত্রীকে পাঁচটা ছয়টা সাইকেল দেওয়া হয়েছে মাত্র একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে। যা পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। অথচ সত্যই যারা পাবার যোগ্য তারা পায় নি।

৪। খাদ্য সাথী প্রকল্পে রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গের একটা বড় অংশের মানুষকে মাত্র ২ টাকা কিলো চাল গম দিয়েছিল। এই কথাটা নিশ্চয় প্রচারে এক মাত্র মুখ্যমন্ত্রীকেই বেশ কয়েকবার বলতে শোনা গিয়েছে। অন্যদের এই নিয়ে কোনও আগ্রহ দেখা যায় নি।

৫। সব সময় বলা হচ্ছে রাজ্যে প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু বাস্তবে তা চোখে পড়েনি।

৬। বিভাজন ব্যাপারটা চোখে পড়ার মতোন হয়ে গিয়েছে যেমন একজন মাত্র ইমামকে লাল বাতি লাগানো গাড়ি চড়তে দিয়ে সম্পূর্ণ ভুল কাজ হয়েছে, সেটা বিরোধীদের প্রতিবাদের পর বন্ধ হয়েছে

৭। হকার নিয়ন্ত্রণ একদম নেই বরং সরকারি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফুটপাথ দখল করে চলছে অনবরত বে আইনি কাজ কর্ম

৮। দুর্গাপূজার সময় হকারদের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য থেকে অস্থায়ী ভাবে উঠে যেতে হয় আট বছর তা একদম বন্ধ বরং মোটা মোটা লোহার বিম দিয়ে কাঠামো তৈরি করে হকার বসে থাকছে দিনের পর দিন। দর্শনার্থীদের অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

৯। দুর্গা পুজোর সময় বিভিন্ন নেতা মন্ত্রীদের পুজো গুলো এমনভাবে ব্যারিকেট করা হয় যার ফলে সাধারণ মানুষের ভীষণভাবে অসুবিধা হয় এবং তাতে বিরক্তি বাড়ছে।

১০। ক্লাবে দেওয়া অনুদান সঠিক ভাবে হয়নি। এমন দেখা গিয়েছে সন্ধ্যার পর থেকে সব ক্লাবে অনেক অনিয়ম কাজকর্ম হচ্ছে স্থানীয় মানুষ তা দেখছেন। এবং ইডিএফএর তা পরিযান ঘটালো।

১১। শাসক দলের সমস্ত নেতা মন্ত্রী এবং পদাধিকারীরা সমস্ত শ্রেণির মানুষের সঙ্গে হাসি মুখে মধুর সম্পর্ক না গড়ে এবং উল্টো কাজ করছেন। যেমন ঠোঁট উলটিয়ে চোখ রাঙিয়ে আঙুল তুলে চড়া আওয়াজ বেশি পছন্দ করছে না।

১২। অঞ্চলে অঞ্চলে সব ব্যাপারে সিন্ডিকেট প্রথা বন্ধ করা হলে ভালো হতো।

১৩। এন আর সি নিয়ে বাংলার মানুষ বুঝতে পেরেছেন যে ওই ব্যক্তি বিজেপি করেনি করেছে সুপ্রিম কোর্ট তাই দলে বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য ভাষার মানুষের কাছে এনআরসি গ্রহণ যোগ্যতা থেকে গেছে। মাত্র ভোটের স্বার্থে এই বিরোধিতা করছে।

১৪। রাজ্য সরকারী কর্মীদের ডিএ না পেয়ে আদালতে যেতে হয়েছে। তারাও বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে। যদিও পোস্টাল ব্যালট সকলের বাড়িতে না পৌঁছলেও তাদের বাড়ি লোকজন কিন্তু অনেকে ভোটার।

১৫। প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার নামতে না দিয়ে এবং বিরোধী দলের মিটিং মিছিলএ বাধা দেওয়াটা মানুষ ভালো চোখে নেয় নি।

১৬। দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হওয়ার ফলে অশান্তি লেগেই আছে মানুষ একটা ভালো চোখে নিচ্ছে না।

১৭। পুর পিতা, পুরমাতা এবং এমএলএ, এমপি বা যারা দলের পদাধিকারী তাদের মধ্যে সম্পর্ক কোথাও কোথাও খুব একটা ভালো নয় দেখা গেছে। যেমন ধরা যাক একজন মন্ত্রী একজন সাধারণ মানুষকে একটি চিঠি লিখে ছিলেন সে নিজেকে ব্যাপারে হোক বা দলের ব্যাপারে হোক যাকে চিঠি লিখলেন তিনি চিঠি পেয়ে ভালো করে না পাতা ছেঁড়া কাগজ ফেলার ঝুড়িতে ফেলে দিলেন বললেন পরে দেখব।

১৮. শহর পরিষ্কার এবং যানযট মুক্ত করার ক্ষেত্রে দরকার চুপচাপ বসে আছেন। দেখা যাচ্ছে বে আইনি ভাবে রাস্তা দখল করে মানুষ ঘর তৈরি করে বসে পড়ছেন। আস্তে আস্তে তারা ফুটপাথ দখল এবং রাস্তার ঘরবাড়ি তৈরি করে দখল হয়ে গিয়েছে। এর ফলে যানবাহনের যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে যাহারা যানবাহন চালিয়ে ওই সমস্ত রাস্তা দিয়ে যান বা হেঁটে চলাফেরা করেন তারা সরকারকে ধন্যবাদ দিচ্ছে না।

শ্যামলকুমার সাহা, ১৫৬ প্যায়ারী মোহন রায় রোড, কোলকাতা ২৭

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

বেরলো খেলনা বাঁচলো শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাবা মা মাঠে কাজ করছিলো। পাশে খেলনা নিয়ে খেলছিলো আট মাসের শুভম মুর্মু। খেলতে খেলতে মুখে ভরে নিলে গলায় আটকে যায় ৬/৪ সেমির প্লাস্টিকের খেলনা 'কচ্ছপ'। ঘটনাস্থল ঝাড়খন্ডের বেলুপতি গ্রাম। ঝাড়খন্ডের বিভিন্ন হাসপাতাল ঘুরে ছোট্ট শুভকে নিয়ে সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে আসে বাবা মা শিশুর গলা থেকে খেলনা 'কচ্ছপ' বের করেন সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের ইএনটি স্পেশ্যালিস্ট অর্ণব দত্ত। চারিদিকে যখন চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠে তখন চিকিৎসায় নতুন দিশা দেখালো সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল – একথা বলাই যায়।

বিজেপি জেলা সভাপতি পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩০শে জুন বীরভূম জেলা বিজেপির নতুন জেলা সভাপতি হলেন শ্যামাপদ মন্ডল। ময়ূরেশ্বর–২ নং ব্লকের বিল্বনরী গ্রামে বাড়ি শ্যামাপদ মন্ডলের। ভদ্র ব্যবহার এবং সুবক্তা হিসাবে দলীয় কর্মীদের কাছে পরিচিত শ্যামাপদ মন্ডল। বীরভূম জেলায় এখন শাসকদলের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে বিজেপি। বর্তমানে মল্লারপুর–১ নং,গণপুর এবং ডাবুক গ্রামপঞ্চায়েত বিজেপির দখলে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানের প্রবণতা বাড়ছে জেলাজুড়ে।

কাটমানি ফেরতের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার ভালাষ গ্রামে কাটমানি ফেরতের দাবিতে দুই তৃণমূল নেতাকে মারধর করার অভিযোগ উঠলো স্থানীয়দের বিরুদ্ধে। ২৫শে জুন সিউড়ির চাতরা গ্রামে ১৪৭জন গ্রামবাসীকে ১৬৪৭ টাকা করে কাটমানি ফেরত দিলো তৃণমূল বুথ সভাপতি ত্রিলোচন মুখার্জী। ২৩শে জুন সন্ধ্যায় ষাটপলশা গ্রামে তৃণমূল কার্যালয় ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। এইঘটনায় ছয় বিজেপি সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মধ্যক্ষরা গ্রামে বিজেপি নেতা প্রশান্ত মন্ডলের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠে তণমূলের বিরুদ্ধে। একশোদিনের কাজের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে রসুলপুর গ্রামে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে জখম হয় পাচঁজন। আরোয়া গ্রামে বিজেপি কর্মীদের বাড়ি,পোল্ট্রি ফার্ম ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। হেতমপুর কলেজের কমন রুমের বেহাল দশার ছবি মোবাইলে ক্যামেরাবন্দি করার পর সংসদে নিয়ে গিয়ে এবিভিপি দুবরাজপুর ইউনিট সভাপতি রাজেন সেন এবং বিশ্বরূপ কর্মকারকে মারধর করার অভিযোগ উঠে টিএমসিপির বিরুদ্ধে।

স্ত্রী খুন, স্বামী আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : দখলবাটি গ্রামে সন্দেহের বশে স্ত্রীকে কুড়ুল,হাতুড়ি দিয়ে খুন করে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলো স্বামী। মৃতদের নাম তমালি মাল এবং পরেশ মাল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ।

আগামী ৮–১০ দিনের মধ্যে বৃষ্টি না হলে চাষে সমস্যা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : সময়টা খরিফ শস্যের। মূলত আউশ এবং আমন ধান চাষের মরশুম এটা। কৃষি প্রধান রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গ অঞ্চলই খরিফ শস্যের মধ্যে পড়লেও প্রধানত আমনের উপরই নির্ভরশীল রাজ্য। কারণ আউশের তুলনায় আমন ধানের ফলন বেশি বলেই আমন চাষটাই বেশি হয়, বলে উল্লেখ করেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কৃষি দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর (অ্যাডমিন) অরূপ দাস। এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেন, প্রি–মনসুন বৃষ্টিটা যা হয়, তার থেকে একটু বেশিই হয়েছে। তবে বৃষ্টিটা হচ্ছে বিক্ষিপ্তভাবে। আউশ এবং আমন দুটি বীজতলার কাজই চলছে। বৃষ্টি এবং সেচের জল এই উভয়ের মাধ্যমে পাতা হচ্ছে বীজতলা। ইতিমধ্যে আউশ রোয়ার কাজ শুরু হয়েছে, তবে অল্প। এটা সাধারণত ১৫ অক্টোবরের আগে কাটা হয়। আমন ধান রোয়ার কাজটা চলে জুলাই থেকে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এদিকে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি হলেও এখনও সেভাবে বর্ষার দেখা নেই। এতে চাষের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে কিনা জানতে চাইলে, অরূপবাবু বলেন, 'সমস্যা হওয়ার মতো পরিস্থিতি এখনও হয়নি। মূলত এটা রোয়ার সময় জলটা দরকার হয়। আগামী ৮/১০ দিনের মধ্যে বৃষ্টি হলে সমস্যা হবে না।' পাশাপাশি তিনি আরও জানান, রাজ্য সরকার কৃষকদের থেকে মোটা ধান প্রতি ক্যুইন্টাল ১৭৫০ টাকা দরে কিনছে। খোলা বাজারে যার দাম এর থেকেও কম যাচ্ছে। সরকার সাধারণত চাষিদের কথা মাথায় রেখেই ধান কেনার এই দাম ধার্য করেছে। যাতে তাদের অসহায়ের মতো অন্যত্র ছোটাছুটি করতে না হয়। তবে আগামী সপ্তাহ দেড়েকের মধ্যে বৃষ্টি না হলে চাষের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে। কারণ সেচের জল দিয়ে সম্পন্ন চাষিরা রোয়ার কাজ করতে পারলেও দরিদ্র চাষিদের পক্ষে তা সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করেন অরূপবাবু।

ডাক্তার দিবসে পূর্ব রেলওয়ের রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি :১৩৭তম বর্ষে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যু দিবস উপলক্ষে ১ জুলাই পূর্ব রেলওয়ের মেনস কংগ্রেস ব্যান্ডেল শাখার উদ্যোগে শরৎচন্দ্র ইন্সটিউট হলে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এতে রক্ত সংগ্রহ করতে আসেন রেলের শিয়ালদহ বি আর সিং হাসপাতাল ও চুঁচুড়া ইমামবড়া হাসপাতাল। এতে মোট ৮০ জন রক্তদান করেন। মঞ্চটির নামকরণ করা হয় বিধান চন্দ্র রায় ও সম্পূর্ণ শিবিরটি প্রয়াত সায়ন চ্যাটার্জী স্মরণে অনুষ্ঠিত হয়। ২২ বছরের তরতাজা যুবক সায়ন অকস্মাৎ মারা যায়। তার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য এই ব্যবস্থা হয়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে রক্তের সংকট দেখা দেওয়ার দরুন এই রক্তদানের উদ্দেশ্যে। 'রক্তদান মহৎ দান'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে এই রক্তদান উৎসব। এদিন প্রত্যেক রক্তদাতাদের ফুড প্যাকেটের সঙ্গে একটি করে চারা গাছ দেওয়া হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠন কমিটির সভাপতি অলোক ব্যানার্জী, কমিটির সম্পাদক অরিন্দম মিত্র, প্রেসিডেন্ট বিনোদ শর্মা, সহ সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার দত্ত, সুভাষ চ্যাটার্জী, অভিজিৎ মুখার্জী, আর কে শ্রীবাস্তব (সিনিয়র ডিইই/ইএমইউ হাওড়া) প্রমুখ।

নোদাখালি থানার উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩০ জুন দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানার উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব, ডিএসপি শেষাদ্রী মুখার্জি, বিডিও নবকুমার দাস, জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী, ডাঃ তরুণ রায়, জসীমউদ্দিন মল্লিক, হেমন্ত কাসওয়ানী প্রমুখ। রক্তদান শিবিরের আহ্বায়ক নোদাখালি থানার আই সি পলাশ চট্টোপাধ্যায় বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি পুলিশ নানা মানবিক ও সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করছে সমাজের স্বার্থে। মুমুর্ষু মানুষের প্রাণ বাঁচাতেই এই উদ্যোগ। তিনি সকল রক্তদাতা ও অতিথিদের শুভেচ্ছা জানান। রক্তদান শিবিরের মোট ৪৩ জন রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরকে সফল করতে থানার পক্ষে বিশেষ উদ্যোগ নেন সেকেন্ড অফিসার হিমাংশু বিশ্বাস এবং কৃষ্ণেন্দু ঘোষ।

ঠাণ্ডা মেশিনে বিষ জল

প্রথম পাতার পর

এবার থেকে কলকাতায় পানীয় জলের ঠাণ্ডা মেশিন বসাতে গেলে আগে কলকাতা পুরসভার সঙ্গে 'মৌ' (মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং) স্বাক্ষর করতে হবে। যে কোম্পানি থেকে মেশিনে কেনা হবে তার সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য রক্ষাণাবেক্ষণের চুক্তি (এমসি) করে তবেই মেশিন বসানো যাবে। কোম্পানির নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর রাখতে হবে স্থানীয় পুর প্রতিনিধি ও বরোর এক্সিকিউটিভের কাছে যাতে দরকার পড়লেই কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়।

যে মেশিনগুলি বর্তমানে বিষজল সরবরাহ করছে সেগুলির কি হবে? মেয়র জানান এই সব মেশিন ভেঙে দেওয়া হবে বা পুরসভার জলের লাইন খুলে দেওয়া হবে। যারা রাখতে চান তাদের মৌ স্বাক্ষর করতে হবে। কলকাতার সব পুরপ্রতিনিধিদের বলা হয়েছে কোন ওয়ার্ডে কত মেশিন বসানো হয়েছে বা কারা বসিয়েছে তার তালিকা জল দফতরে জমা দিতে। তালিকা পেলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কলকাতায় বসানো এই মেশিনগুলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পুরসংস্থার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ টিমও সারা বছরব্যাপী নজরদারি চালাবে বলে পুর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

চন্দননগরে রাজকীয় সংবর্ধনা দিলীপ–লকেটকে

মলয় সুর, চন্দননগর : এখন থেকেই পুরোদস্তুর ২০২০–র পুরসভা ও ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনের মেজাজে চলে গেলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও হুগলির সাংসদ লকেট চ্যাটার্জী। শনিবার ২৯ জুন বিকালে চন্দননগরে ঐতিহাসিক স্ট্যান্ডে বিরাট প্যান্ডেল করে বিজেপির সংবর্ধনা এই প্রথম অনুষ্ঠিত হল। মূলত চন্দননগর পুরনিগম বহুদিন ধরে সরকারি প্রশাসক বসিয়ে চালানো হচ্ছে। সেখানে তৃণমূলের মেয়র বা কাউন্সিলররা পরিচালনা করার কেউ নেই। ফলে চন্দননগর কর্পোরেশনকে আয়ত্তে আনতে ভাল ফল করতে হবে। পুর নিগমের ৩৩টি ওয়ার্ড। তার ফলে গেরুয়া শিবিরের আসন সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে। তাই এই শহরকেই বেছে নিয়েছেন চন্দননগর মণ্ডলের সদস্যরা। আগামী দিনে বিজেপি পুর নির্বাচনে ভাল ফল করতে পারে বলে আশা করছেন রাজ্য নেতারা। লোকসভা ভোটের ভাল ফলাফলের নিরিখে এ রাজ্যে বিজেপি ১৮টি আসনে জেতার পর থেকে রাজ্য রাজনীতিতে কার্যত দলবদলের হিড়িক পড়ে গিয়েছে। এদিন পশ্চিম মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ বলেন, যাঁরা বিজেপিতে আসবেন, তাঁদের জন্য গঙ্গা স্নান করে শুদ্ধিকরণ করিয়ে বঙ্গ বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমন কি পদ্ম পতাকা তুলে নেওয়ার আগে ফের দিতে হবে সুদ সমেত কাটমানিও। তৃণমূলের মন্ত্রী, নেতা কর্মী সমর্থকরা, পঞ্চায়েত প্রধানরা, বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রকল্প থেকে কাটমানি খাওয়া, তোলাবাজি, পুকুর ভরাট করে নির্মাণের কাজ, প্রমোটিং, সিন্ডিকেট রাজ, বালি খাদানের টাকা, এই চরম অস্বস্তিতে তারা জড়িয়ে পড়েছেন একাধিক দুর্নীতিতে। কাটমানি নেওয়ার কাজে পুলিশও জড়িয়ে পড়েছেন আর পিছনে পুলিশ থাকলে 'কাপুরুষ'ও 'মহাপুরুষ' হয়ে যায়। এখন 'ঠেলার নাম বাবাজী'। যে কর্মীরা গেরুয়া শিবিরে নাম লিখিয়েছেন বিজেপিতে আসার পর বিজেপির বিচারধারা মেনেই কাজ করতে হবে। তাঁদের বিজেপির ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। এখন পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। আমাদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। খুন, রাহাজানির রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। কত মায়ের কোল খালি হয়ে যাচ্ছে। স্ত্রীরা স্বামী হারা হচ্ছে। এসব দেখে মানুষ আতঙ্কিত। এক সময় গোটা কেশপুর লাল দুর্গ ছিল। দিলীপবাবু পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুর থেকে সরাসরি চন্দননগরে দলীয় সভায় আসেন। যখন যে দলের জোর বেশি মানুষও গা ভাসিয়ে দেয় সেদিকেই। তাল না মেলালে উপায় নেই। অন্যদিকে ফের সিঙ্গুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন হুগলির সাংসদ লকেট চ্যাটার্জী। বেকার ছেলেমেয়েদের চাকরির জন্য শিল্প প্রয়োজন, কৃষিতে নতুন উদ্যমে চাষ করার পরিকল্পনা– আমরা সবার জন্য কাজ করবো। কেউ তৃণমূল করুন, কেউ সিপিএম বা বিজেপি সাধারণ কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ভেদাভেদ রাখব না।

জেলার সভাপতি সুবীর নাগ তাঁর বক্তব্যে, তৃণমূলের পায়ের তলায় মাটি সরে গিয়েছে। তাই চারটি পুরসভা ও তিনটি বিধানসভা বিজেপির দখলে নিয়ে সাংসদ দিলীপ ঘোষের কাছে তুলে দেবেন এই প্রতিশ্রুতি দেন। এতে কর্মীদের মনোবল এক ধাক্কায় অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠে। এদিন হুগলির সাংসদ লকেট চ্যাটার্জী, পশ্চিম মেদিনপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ ও জেলার সভাপতি সুবীর নাগকে বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিগতভাবে সংবর্ধিত করেন। এর মধ্যে বিরাট গেরুয়া রঙের মালা, উত্তরীয়, পাগড়ি, আদি জগদ্ধাত্রী প্রতিমার বাঁধানো ছবি, লকেটকে পদ্ম ফুলের নকশা করা গেরুয়া শাড়ি, চন্দননগরের বিখ্যাত জলভরা সন্দেশ ইত্যাদি দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন উত্তর চন্দননগর মণ্ডলের সভাপতি রীতেশ দেওয়ারি, ভদ্রেশ্বর মণ্ডলের সভাপতি কৃষ্ণা থাপা, জেলা সম্পাদক দীপাঞ্জন গুহ, চন্দননগর মণ্ডলের সদস্য প্রদীপ সমাদ্দার, হিমাংশু মণ্ডল, মদন সাউ। মহিলা মোর্চার বেবি তেওয়ারি প্রমুখ।

এবার নারী মুক্তিটাও হয়ে যাক

প্রথম পাতার পর

কোনও সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাবাবেগের কাছে মাথা নত করেননি তিনি। তুমুল বিরোধিতা শুরু হয় কুলীন সমাজের পক্ষ থেকে। তবুও দমে যাননি তিনি। ১৮৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফের ২১ হাজার স্বাক্ষর সংবলিত আবেদনপত্র জমা দেন সরকারের দরবারে। ১৮৭১ ও ১৮৭২–এ কৌলিন্যের হীনতা ও অর্থলোলুপতার নিন্দা করে লিখলেন দুটি অমূল্য পুস্তিকা। তারপর সবই ইতিহাস। নারীদের অসহায় আত্মসমর্পণ তিনি মেনে নেননি। সমাজকে উপলব্ধি করিয়েছিলেন নারীদের মুক্তি দিতে পারে শিক্ষার আলো। নারীশিক্ষা চালু করতে সারাজীবন প্রচেষ্টা করে গিয়েছেন। আজকের শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত নারীকুলের কাছে বিদ্যাসাগর তাই প্রাতঃস্মরণীয়।

ফের মুক্তির দাবিতে আকুল হয়ে কাঁদছে নারীসমাজের একাংশ। দীর্ঘ পুরুষতন্ত্রের কঠোর মুষ্ঠিতে দমবন্ধ হয়ে এসেছে তাঁদের। আকুল হয়ে দাবি জানাচ্ছে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার। এ দাবির স্বীকৃতি মিলেছে শীর্ষ আদালতেও। চাই শুধু জনপ্রতিনিধিদের সমর্থন। মন্ত্রিসভার অনুমতি মিলেছে দ্বিতীয়বার। ফের সংসদে পেশ হতে চলেছে নারীমুক্তির সেই তিন তালাক নিষিদ্ধকরণ বিল। এবার পরীক্ষার পালা প্রকৃত বিদ্যাসাগর অনুগামীদের। ধর্ম, রাজনীতি, ভোটব্যাঙ্কের হিসাব–নিকাশ ভুলে ফের নারী মুক্তির সমর্থনে এগিয়ে যাবার সুযোগ এসেছে ভারতের সামনে। যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্রিটিশ শাসকরা আমাদের নারীদের মুক্তির স্বাদ দিয়েছিলেন আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক হয়ে কি সেই ভূমিকা নিতে পারব না? আমাদের সামনে রামমোহন বিদ্যাসাগর রয়েছেন। তাঁদের উপেক্ষা করে এই সুযোগ হারালে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।

প্রশ্নের মুখে রাজ্যের শিশু বিকাশ প্রকল্প

প্রথম পাতার পর

শুধু স্বাস্থ্য নয় শিশু বিকাশ প্রকল্পেও আর্থিক অভাবের ছবিটা স্পষ্ট। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরাও একথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাদের দাবি চাল দেয় সরকার। নিজেদের গাঁটের পয়সা খরচ করে বাকি সবজি, ডিম, ডাল প্রভৃতি কিনে কোনও রকমে চালাতে হয় কেন্দ্র। সে পয়সাও তারা ঠিক সময়ে পান না। এর উপর নিজেদের ভাতা নিয়ে অসন্তোষ তো রয়েছেই। প্রাথমিকে পড়ুয়া প্রতি মিড ডে মিলে বরাদ্দ ৪ টাকা ৩৫ পয়সা ও উচ্চ প্রাথমিক ৬ টাকা ৫১ পয়সা। সপ্তাহে আবার ২ দিন ডিম দেওয়ার নিদান রয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্র প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে মাথাপিছু বরাদ্দ বাড়িয়েছে যথাক্রমে ১৩ ও ২০ পয়সা। কিন্তু এই পয়সায় পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ অসম্ভব বলে দাবি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। যার ফল শিশুপুষ্টিতে পড়ছে বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের। রাজ্য সরকার নিজে স্বীকার করছে এখনও ৮.৫ শতাংশ শিশুর অপুষ্টি রয়েছে। রাজ্যের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে ৭৭ লক্ষ শিশু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে খাবার পায়। যার মধ্যে অপুষ্টিতে ভুগছে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার শিশু। পশ্চিম মেদিনীপুরে জঙ্গলমহলে অপুষ্ট শিশুর সংখ্যা ৪৮ হাজার। ঝাড়গ্রামে ১৬.০২ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। খোদ কলকাতায় ৭.৫৬ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। অন্ধকারের মধ্যে একমাত্র আলো মুর্শিদাবাদ। সেখানে অপুষ্ট শিশুর সংখ্যা ৪.৭ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান থেকে মুক্তি পেতে অপুষ্ট শিশুদের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে 'রেডি টু ইট' প্যাকেট সরবরাহের তোড়জোড় করছে রাজ্য সরকার। যা বাড়িতে নিয়ে জলে গুলে খেয়ে নিতে পারবে শিশুরা। এত করেও কি ছবিটা পাল্টাবে? উত্তরের অপেক্ষায় শিশু বিকাশ প্রকল্পের ভবিষ্যত।

অ্যালোপ্যাথি হোক বা হোমিওপ্যাথি, চিকিৎসায় সবার আগে চাই সিমপ্যাথি

চিকিৎসা জগতের কিংবদন্তী তথা অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রবাদপুরুষ ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম মৃত্যুদিন দুটোই ১ জুলাই। এই দিনটি সমগ্র ভারতে চিকিৎসক দিবস হিসেবে পালিত হয়। তাঁর নীতি আদর্শ ও বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ)–র উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সভাপতি ডা. অনুপকুমার বিশ্বাস ও অন্যজন উত্তর পূর্বভারত সহ সমগ্র দেশের বিশিষ্ট শিশু শল্য চিকিৎসক ডা. তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়। চিকিৎসক দিবসকে কেন্দ্র করে এই চিকিৎসকদ্বয়ের মুখোমুখি আলিপুর বার্তার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা প্রতিনিধি কল্যাণ রায়চৌধুরী।

ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সভাপতির পদ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে অলংকৃত করছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ তপন কুমার বিশ্বাস। এম বি বি এস ডিগ্রির পাশাকাশি ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের থেকে বিশেষ ফেলোশিপ ডিগ্রি (এফ পি ডি পি)ও অর্জন করেছেন তিনি। তারই উদ্যোগে আই এম এ–র বারাসত শাখায় একটি বয়স্ক চিকিৎসা কেন্দ্র চালানো হয়। প্রায় তিরিশ বছর চিকিৎসা পেশায় আছেন। সাক্ষাৎকারে বলেন, 'লক্ষ্য করে দেখেছি, ধনী–দরিদ্র নির্বিশেষে অধিকাংশ বাড়িতেই পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিরা অবহেলিত। বাবা–মাকে তাদের সন্তানরা দেখার সময় পান না। এজন্য বার্ধক্য কালে তাদের বাবা মায়ের জায়গা হয় সাধারণত চিলে কোঠায় বা সিঁড়ির ঘরে। ভাল ঘরগুলো ছেলে বৌরাই দখল করে আছে। এর কারণ হিসেবে তাদের যুক্তি, অনেক সময়ে পায়খানা প্রস্রাব করে থাকার কারণে দুর্গন্ধ হয়। এই পরিণতি যে আমাদের সকলেরই হতে পারে, তা কার্যত আমরা ভুলে থাকি। এটাও মনে রাখিনা যে তাদের জন্যেই আমরা পৃথিবীতে এসেছি। এমনও দেখা গিয়েছে যে এইসব ছেলেরাই বাইরে রক্তদান, বস্ত্রদান শিবির করছে, পুজো করছে, অনাথদের খাওয়াচ্ছে। অথচ বাড়িতে নিজের বাবা–মায়ের সঙ্গেই এ হেন আচরণ। কিন্তু বাবা মায়েরা সন্তান যেমনই হোক, তাদের নিয়েই ভাবনা–চিন্তা করেন সর্বদাই। এই সব বয়স্ক বাবা–মায়েদের জন্যই এই চিকিৎসা কেন্দ্র করার উদ্যোগ নিই। আমাদের সংগঠনের সমস্ত ডাক্তাররাই এই উদ্যোগে শামিল। প্রত্যেক সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার এই চিকিৎসাকেন্দ্র চলানো হয়। আবার প্রতি মাসে একদিন করে তাদের জন্যে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পও করা হয়। বারাসতের প্রায় সাড়ে তিনশো বয়স্ক নাগরিক এতে শামিল হন। এছাড়া ১ জুলাই চিকিৎসক দিবসে প্রায় সাড়ে তিনশো অনাথ বাচ্চাদের মিষ্টি ও ফল বিতরণ করা হয়। এবারও জেলার বহু চিকিৎসকের উপস্থিতিতে দিনটি সাড়ম্বরে পালিত হয় চলে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানও।

ডা. বিধানচন্দ্র রায় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এককথায় চিকিৎসা জগতে তিনি একজন মহাপুরুষ। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনিই প্রথম এশিয় চিকিৎসক যিনি এফ আর সি এস এবং এম আর সি পি তৎকালীন এই দুটি ডিগ্রিই তিনি লন্ডনে লাভ করেন। জানা যায়, ১৯০৯ সালে তিনি লন্ডনে গিয়ে প্রথম দরখাস্ত দিলে তা নাকচ করা হয়। কোনও এশিয়কে ভর্তি করা হবে না বলে। এভাবে তিরিশবার দরখাস্ত দেওয়ার পর তাঁকে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। পরপর দু'বছরে অর্থাৎ ১৯১১ ও ১৯১২তে এফআরসিএস এবং এম আর সি পি ডিগ্রি লাভ করেন। যা পৃথিবীতে বিরল নজির। কারণ একসাথে সার্জারি ও মেডিসিন, এই দুটো বিভাগেই ডিগ্রি লাভ করা এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। এছাড়া ডা. বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রায় চোদ্দ বছর। ১৯৪৮ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি এই পদে ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি রোগীও দেখেছেন শেষ জীবন পর্যন্ত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ওষুধ ব্যবহার করার বিরোধী ছিলেন তিনি। চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁর মূল নীতি ছিল অ্যালোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথি যাই করা হোক না কেন সিমপ্যাথি ছাড়া চিকিৎসা হয় না। তবে তত্ত্ব ছিল এটাই। তিনি কিংবদন্তী। ১৯৬১ সালে তিনি ভারতরত্ন পান। তাঁর রোগীর তালিকায় মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরুর মতো ব্যক্তিত্বরাও ছিলেন। সারা ভারতের সমস্ত চিকিৎসক যার সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ, এই দিনটি পালন করেন।'

সাম্প্রতিক এন আর এস–এ জুনিয়ার ডাক্তার নিগ্রহকে কেন্দ্র করে রাজ্য জুড়ে আটদিন ব্যাপী ডাক্তারদের কর্মবিরতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এ

ব্যাপারে আমার বক্তব্য পরিষ্কার যে, মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারে না। ডাক্তারদের 'সেকেন্ড গড' হিসেবে উল্লেখ করা হলেও, তারা তো মানুষ। আর মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে। আর আমি ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থীও নই। যে কোনও অন্যায় যদি কেউ করে সে যেই হোক, সেজন্য বিচারের ব্যবস্থা আছে তা হল, আদালত। আছে পুলিশি ব্যবস্থা। এমনকি কনজিউমার ফোরামও রয়েছে। সেক্ষেত্রে কোনও রোগী মারা গেলে ডাক্তারকে পেটাতে হবে, মারতে হবে, এটা ঠিক নয়। আর এতে ক্ষতি তো সাধারণ মানুষেরই। কারণ একজন ডাক্তার ভীত সন্ত্রস্ত থাকলে সে তো স্বাভাবিক পরিষেবা দিতে পারবে না। সুতরাং ডাক্তারদের আন্দোলনের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। তবে ডাক্তাররাতো আজ হঠাৎ করে এই আন্দোলনে যান নি। পাশাপাশি এই কর্মবিরতি চলাকালীন বিনা চিকিৎসার জন্য যদি কেউ মারা গিয়ে থাকেন তার জন্যে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। তবে এজন্যে শুধুমাত্র ডাক্তাররা দায়ী নন। মারে একজন ডাক্তারের মাথা ফেটে জীবন সংশয় হল। এর কারণে জুনিয়র ডাক্তাররা যখন ধর্মঘটে গেল, তখন ধর্মঘট প্রত্যাহারের জন্য সকল মহলের প্রয়োজনীয় ও মানবিক পদক্ষেপের দরকার ছিল। সে সময় সেই প্রচেষ্টার যথেষ্ট অভাব ছিল বলে আমি মনে করি।

উত্তরপূর্ব ভারত তথা সমগ্র দেশের প্রথম সারি ও আন্তর্জাতিক মানের বিশিষ্ট শিশু শল্য চিকিৎসক ডা. তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, 'ডাক্তাররা সমাজের বন্ধু না শত্রু, এটা নির্ণয় করা বর্তমান সমাজব্যবস্থায় অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি ডাক্তারদেরও নিজেদের অধিকার বুঝে নেওয়ার সময় হয়েছে। ঘৃণ্য রাজনীতি আজ এমনই একটা সন্ধিক্ষণে এনে দাঁড় করিয়েছে সমাজ ব্যবস্থাকে। ডাক্তাররা কি কি ভুল করছেন, এটা যেমন তাদের নিজেদের বুঝতে হবে, তেমনই তাদের সম্মানও বুঝে নিতে হবে। সাধারণত দুটো ওষুধ বা ইঞ্জেকশন লিখে দেওয়া কিম্বা অক্সিজেন দেওয়া এটাই ডাক্তারি নয়। সবচেয়ে জরুরি একটা রোগীকে বাঁচানোর লক্ষ্য। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, 'আমার জীবনই আমার বাণী।' তেমনই ডাক্তারদের জীবনও সমাজের কাছে অনুকরণীয় করে তুলতে হবে। ডা. বিধানচন্দ্র রায় ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ১ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। আর তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৮২ সালের ১ জুলাই। চিকিৎসক হিসেবে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক বিরল ব্যক্তিত্ব।' ডাক্তারদের হেনস্থা প্রসঙ্গে ডা. তপনজ্যোতি বলেন, 'আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি শতকরা প্রায় নিরানব্বুই জন মানুষই ডাক্তারকে ভালবাসেন। তাদের মারতে বা হেনস্তা করতে চান না। যারা ডাক্তারদের সঙ্গে অসভ্যতা করে তাদের কোনও জাতি নেই, ধর্ম নেই। তারা কার্যত সমাজবিরোধী। তারা শিক্ষকদেরও আক্রমণ করে। এরাই গোটা সমাজব্যবস্থাকে নষ্ট করছে। স্বচ্ছ প্রশাসন ও শৃঙ্খলা পরায়ণতার অভাবেই বর্তমান সমাজব্যবস্থার এই বেহাল পরিণতি। একজন আইপিএস, আইএএস অফিসারের বাংলোয় একাধিক আর্দালি ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু একজন ডাক্তারের জন্য কিছু নেই। ডাক্তারদের বসার জন্যে বহু হাসপাতালে চেয়ার পর্যন্ত নেই। সিএমওএইচ–এর বাংলো ভাড়া, অথচ ডিএম, এসপি–রা থাকেন প্রায় রাজ প্রাসাদে। কারণ তারা যেটা বুঝে নিয়েছেন ডাক্তাররা সেটা বুঝে নেননি। শুধু অর্থ উপার্জন করলেই হবে না। তা সম্মানের সাথে উপার্জন করতে হবে।' সাম্প্রতিক আট দিন ব্যাপী জুনয়ার ডাক্তারদের কর্মবিরতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি এদের সম্পূর্ণতা সমর্থন করি। কারণ তারা নিজেদের সম্মান বুঝে নেওয়ার তাগিদে আজ রুখে দাঁড়িয়েছে। ডাক্তারদের এই ধর্মঘট দেখিয়ে দিয়েছে, যে তারা একত্রিত হলে যে কোনও সরকারই পড়ে যেতে পারে।' তবে কর্মবিরতি চলাকালীন বিনা চিকিৎসায় রোগী মৃত্যু দুর্ভাগ্যজনক। তবু বলি, আউটডোরে কর্মবিরতি চললেও ইমার্জেন্সী চালু ছিল। এসত্ত্বেও বলি ডাক্তাররা যাবে কোথায়? একজন রিকশাচালকের গায়ে কেউ হাত দিলে, সমস্ত রিকশা চালক একত্রিত হয়। অথচ ডাক্তারদের গায়ে হাত দিলে সবাই পার পেয়ে যায়। আসলে তারা হলেন, 'সফট টার্গেট'। এর প্রধান কারণ চিকিৎসকরা একত্রিত হতে পারেননি। আজ কিছু সন্তান সম জুনিয়র ডাক্তাররা 'একতাই বল' এই বাস্তব সত্যটা দেখিয়ে দিল। তবে সরকারের সদিচ্ছা থাকলে এই ধর্মঘটের সূচনালগ্নে সরকার তা রুখে দিতে পারত। সরকার প্রথমেই যদি সন্তান স্নেহে এদের প্রতি নমনীয় আচরণ করত, তাহলে পরিস্থিতি এতো জটিল পর্যায়ে যেত না। সরকারের সেই বোধোদয় হল, অনেক দেরিতে। দুঃখের বিষয় ডাক্তারদের মধ্যে একটা দালাল শ্রেণি তৈরি হয়েছে। এদের জন্যেই আজ এই সম্মানীয় প্রফেশনের এই বেহাল দশা। এরাই সরকারকে ভুলপথে চালিত করছে। এই সব জুনিয়ার ছেলেরা তাদেরকে চিহ্নিত করুক। কারণ এরাই সমাজের বড় শত্রু।' চিকিৎসক দিবসের বার্তা হিসেবে তিনি বলেন 'রোগীর সঙ্গে ডাক্তারের কোনও শত্রুতা নেই। তাদের সঙ্গে ডাক্তারদের পুরনো দিনের সম্পর্ককে ফিরিয়ে আনতে হবে। যে পশ্চিমবঙ্গের ডাক্তাররা আজ পৃথিবী চালাচ্ছে, সেই পশ্চিমবঙ্গকে আজ তারা চালাতে পারছে না। এটা দুঃখের। আজ কথায় কথা ভেলোর যাচ্ছে, চেন্নাই যাচ্ছে। ১৮৩৫ সালে জন্ম হয়েছিল মেডিকেল কলেজের। তখন কোথায় ছিল ভেলোর, চেন্নাই? আজ প্রেসিডেন্সি কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজগুলো যদি খারাপ হয়ে থাকে, তাহলে তার দায় নিতে হবে তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলোকেই।'

মহানগরে

গত ২৯ জুন পুর মহাধ্যক্ষ, দুই বিশেষ পুর মহাধ্যক্ষ পুর সচিবসহ বিভিন্ন দফতরের সমস্ত পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ কলকাতার বাঘাযতীনের গড়ফা মেন রোডস্থিত ১২ নম্বর বরো কার্যালয়ে দ্বিতীয় 'পুর প্রশাসনিক সভা' (বরো লেভেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ মিটিং)তে বসলেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। এই বরোতে মোট ওয়ার্ড রয়েছে সাতটি (ওয়ার্ড নম্বর : ১০১–১০২, ১০৫–১০৯)। ১০২–তে রয়েছেন সিপিআইএম পুরপ্রতিনিধি আর বাকি ছ'টিতে রয়েছেন তৃণমূল পুরপ্রতিনিধি। বরো অধ্যক্ষ রয়েছে ১০৭ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল পুরপ্রতিনিধি সুশান্ত কুমার ঘোষ। ওয়ার্ডের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে স্থানীয় পুরপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার জন্যই মহানাগরিক এই 'পুর প্রশাসনিক সভা'র ব্যবস্থাপনা করেছেন। প্রসঙ্গত, প্রথম পুর প্রশাসনিক বৈঠকটি বসে গত ৮ জুন জোকা স্থিত ১৬ নম্বর বরো কার্যালয়। –নিজস্ব চিত্র

'শারদীয়া'র রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : একের রক্ত অন্যের জীবন, রক্তই হোক আত্মার বাঁধন । এই স্লোগানকে মূলমন্ত্র করেই গত ৩০শে জুন ২০১৯ (রবিবার), রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে (শিশুমঙ্গল)শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট একটি রক্তদান উৎসবের আয়োজন করে । দীর্ঘ সাত বছর ধরে সারা বছরই সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য কাজ করে চলেছে শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, এসবের পাশাপাশি সমাজ কল্যাণ মূলক কাজের অন্যতম রক্তদান শিবিরটি তারা আয়োজন করেছিল মূলত গ্রীষ্মকালীন রক্ত সঙ্কট কাটাতে । রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের মহারাজ স্বামী গুনময়ানন্দ এই রক্তদান উৎসবের উদ্বোধন করেন । কলকাতা সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শারদীয়ার সদস্যরা এই রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন, রক্তদাতাদের মধ্যে মহিলাদের রক্তদানের সংখ্যাটা ছিল চোখে পড়ার মতন । শারদীয়ার পক্ষে জয়ন্ত মণ্ডল সকল রক্তদাতা ও সহযোগী সদস্যদের ধন্যবাদ জানান, ও বলেন আড়ম্বর ছাড়া – কোনও উপহার ছাড়া দীর্ঘ ছয় বছর ধরে শুধু মুমূর্ষু মানুষের পাশে দাঁড়াতে আমাদের এই রক্তদান উৎসব আমরা অনুষ্ঠিত করে চলেছি, এবং শুধু আজই নয় সারা বছরই আমাদের সদস্য সহ যে কেউ 8981637549 ও7278989261 এই দুটি নম্বরে যোগাযোগ করে রক্তদান করতে পারেন।

ভূগর্ভস্থ জলমুক্তি তিন বছরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা মহানগরের যেসব অংশের বাসিন্দাদের এখন ভূগর্ভস্থ অপরিস্রুত জল খেতে হয়, সেসব এলাকাগুলিতে আর দু'–তিন বছরের মধ্যে ভূপৃষ্ঠের পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করবে কলকাতা পুরসভা। গত ২২ জুন কেন্দ্রীয় পুরভবনে একথা জানান মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। কলকাতায় এ মুহূর্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গভীর নলকূপের সংখ্যা ৩৬৯টি। উত্তর কলকাতার তুলনায় দক্ষিণে এই সংখ্যা ভীষণ রকম বেশি। মহানাগরিকের কথাতেই সব থেকে গভীর নলকূপ রয়েছে প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডস্থিত ১২টি ওয়ার্ড সমন্বিত ১০ নম্বর বরোতে। সংখ্যাটা ১৩২টি। ওয়ার্ড নম্বর ৮১, ৮৯, ৯১–১০০তে। মহানাগরিকের বক্তব্য, আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার সব সময়েই একটা বিপদের বিষয়। কলকাতার বেশ কিছু সংখ্যক নাগরিকেরা যে আজও গভীর নলকূপের জল খাচ্ছেন, এটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। আর দুই–তিন বছরের মধ্যে ওইসব অঞ্চলের নাগরিকদের যাতে ভূগর্ভস্থ জলের প্রয়োজন না হয়। সে বিষয়ে আমি কলকাতার নাগরিকদের আশ্বস্ত করছি। দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া অঞ্চলে একটি পরিস্রুত জলোৎপাদন কেন্দ্র গড়া হচ্ছে।

দক্ষিণ কলকাতার ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাম পুর প্রতিনিধি দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, যাদবপুরের ৯৯ নম্বর ওয়ার্ড সহ সন্নিহিত অঞ্চলে গত বছরের গ্রীষ্মে (গত মে মাসে) সেই জলবাহিত 'ডায়ারিয়া' রোগ সংক্রমণে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহারই মূল কারণ হিসাবে দায়ী। এতদঞ্চলের মরচেপরা জলের পাইপ লাইনের পরিবর্তন বা 'পিস টেস্ট কংক্রিটে'র (পিটিসি) অর্থাৎ সিমেন্টের পাইপের পরিবর্তন এ মুহূর্তে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। পাইপলাইনের ফাটল নির্ধারণে আধুনিক উৎকর্ষমূলক পদ্ধতি, হিলিয়াম গ্যাস পরীক্ষা ইত্যাদি প্রশ্নগুলি সামনে এসে পড়েছে। দেবাশিস বাবুর আরও বক্তব্য, লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কলকাতার সেসব অঞ্চলেই 'ডায়ারিয়া' ও 'জন্ডিস' রোগের প্রাদুর্ভাব ছড়াচ্ছে, কলকাতার যেসব অঞ্চলে বিগ–ডায়া মিটারের ডিপ টিউবওয়েলের জল সরবরাহ হয়। কলকাতার পুরসংস্থার মতো ভারতের এমন একটি পথপ্রদর্শককারী পুরসংস্থার কাছে সত্যিই এটা একটা লজ্জার বিষয়, অহংকারে কলঙ্ক চিহ্নের বিষয়। প্রশ্ন উঠছে ভূগর্ভস্থ জল আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কতখানি স্বাস্থ্যকর বা কতখানি ক্ষতিকর। গত ন' বছরের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন এখনও হয়নি। ভূগর্ভস্থ পানীয় জলমুক্ত কলকাতা এখনও গড়ে উঠলো না। দেবাশিসবাবুর প্রস্তাব, যুদ্ধকালীন তৎপরতায়, জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে নাগরিকদের ভূগর্ভস্থ পুর জল ব্যবহারে আতঙ্ক দূর করতে অবিলম্বে ভূবিজ্ঞানী, জলপ্রযুক্তিবিদ–সহ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যাদবপুর–টালিগঞ্জ অঞ্চলের নাগরিকদের পরিস্রুত পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। দ্রুততার সঙ্গে পুরনো মরচে ধরা পাইপলাইনের পরিবর্তন ও পাইপলাইনের ফাটল নির্ধারণে আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার করতে হবে। পুরসংস্থাকে সেদিকে নজর দেওয়ার অনুরোধ জানান ওই পুরপ্রতিনিধি। এদিকে মহানাগরিক জানান তাঁর কাছে যে রিপোর্ট আছে, সেটি অনুযায়ী জলের জন্য ওই অঞ্চলে রোগের প্রকোপ নয়। অন্য কোনও কারণ সূত্র থাকতে পারে। ৯৯ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন ওই জায়গায় কেন বারংবার এরকম হচ্ছে। এ বিষয়ে আমরা নিজেরা পুর জল দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। আমরা ওই অঞ্চলের জলের 'কেমিকেল' এবং 'বায়ো–ব্যাকটেরিয়া' টেস্ট করি। আমরা চেষ্টায় আছি যাতে ওই অঞ্চলবাসীদের আর ভূগর্ভস্থ জল খেতে না হয়।

কলকাতা পুরসংস্থা এ মহানগরবাসীদের ভূগর্ভস্থ জল থেকে মুক্তি দিতে ধাপার জলহিন্দ জলোৎপাদন প্রকল্প ও গার্ডেনরিচ জলোৎপাদন প্রকল্পে ধাপে ধাপে ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে মহানাগরিক জানান। এবং জলের লাইন সহ কোথাও ফাটল রয়েছে কী না, সেদিকে পুরসংস্থার আধিকারিকদের নিয়মিত নজরদারী রয়েছে বলে দাবি করেন মহানাগরিক।

সংকট মেটাতে সি এম ই আর আই

নিজস্ব প্রতিনিধি : চাতক পাখির মতোন সারা দেশে এখন জলের হাহাকার এক বিন্দু জলের জন্য মাইলের পর মাইল হেঁটে বেড়াতে হচ্ছে দেশের কিছু উন্নতমানের শহরকে। বিভিন্ন সমীক্ষায় উঠে আসছে জলের হাহাকারের চিত্র। ইতিমধ্যেই সরকারেরা জল সংরক্ষণ নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বিভিন্ন ভাবে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, মাটির তলার জল সংরক্ষণের দিকে মন দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার। তৈরি হতে চলেছে নতুন এক মন্ত্রক।

সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট দুর্গাপুর বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বারা কি করে নোংরা জলকেও পান যোগ্য করা যায় অর্থাৎ ব্যবহার করা জলকে কিভাবে পুনর্ব্যবহার করা যায় সেই নিয়ে কিছু পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। তার মধ্যে রয়েছে ড্রেনের জলকেও কিভাবে সম্পূর্ণ পানযোগ্য করা যায় তাও তারা আবিষ্কার করেছে। ইতিমধ্যেই এমন তিনটি পদ্ধতি দুটি কোম্পানিকে তারা মৌ স্বাক্ষরের মাধ্যমে হস্তান্তর করেছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সি এম ই আর আই–এর ডিরেক্টর ডঃ হরিশ হিরানী, সি এম ই আর আই–এর বিজ্ঞানী ডঃ বিশ্বজিৎ রুজ, ডঃ প্রিয়ব্রত ব্যানার্জী, ডঃ অঞ্জলি চ্যাটার্জী প্রমুখরা। যে দুটি কোম্পানির হাতে মৌ তুলে দেওয়া হলো সেগুলি হলো সার্ভো টেকনোলজিস লিমিটেড (হরিয়ানা) এবং আইএসডব্লু ইন্ডাস্ট্রিস (হাওড়া)।

বেহালায় নয়া বাস রুট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালার শিবরামপুর (অক্সিটাউন) থেকে হাওড়া স্টেশনের মধ্যে রাজ্য পরিবহন নিগমের 'এল–সেভেন বি' নামক বন্ধ হয়ে থাকা একটি বাস পরিষেবা গত ৩ জুলাই থেকে নতুন রূপে আবার চালু হল। 'এম–সেভেনবি' (বিএস–৪) নামক বাস পরিষেবায় এবার এই বাস রুটের কিছুটা পরিবর্তন করে বেহালার চৌরাস্তা থেকে করুণাময়ী ব্রিজ হয়ে এক্সসাইড দিয়ে ধর্মতলা হয়ে হাওড়া স্টেশন যাবে। ন্যূনতম ভাড়া ৮ টাকা। আপাতত দিনে তিনটি বাস দিয়ে রুটটি পুনরায় চালু করা হল। যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বাস সংখ্যাও বাড়ানো হবে। এদিনের প্রভাতী সংক্ষিপ্ত অনাড়ম্বর সূচনানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরপুকুর বাস ডিপো ম্যানেজার তরুণ মজুমদার, তারাতলা বাস ডিপো ম্যানেজার দেবাশিস সেনগুপ্ত ও স্থানীয় বহুদিনের প্রতীক্ষিত বাস যাত্রী সাধারণ। নিত্য অফিসযাত্রী জয়দীপ সাহার বক্তব্য, অক্সিটাউন থেকে আবার সরকারি বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় আমরা ভীষণ খুশি। অপরদিকে মাঝেরহাট সেতু ভাঙার পর থেকে রাজ্য পরিবহন দফতরও এখান থেকে যাত্রীদের স্বার্থে বিকল্প একটি বাসরুট চালু করতে পেরে নিজেরাও চিন্তামুক্ত হতে পেরেছেন।

টক টু মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর প্রশাসন নিয়ে কলকাতা মহানগরবাসীর যদি কারোর কোনও সমস্যা থাকে, তবে সেই নগরবাসী এবার থেকে সরাসরি কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমকে ফোন করুন। কথা বলুন যে কোনও ভাষায়। মহানাগরিক তার জবাবদিহি করবেন। টোল ফ্রি হেল্প লাইন নম্বর : ১৮০০–৩৪৫–১২১৩তে (মেয়রের হোয়াটস অ্যাপ নম্বর : ৯৮৩০০–৩৭৪৯৩)। প্রতি বুধবার বিকেল চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে। মহানাগরিক তার সমস্ত দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে হাজির থাকবেন টেলিফোনের কাছে। এদিন মহানাগরিক বললেন, পুর প্রশাসনের আমরা সবাই টেলিফোনের সামনে বসে থাকবো। পৌর পরিষেবায় পানীয় জল পাচ্ছেন না, রাস্তা খারাপ, আলোর সমস্যা, নিকাশির সমস্যা, বেআইনি নির্মাণ সমস্যা, বেআইনি দখলদার সমস্যা, জঞ্জাল সমস্যা, স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা, পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা, কল্যাণমূলক পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যা সমস্তটাই বলুন। ওই এক ঘন্টা 'আপনার শ্রোতা' আমরা।

অভাব অভিযোগের পাশাপাশি চাইলে মতামত বা পরামর্শও দিতে পারেন কলকাতা নগরবাসীরা। মহা নাগরিক গত ১ জুলাই 'নাগরিক পরিষেবায় মহা নাগরিকে'র আনুষ্ঠানিক সূচনা করে বলেন, কলকাতাবাসীর কাছ থেকে অভিযোগ বা সুপরামর্শ এলে, নির্দিষ্ট দফতরকে তা জানানো হবে এবং পরবর্তী সময়ে সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে কী ব্যবস্থা নিলাম বা কী কাজ করলাম, তা আমরা ওই নাগরিককে সাতদিনের মধ্যে ফোন করে জানাবো।

'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানের সূচনা সপ্তাহেই কলকাতার ৫৭ জন নাগরিকের সঙ্গে এই মহানগরের মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ফোনে (টোল ফ্রি নম্বর : ১৮০০–৩৪৫–১২১৩) তাদের সমস্যার কথা শুনলেন। গত ১ জুলাই ৩১ জন ফোনে তাদের সমস্যার কথা জানালেন। এছাড়াও কলকাতা পুরসংস্থা একটি 'অ্যাপস' চালু করতে চলেছে। এতে পুর নাগরিকরা নিজেদের কমপ্লেনগুলি নথিভুক্ত করতে পারবেন। অর্থাৎ 'কম্পিউটারাইজ কমপ্লেন সিস্টেম' কলকাতায় চালু হতে চলেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কলকাতা নবদিগন্তে এরকম একটি অ্যাপস রয়েছে।

শব্দ দিয়ে জব্দর বিরুদ্ধে সরব অরূপ বিশ্বাস

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় : রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সাফ বুঝিয়ে দিলেন তিনি শব্দ তাণ্ডবের বিরুদ্ধে। টালিগঞ্জ আজাদগড়ের 'উদ্যোগী' ক্লাবের কর্ণধার রবীন সাহা গত এক বছর ধরে এলাকায় শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে

সোচ্চার। অকারণে মাইক চালিয়ে কুড়িটা বিশটা মাইক লাগিয়ে মানুষের মাথা খাওয়ার বিরুদ্ধে রবীন সাহা লাগাতার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

গত বৃহস্পতিবার 'উদ্যোগী' ক্লাবের খুঁটিপুজোর উদ্বোধন করতে এসে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও জানালেন তিনি শব্দদূষণ একদম সহ্য করতে পারেন না। তার মতে মানুষ এমনিতে নানা সমস্যায় জর্জরিত। তার ওপর যদি কানের সামনে দশটা বিশটা মাইক তারস্বরে বাজতে থাকে, তবে তা অসহনীয়। আজাদগড়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অনেকে মাইক লাগিয়ে তাণ্ডব চালায়। তাতে মন্ত্রী ক্ষুব্ধ। তার কাছে আজাদগড়ের অনেকে নালিশও জানিয়েছে। এদিন খুঁটি পুজোর উদ্বোধনে মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন ১০ নম্বর বরো কমিটির চেয়ারম্যান তপন দাশগুপ্ত এবং আজাদগড় কলোনি কমিটির সভাপতি বাপী মিত্র। তপনবাবু 'উদ্যোগী' ক্লাবের প্রচেষ্টা এবং রবীন সাহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাপী মিত্র বলেন– রবীন বয়সে ছোট হলেও তার প্রতিবাদী ক্ষমতা আমাদের মুগ্ধ করে।

খুঁটি পুজো গড়িয়াহাট হিন্দুস্থান ক্লাব সার্বজনীন দুর্গোৎসবের সূচনা হলো রথের দিন খুঁটি পুজোর মাধ্যমে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, প্রাক্তন ক্রিকেটার সম্বরণ ব্যানার্জী, ফ্যাশন ডিজাইনার শর্বরী দত্ত, দাবার জাদুকর দিবেন্দু বড়ুয়া সহ অন্যান্যরা।

ফটিকগাছি রথতলায় রথযাত্রা

সঞ্জয় চক্রবর্তী: হাওড়া জগতবল্লভপুর থানার অন্তর্গত ফটিকগাছি রথতলায় রথ যাত্রা উৎসব পালন করা হয় । এই রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে এখানে জগন্নাথ দেবের পুণ্য রথের দড়িতে টান দিতে বহু

ভক্তের সমাগম হয় । তা ছাড়া ত্রখানে বিরাট মেলায় ভীড় ছিল নজর কাড়া । প্রতি বছরের মতো এবছরেও মেলায় খাবারের স্টলের পাশাপাশি বসে ছোটদের রকমারি খেলনা। খাবারের রসনা তৃপ্তির আয়োজনও ছিল চোখ ধাঁধানো। কি নেই জিলাপি, ফুচকা, ঘুগনি পিয়াজি থেকে শুরু করে পাঁপড় ভাজা । মূল আকর্ষণ হল ছোটদের মাটির খেলনা ও পুতুল যা আজকাল সচারাচার দেখা যায় না। প্রভুর রথের দড়ি একটু ছোঁয়ার জন্য যেমন বিশাল ভক্ত সমাগম তেমনি সুরক্ষার জন্য জগতবল্লভপুর থানার উপযুক্ত ব্যবস্থাও ছিল প্রশংসনীয়। সুন্দর ভাবে মেলা পরিচালনা করে পরিচালন কমিটি।

বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘে রথযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬ ফুট লম্বা রুপোর ঝাড়ু দিয়ে পথ মার্জনা করে রথযাত্রার সূচনা করেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ক্যাপ্টেন সিং সোলাঙ্কি

প্রতি বছরের মতো এবছরও ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রাঙ্গণে মহা ধুমধাম সহকারে প্রভু জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে রথযাত্রার দিন সকাল থেকেই আশ্রমের জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাদেবীর মহাপূজা এবং যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। পূজায় ভোগ হিসাবে নিবেদিত হয় অন্নভোগ, খিচুড়ি, নারকেল দিয়ে অড়হর ডাল, পঞ্চাভাজা, পঞ্চ তরকারি, পায়েস, গজা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি। শ্রীজগন্নাথের চরণে ১০৮টি পদ্ম এবং তুলসি পত্র নিবেদিত হয়। এছাড়া আহুতির সময় জগন্নাথদেব, বলভদ্র, সুভদ্রা, সুদর্শন, ভূদেবী প্রত্যেকেরই ১০৮ বার আহুতি প্রদান করা হয়। এই মহাপূজা এবং যজ্ঞ করেন বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী। পূজার প্রথমেই আশ্রমের ব্রহ্ম সরোবরের পবিত্র জলে দারু বিগ্রহের অঙ্গ মার্জনা করা হয়। উল্লেখ্য এই ব্রহ্মসরোবরে সারা পৃথিবীর ১৫০টিরও অধিক তীর্থের জল মেশানো আছে। রথযাত্রার পূর্বের স্নানযাত্রার দিনে জগন্নাথদেবের মহাস্নান হয়েছিল। তখন প্রভুর জ্বর আসে। তখন থেকে ১৫ দিন প্রভুর দর্শন বন্ধ ছিল। তখন ভোগ হিসাবে নিবেদিত হতো কেবল জড়ি বুটি দিয়ে তৈরি পাচন। ১৫ দিন পর রথাযাত্রার পূর্বে নেত্রোৎসবের মধ্য দিয়ে প্রভুকে নবযৌবন প্রদান করা হয়। প্রভুর চোখে কাজল পরানো হয় এবং পুনরায় প্রভু ভক্তদের দর্শন দেন। আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ার দিন নতুন বস্ত্র পরে প্রভু জগন্নাথ রথযাত্রা করেন।

বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের রথযাত্রায় বেদী থেকে দারু বিগ্রহ আনার পূর্বে আরতি হয়। এরপর ভক্তদের কাঁধে চেপে শ্রীবিগ্রহ রথে আরোহণ করেন। রথযাত্রার সূচনার বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবিগ্রহের আরেকপ্রস্থ আরতি হয়। এরপর দুধ, চন্দন, গোলাপ সহ অন্যান্য সুগন্ধি মিশ্রিত জলপূর্ণ মাটির হাড়ি ভেঙে রথের যাত্রার পথ সিঞ্চিত হয়। এরপর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ৬ ফুট লম্বা রুপোর ঝাড়ু দিয়ে রথের পথ মার্জনা করেন।

রথের দড়িতে টান দিয়ে হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ এই রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। অস্থায়ী গুন্ডিচা মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হবার পর আবার পূজা এবং আরতি সম্পন্ন হয়। রথের আগে অমাবস্যার দিন গুণ্ডিচা বেদী মার্জনা হয় এবং রথযাত্রার পর জগন্নাথদেবের রত্নদেবীর মার্জনা হয়। দুই, দই, চন্দন মিশ্রিত সুগন্ধী জল এই কার্যে ব্যবহৃত হয়। এই রথযাত্রা উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য আগামী বৃহস্পতিবার বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘে আসেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল অধ্যাপক ক্যাপ্টেন সিং সোলাঙ্কি। তিনি প্রথমে শ্রীসমীরেশ্বরের আরাধ্যা দেবী শ্রীশ্রী বিশ্বমাতাকে দর্শন এবং পূজা করেন। এরপর জগন্নাথদেবের আরতি পূজা করেন। আশ্রমের পক্ষ থেকে জগন্নাথদেবের প্রসাদি ধুতি উপহার দেওয়া হয় তাঁকে। এছাড়াও বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী তাঁর নিজের হাতে আঁকা রাজ্যপাল ক্যাপ্টেন সিং সোলাঙ্কির তৈলচিত্র উপহার দেন।

১২ জুলাই উল্টোরথযাত্রার মাধ্যমে রথযাত্রা উৎসবের সমাপ্তি ঘটবে বলে জানিয়েছেন আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী। ওই দিনও প্রধান অতিথি হিসাবে কোনও রাজ্যের রাজ্যপাল উপস্থিত থাকবেন।

ক্যানিং মহকুমা রথযাত্রায় জনজোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার সকালে শাস্ত্রমতে পুণ্যতিথীতে প্রভু জগন্নাথ,বলভদ্র ও সুভদ্রা দেবীর পুজোর্চনা শুরু হয় ক্যানিংয়ের রায়বাঘিনীর খাঁড়াপাড়ার রথতলায় জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রাঙ্গনে।

বিকালে সুসজ্জিত রথের উপর গঙ্গাজল দিয়ে পবিত্র করে ভগবান শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেব ও বলভদ্র এবং সুভদ্রা দেবী কে রথের উপর আনয়ন করেন মাসির বাড়ির (গুন্ডিচা)উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

রথযাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ক্যানিংয়ে মহকুমা শাসক অদিতি চোধুরী।ক্যানিং মহকুমা রথযাত্রায় অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলাপরিষদের প্রাক্তন সহ সভাপতি শৈবাল লাহিড়ি,জেলাপরিষদ সদস্য তপন সাহা,ক্যানিং ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি শ্যামলেন্দু মন্ডল সহ অন্যান্যরা। এদিন বিকালে রায়বাঘিনী থেকে সুসজ্জিত রথে চড়ে মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার পথ স্বচ্ছ করতে ঝাড়ু দিয়ে রাজপথ পরিষ্কার করেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার বিরিঞ্চী দেবনাথ।

রথযাত্রা ঘিরে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে ক্যানিং শহরে।

শ্রীরামপুরের মাহেশ ও গুপ্তিপাড়ার রথ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাচীনত্বের দিক থেকে দেখতে গেলে পুরীর রথের পরেই রয়েছে হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের মাহেশ ও গুপ্তিপাড়ার রথ। কিন্তু নির্মাণ শৈলী ও অভিনব গঠনের দিক থেকে পিছিয়ে নেই চন্দননগরের রথও। চন্দননগরের রথের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানান মিথ যেখানে লৌকিক অলৌকিকের সীমানা মুছে যায়। কথিত আছে চন্দননগরের লক্ষ্মীগঞ্জ বাজারের এক চালের ব্যবসায়ী যাদুবেন্দু ঘোষ শ্রীক্ষেত্রে যাওয়ার পথে অসুস্থ হয়ে পড়লে জগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশ পেয়ে শ্রীক্ষেত্রে না গিয়ে গঙ্গার পশ্চিম তীরে চন্দননগরের লক্ষ্মীগঞ্জ এলাকায় ইং ১৭৬৩ খ্রীঃ (বাং ১১৭০ সাল) জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে দেবতার স্বপ্নাদেশ পয়ে গঙ্গায় ভেসে আসা কাঠ দিয়ে সুভদ্রা, বলরাম ও জগন্নাথের মূর্তি তৈরি হয়। এর পর ১৭৭৪ খ্রীঃ যাদুবেন্দু ঘোষ নিজের বাগান বাড়ি সংলগ্ন নিম গাছের কাঠ দিয়ে জগন্নাথদেবের রথ নির্মাণ করেন। প্রায় ৯ টি চূড়া বিশিষ্ট এই রথের উচ্চতা প্রায় ৩৬ ফুট, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ২৪ ফুট, চতুর্থতল বিশিষ্ট এই রথের মোট ১৪ টি চাকা আছে যাদের প্রত্যেকটির ওজন প্রায় ১ টন করে।

ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা

মলয় সুর, হুগলি : ভারতের বহু স্থানে রথযাত্রা উৎসব হয়। তার মধ্যে পুরীর রথযাত্রা শ্রেষ্ঠ। ওলাইচণ্ডীতলা, বাঁশতলা, বালিমোড় হয়ে সোজা জগন্নাথ বাড়ি। এবারে রথযাত্রায় উপস্থিত

এরকমই হুগলির রায় বাজারের রথযাত্রা ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। প্রতি বছরের মতো এবছরেও আষাঢ় মাসের পূর্ব শুক্লাপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে রথ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয়দীপ মুখার্জী। এদিন রথযাত্রা ছিলেন অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইডের সাধারণ সম্পাদক জয়দীপ মুখার্জী, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা সোমা মুখার্জী, বিচারপতি অশোক মুখার্জী, মলয়া মুখার্জী, রামলিঙ্গম মাদুলিয়ার। সবচেয়ে বড় কথা আনন্দ, জীবের স্বভাব যে আনন্দের অনুসন্ধান সেই আনন্দ লাভের জন্যই জীব মেতে ওঠেন উৎসবে।

মাঙ্গলিকী

নাটক : গাঙপাড়

কৃষ্ণচন্দ্র দে : যাদবপুর নাট্য ঐক্য নাটদলের নিবেদনে ১ম নাট্য উৎসবে আমন্ত্রিত রাণীকুঠি আঙ্গিকের গাঙপাড় নাটকটি বিগত ২রা জুন মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে মঞ্চায়িত হল। এই উৎসব বিভিন্ন নাট্যদলগুলিকে নিয়ে একটি সম্মিলিত প্রয়াস। বাংলাদেশের কাহিনীকে কেন্দ্র করেই নাটকটি রচিত। সেই চিরাচরিত হিন্দু–মুসলমান সম্পর্ক, দ্বেষ–বিদ্বেষ ধর্মীয় মৌলবাদকে আশ্রয় করে কাহিনী এগিয়ে চলেছে। ধর্মের জাঁতাকলে পড়ে মুসলমান যুবতী কুসুম হিন্দু যুবককে ভালবেসে মিলিত হতে পারে না। ওদের গোপন অভিসার ধরা পড়ে গেলে মৌলবীর বিধানে কুসুমের পরিবারকে যারপরনাই হেনস্থা করা হয় এবং গ্রাম্য বিচারে কুসুমকে সর্বসমক্ষে বেত মারার ফরমান জারি করা হয়। কুসুমের বোন পরী প্রতিবাদে মুখর হলেও তা ধোপে টেকে না।

কুসুমের দাদা মালেক সব কিছু বুঝতে পেরে কুসুমকে হিন্দু যুবক পবনের সাথে পালিয়ে গিয়ে কলকাতায় সংসার করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু ধর্মীয় বন্ধন কুসুম কাটিয়ে উঠতে পারেনা। তার কথায় আমি আল্লাকে ডরাই ধর্মকে ভয় পাই।

মুসলমান সমাজের অপমান মৌলবীর বেত্রাঘাত কুসুম নিতে পারেনি ফলে সে আত্মহননের পথই বেছে নেয়।

সারা পৃথিবী জুড়ে মৌলবাদ যে ভয়ঙ্কর অবস্থায় পৌঁছেছে তার বিরুদ্ধে একটা সোচ্চার বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। একথা বলতে পারি সামাজিক বার্তাটির মূল্য অপরিসীম। অভিনয়ে কুসুম চরিত্রে সুতপা চক্রবর্তী, পরম চরিত্রে সুশান্ত মজুমদার, খালেক মিঞা চরিত্রে কমলেশ গুপ্ত মা চরিত্রে তনুশ্রী ভট্টাচার্য, পবন চরিত্রে সুশান্ত স্বয়ং, পরী চরিত্রে সুস্মিতা দে, মৌলবি চরিত্রে কল্যাণ ঘোষ, খালেক চরিত্রে শাশ্বত দাস, কানা হাসেমের ভূমিকায় রাজীব দে এবং পালেক চাচার ভূমিকায় কাঞ্চন চক্রবর্তী প্রায় সকলেই খুব আন্তরিক চেষ্টা করলেন। গোলাম ফকিরের গানগুলি সুখশ্রাব্য। সুতপার আবহ, সন্তু সাধুখাঁর আলো বেশ ভালো। সকলের উত্তরণ ঘটুক আশা রাখছি। সবচেয়ে বড় কথা সুশান্ত অর্থাৎ আমার কাছে বাবা শুধুই একজন নাট্যকর্মীই নয় ও একেবারে নাট্য নিবেদিত প্রাণ। ওর প্রায় সব কাজগুলিই আমি দেখেছি। আমি ওর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

প্রযোজনা : রাণী কুঠি আঙ্গিক
রচনা : তিমির বরণ রায়
নির্দেশনা : সুশান্ত মজুমদার

এ বছর ভি বালসারা অ্যাওয়ার্ড পেলেন হৈমন্তী শুক্লা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্র সঙ্গীতের মাধ্যমে ভি বালসারার ৯৮ তম জন্মদিনের শুভ সূচনা হল। কল্যাণ সেন বরাট, বেবিদারা বাজালেন মঞ্চে তখন আলো করে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন কল্যাণ সেন বরাট সঙ্গে বহু গুণীজনরা। শিশির মঞ্চ কানায় কানায় পূর্ণ এর মধ্যে বিখ্যাত মন্ত্রী শিল্পী অজিত ঘোষ এবার ভি বালসারা অ্যাওয়ার্ড পেলেন। তিনি বলেন একদা বালসারাজির সঙ্গে যখন কেউ ছিল না তখন ছিলাম– এই কথার মাধ্যমে অনেক কথা বলা হয়ে গেল। তবে এটাও জানাতে ভোলেন নি তাকে আশ্রয় দেওয়া অজিত বাবু ভি বালসারা অ্যাওয়ার্ড পেয়ে ভালো লাগছে।

এবারে ভি বালসারা অ্যাওয়ার্ড পেলেন বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী হৈমন্তী শুক্লা। তিনি শোনান প্রিয় গান– ''বড় আশা করে এসেছি কাছে ডেকে নাও'– শূন্যতা অনুভব করি, ওনাকে অনেক অনেক প্রণাম জানাই। অনেক কাজ করেছি একসঙ্গে। গেয়ে ওঠেন ''ওগো বৃষ্টি অমার চোখের পাতা ছুয়োনা'' মোহন বাগানের মেয়ে ছবি থেকে 'তুমি নির্মল করো' হেমন্ত দার সব গান ভি বালসারা বাজাতেন।

বেবিদা সঙ্গে অ্যাকোডিয়ান বাজালেন এত মনে পড়ে মন খারাপ হয়ে যায় 'অটুট বন্ধন' আবৃত্তি করে মোহিত করেন সঞ্চালক দেবাশিস বসু। মাতিয়ে দিলেন বেবিদা 'ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস' শাপমোচন ছবি থেকে 'বাবুজি ধীরে চলনা' পুরনো হিন্দি ছবির গানের সুর একডিয়ামে ১৮ জন ছাত্র ছাত্রীকে নিয়ে গিটারে কি অপূর্ব বাজালেন প্রতিশোধ ছবি থেকে 'হয়তো আমাকে কারো মনে নেই' 'আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম বা 'মন যে আমার কেমন কেমন করে' বা 'বন্য বন্য এ অরণ্য ভাল'।

খুব উপভোগ করলাম সন্ধ্যেটা মন ভরিয়ে দেয় কল্যাণ সেন বরাট, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, স্বপন সেনরা তবে প্রখ্যাত সদ্য প্রয়াত লোকগীতি শিল্পী অমর পাল মহাশয়ের শূন্যতা টের পেলাম। ছিল পুলক ব্যানার্জীর ছেলে পিয়াল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বহু গুণিজনরা উপস্থিত ছিলেন ভি বালসারা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ও ক্যালকাটা ইউনাইটেড কালচারাল সোসাইটির এই অনুষ্ঠান সত্যিই খুব উপভোগ্য হয়ে ওঠে সুরে সুরে রঙীন হয়ে যায় সন্ধ্যেটা।

এইভাবে তারা ভি বালসারার ৯৮ তম জন্মদিন উপলক্ষে তার সুরে তার কথায় স্মৃতি তর্পণ করেন সুরের জাদুকরের।

কবিশেখর কালিদাস রায়ের ১৩১ তম জন্মজয়ন্তী পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আষাঢ়ের সপ্তম দিনে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া থানার করুই গ্রামের কবিশেখর কালিদাস রায়ের জন্ম ভিটাতে ,তার যে আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত রয়েছে তাতে মাল্যদান করে উক্ত পল্লীর হরিসভা তলার মঞ্চে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রামের প্রবীণ শিক্ষক শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মান্যবর প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীযুক্ত লুফর রহমান মহাশয়

বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পলাশী গ্রামের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ভট্টাচার্য ও তদীয় সহধর্মিনী শ্রীমতি শুভা মহলানবিশ ভট্টাচার্য মহাশয়া । ছিলেন' আহ্বান পত্রিকার সম্পাদক লক্ষীনারায়ন রায় ও বিশিষ্ট পত্রকার কৈচর নিবাসী বিশ্বনাথ বন্ধু এবং কাটোয়ার নিবাসী বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত উদয়চাঁদ কুন্ডু মহাশয়। এদিনের অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে একটি সমাজ শ্রেণী প্রতিষ্ঠান 'দীপশিখা'র পক্ষ থেকে ২০১৯ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ৪৫ জন ছাত্র–ছাত্রীদের কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। গ্রামের সুসন্তান বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সংগঠক ধীরাজ বরাট, সুকেশ চ্যাটার্জী, আনন্দ ঘোষ রতন ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের আন্তরিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয় সমাগত ব্যক্তিবর্গ এবং বহিরাগত অতিথিবৃন্দকে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

গোবরডাঙায় দশম সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৯ জুন, শনিবার গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির উদ্যোগে সমিতির প্রধান কার্যালয়ের সভাগৃহে দশম সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল বিখ্যাত দুই সাহিত্যিক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে উভয়ের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং স্থানীয় স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রী বিপ্লব চন্দকে মানপত্র দিয়ে সম্মানজ্ঞাপন ও সংবর্ধনা। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শ্রী বিপ্লব চন্দ্র, শ্রী বিভাস রায় চৌধুরী, প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রী ঈশ্বর দত্ত, ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, শ্রী কালীপদ সরকার, শ্রী রামমোহন দত্ত প্রমুখ।

দুলালী দাসের কণ্ঠে হৃদয়স্পর্শী 'বন্দেমাতরম' গানটি উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে পরিবেশিত হওয়ার পরে। বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। এরপর ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যচর্চা নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন।একইভাবে শ্রী ঈশ্বর দত্ত, মধুসূদনের জীবনী ও সাহিত্যকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। সভাপতি শ্রী ঋতুপর্ণ বিশ্বাসের বক্তব্যের পরে অতিথি বরণ করা হয়। এরপর সাহিত্যিক শ্রী বিপ্লব চন্দকে মানপত্র দিয়ে, উত্তরীয় পরিয়ে ও স্মারক উপহার দিয়ে সংবর্ধনা করা হয়। তাঁর সাহিত্যকীর্তি নিয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রী রামোহন দত্ত মহাশয়। শিশুশিল্পী আরাত্রিকা সাধুখাঁ, আরনদীপ মণ্ডল, আনিশা খাতুন, সৃজা পাত্র, হেনু মণ্ডল, প্রতিষ্ঠা দেবনাথ আবৃত্তি পরিবেশন করে। এরপর ৭ জন অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে 'এসো হাত ধরি' প্রকল্পে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা হয়। ওই প্রকল্পে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের মাসিক অনুদান এদিন দেওয়া হয় ও চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে মাসিক অর্থ সাহায্য করা হয়।

অনুষ্ঠানে সমিতির 'সেবা প্রবাহ' সাহিত্য পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রী বিভাস রায় চৌধুরী।

সমিতির সম্পাদক শ্রী গোবিন্দলাল মজুমদার তাঁর বক্তব্যে সমিতির বর্তমান কর্মকাণ্ড, সাহিত্য সভার উদ্দেশ্য এবং 'এসো হাত ধরি' প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন। সমিতির নিজস্ব সামর্থে ঘোষপুরে ১০০ জন অসহায় বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদের নিখরচায় খাওয়া দাওয়ারজন্য নির্মীয়মান বানপ্রস্থ সেবা আশ্রম–এর জন্য সমাজের সমস্ত মানুষের কাছে অকুণ্ঠ সাহায্যের আবেদন রখেন।

বিভিন্ন কবি এদিন তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। ঐক্যের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী পলাশ মণ্ডল, সাধনা মজুমদার, শ্যামল কর্মকার, নব কুমার বিশ্বাস, দেবেশ সরকার, অকুপ কুমার ঘোষ, বাঘা কর্মকার, ডাঃ জয়শ্রী মিত্র, তপন বিশ্বাস, অলকানন্দ বসু, দেবল সুর, রুমা সাহা, কল্পনা পাল। এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী তপন মুখোপাধ্যায় ও শ্রী বিজয় কর্মকার। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের সাঞ্চালক ছিলে শ্রী রামমোহন দত্ত মহাশয়।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের শতবর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিশির মঞ্চে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হল কল্যাণী সেনের রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে। বেশ গাইলেন। তবে হল মাতিয়ে দিল একক যন্ত্র সঙ্গীত বিনায়ক সেনের মাউথ অর্গ্যান। তিনটি গানের সুর বাজালেন। প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন দেবাশিস কুমার (মেয়র পারিষদ)। গুণী জন সম্বর্ধনা দেওয়া হল 'স্বর্ণযুগের গীতিকার শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়কে। তিনি সম্বর্ধনা নিতে এসে অনেক কথাই বলেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবনের শেষ গান তারই লেখা। একটাই শুধু প্রশ্ন আমার শ্মশানেতে কত লোক হবে। কথা লক্ষ্মীকান্ত রায়, সুর দ্বীজেন মুখোপাধ্যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তার লেখা অনেক গান গেয়েছেন। তিনি বলেন সারা পৃথিবীর এত মানুষ কেন এক হয় না। পাথরের চোখ দিয়ে দেখ ভগবান বহু লিখেছি।

প্রায় তিন হাজারের উপর গান রেকর্ড হয়ে বেড়িয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের কথা সুকুমার রায়ের পর কেউ জায়গা নিতে পারেনি। লক্ষ্মীকান্ত রায় পারবে। সন্দেশে লিখতেন সত্যজিৎ রায় সম্পাদনা করতেন। ৬২ বছর আগে প্রথম গান লিখি। বহু রকম কাজ করেছি। অনেক গল্প উপন্যাস ছড়া লিখেছি। গান অনেক লিখেছি। মানুষের মন প্রাণ ভরে যাবে সেই গান আর হয়না। 'কথা দাও...', 'কুহু কুহু কোয়েল যদি ডাকে'' কত গান লিখেছি, হেমন্ত, মান্না দে, আশা ভোসলে, কিশোর কুমার কে গায়নি। শুধু লতাকে দিয়ে গাওয়াতে পারিনি। এখনকার মধ্যে মৌসুমী সেনগুপ্ত ভাল গায় ওকে আমি আশীর্বাদ করছি এতকাল লিখেছি কিন্তু জীবনে টাকা কড়ি চাইনি, রাজপ্রাসাদও চাইনি। চেয়েছি মানুষের বুক ভরা ভালবাসা। জীবন শুরু ছড়া দিয়ে 'সন্দেশে' মা কে নিয়ে লিখি অজন্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌসুমী কর্মকার, পর্ণা, গুহ, কল্যাণী সেন, চঞ্চল পাড়ুইদের গান বেশ লাগে। তবে বেশ মোহবিষ্ট করে মৌসুমী সেন গুপ্তর কণ্ঠ 'বন্ধু' ছবি থেকে 'যৌবনে আজ মৌ জমেছে' ছবি থেকে 'মেরা দিল ইসে পুকারে' আর উৎপলা সেনের গাওয়া 'আমি তোমার কাছে বারে বারে নতুন হতে চাই'। আর 'সাহেব বিবি গোলাম ছবি থেকে আশা ভোসলের গাওয়া 'ভ্রমরা বড়া নাদান' গান গুলো গানে গানে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া। সঞ্চালনা করেন মৌ গুহ।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম শতবর্ষে সূচনা লগ্নে হেমন্ত স্মরণে বলতে হয় মৌ বনে আজ মৌ জমেছে। দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত স্বপন সেন, অঞ্জন সেন, দেবাশিস বসুর মতো বিশিষ্টদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

পত্র–পত্রিকা আলোচনা

ব্যঙ্গমা

(সম্পাদক – অরুণোদয় ভট্টাচার্য / মে ২০১৯ সংখ্যা / দাম ২০ টাকা) – ব্যঙ্গমা রস সাহিত্য সভার উদ্যোগ কেবল নিয়মিত মাসিক সভার আয়োজনে থেমে নেই, নিয়মিত পত্রিকা (ষাণ্মাসিক) প্রকাশ করছেন এঁরা। হাসির পত্রিকা আজও বিরল, সেই অভাব অনেকটা পূরণ করবে এই পত্রিকা। বর্তমান সংখ্যায় মজারকবিতায় মাতিয়েছেন দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্র কুমার চন্দ্র, দীপ মুখোপাধ্যায়। হাসির গল্পে পাঠকের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন অরুণোদয় ভট্টাচার্য, শেফালী সরকার, সুকুমার মণ্ডল, বন্দনা দত্ত। বন্দনা দত্তের গল্পটি রম্য রচনা বিভাগে ঢুকে পড়ল কি করে ! গৌতমরঞ্জন বসুর গল্পটি আরও একটু আঁটোসাঁটো হতে পারত। রম্য রচনা বিভাগ জমিয়ে দিয়েছেন অমিত গঙ্গোপাধ্যায়, অসিত চট্টোপাধ্যায়। মোহিত গুপ্তের সজনীকান্তের স্মৃতিকথা আরও একটু বিস্তৃতি পেলে ভালো হত। সুকুমার রায়ের আঁকা স্কেচ প্রচ্ছদে ব্যবহার করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ছিমছাম নির্মাণ। (পত্রিকার ঠিকানা – ৭১/৩সি, পূর্ণ দাস রোড, কলকাতা – ৭০০০২৯)

আলেখ্য

(সম্পাদক – বিকাশ চন্দ্র দাশ / ১৩ বর্ষ / শারদ ১৪২৫)–কিশোরদের জন্য নিবেদিত এই সাহিত্য পত্রিকাটি বিলম্বে পাওয়া। ছোটদের জন্য কেবল ছড়া। সুনির্মল চক্রবর্তী, সতীরঞ্জন আদক, হিমাংশু আদক, অরুণ কুমার মান্না গোপাল কুন্তকার, বিকাশ চন্দ্র দাশ প্রমুখের লেখায় উজ্জ্বল। ছোটদের জন্য কেবল ছড়ার বদলে সাহিত্য ও বিনোদনের আরও কোনও স্বাস্থকর উপাদান এই পত্রিকাতে সংযোজন করা যায় কিনা ভেবে দেখতে ক্ষতি কি! (পত্রিকার ঠিকানা– নন্দলাল বসু রোড, দত্ত মিলের মাঠ, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান – ৭১৩ ১৩০ / 9474115805)

আকাশ বলাকা

(সম্পাদক – সুনীল কুমার গুহ / বৈশাখ ১৪২৬– ষষ্ঠ বর্ষ / মূল্য ৩৫ টাঃ য় কবিতা ভবন, হরিদেবপুর, কল–৮২) – বৈশাখ সংখ্যার প্রচ্ছদে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের স্কেচ কিন্তু সঙ্গে ছাপা কবিতার ছত্রে ভুল। নিত্যানন্দ দাসের রহস্য গল্পটি মোটামুটি। বিজন চন্দের গল্পটির প্রথমার্ধ অকারণ বর্ণনায় জর্জরিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগে হারিয়ে যাওয়ার পর হারানো মানুষদের খুঁজে পাওয়ার গপ্পো আর কত কাল চলবে ! নীল নক্ষত্র ছদ্মনামে সম্পাদক স্বয়ং কবিতা লেখার ধারাবাহিক ক্লাশ নিচ্ছেন, কিন্তু ওঁর এই সাধু প্রয়াসে ফল কিছু হচ্ছে কি ! বিশেষতঃ নতুন কবিদের শেখার আগ্রহ আছে বলে তো মনে হল না, বিস্তর তরল পদ্য ও অকবিতার ভিড়ে সার্থক কবিতা খুঁজতে হিমসিম। ইলা দাস, জয়ন্ত দত্ত, বিধান সাহা, উদয় চক্রবর্তী, স্বপন কুমার দাস, স্বরূপ চক্রবর্তী, ভীম ঘোষ, কৃষ্ণা বসু, তনুজা চক্রবর্তী প্রমুখেরা নিজেদের সুনাম বজার রেখেছেন। কবিতা নির্মাণ এক উচ্চমার্গের শিল্প, কঠিন অনুশীলনের পথে না গিয়ে যাঁরা ঝটপট কবিতা' লিখে ফেলছেন, তা বাংলা সাহিত্যকে কি আদৌ পুষ্ট করবে !

সুবল ঘোষের কবিতাটি আংশিক ভাবে দু–জায়গায় ছাপা হয়ে গেছে এবং সেটি প্রুফ দেখার সময়ে কারো নজরে আসেনি ! গোটা পত্রিকা জুড়ে মহামানবদের নানা উক্তির পাশাপাশি সম্পাদকের বেশ কিছু উক্তি ছাপা হয়েছে। ছাপানো বড়ই দৃষ্টিকটু। কারোকে অসম্মান না করেও প্রশ্ন তোলা যায় – বিশ্বে সাড়া ফেলে দেওয়া মনীষিদের অমর বাণীর আশেপাশে সম্পাদকের বাণী' কিভাবো একাসনে বসার যোগ্যতা অর্জন করে ! মহামানবদের প্রতি এটুকু সম্মান প্রদর্শন কাম্য নয় কি ! প্রচুর বানান ভুল এই সংখ্যাটির পিছু ছাড়েনি। (পত্রিকার ঠিকানা – বি–২, গীতাঞ্জলী, রবীন্দ্র আবাসন, ২১০৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা–৭০০ ০৮২। 9088818335 e_mail sunilguha755@gmail.com)

বিমল মিত্রকে নিয়ে আলোচনাচক্র

শ্রেয়সী ঘোষ : গত ৩০ জুন রবিবার সন্ধ্যায় নন্দন (৩) প্রেক্ষাগৃহে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করেচিল 'বিমল মিত্র আকাদেমি'। সাহিত্য সভার বিষয় ছিল : 'বিমল মিত্রের সাহিত্য–শহর কলকাতা'। মাল্যভূষিত বিমল মিত্রের এক প্রতিকৃতি। উদ্বোধন সঙ্গীতে দুটি গান পরিবেশন করলেন অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। গান দুটি হল; 'খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার' এবং 'হাজার টাকার ঝাড়বাতিটা'। প্রথমে বক্তব্য রাখলেন 'নবকল্লোল' ও 'শুকতারা' পত্রিকার সম্পাদক রূপা মজুমদার। তিনি বিভিন্ন উপন্যাসে শহর কলকাতাকে কি ভাবে বিমল মিত্র তুলে ধরেছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলেন। ড. শঙ্কর ঘোষ বিমল মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত চারটি ছবিতে কিভাবে শহর কলকাতা উঠে এসেছে, তার সুন্দর ছবি তুলে ধরলেন। ছবি চারটি হল; সাহেব বিবি গোলাম, বেনারসী, স্ত্রী এবং কড়ি দিয়ে কিনলাম। বক্তব্য রাখলেন 'শিল্পী সংসদ'এর সম্পাদক সাধন বাগচি।

'বিমল মিত্র আকাদেমি'র অন্যতম প্রাণ পুরুষ কমলেশ বসু আকাদেমির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরলেন। শুরুতে পুষ্প স্তবক দিয়ে বক্তাদের বরণ করে নিলেন বিমল মিত্রের কন্যা শকুন্তলা বসু। সমগ্র আলোচনা পর্বটি অত্যন্ত নিপুণ ভাবে সঞ্চালনা করলেন স্বপন কুমার ভট্টাচার্য। বক্তৃতা পর্বের পর বিমল মিত্রের ছোটগল্প 'জেনারেল আউটরাম' অবলম্বনে অডিও প্লে 'গান্ধী স্ট্যাচু– পার্ক স্ট্রিট' প্রদর্শিত হল। বিবেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনা সুন্দর। শকুন্তলা বসুর চিত্রনাট্যটিও সুন্দর। চা–বিরতির পর প্রদর্শিত হল সলিল দত্ত পরিচালিত উত্তমকুমার অভিনীত 'স্ত্রী' ছবিটি।

তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে কবি প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৮ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে বিদ্যানগরে অবস্থিত জেলা গ্রন্থাগারে কবি প্রণাম অনুষ্ঠান উদযাপিত হল। গত মে মাসে নির্বাচন হওয়ার কারণে পূর্ণাঙ্গ রূপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন সম্ভব হয়নি। এদিন কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা জনশিক্ষা প্রসার আধিকারিক সুচাঁদ চট্টোপাধ্যায়, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক ডঃ বাপন কুমার মাইতি, সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারী এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক লিপিকা ব্যানার্জী প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি শীর্ষক একটি চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা শাসক সাগর চক্রবর্তী। ওই বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপিকা বনানী চক্রবর্তী। সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে সুচারু রূপে উদযাপিত হয় কবিপ্রণাম। সঙ্গীতে গীতাঞ্জলী সরকার, জেলা লোকপ্রসার শিল্পীরা, বাখরাহাট গার্লস হাই স্কুল এবং আবৃত্তিতে কুনাল মালিক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চালনা করেন জেলা গ্রন্থাগারিক মধুসূদন চৌধুরী।

অন্য স্বাদের রঙহীন রামধনু

নিজস্ব প্রতিনিধি : উদীয়মান পরিচালক উমাশঙ্করের এই ছবির বিশেষত্ব, যে গতানুগতিক প্রেম ভালবাসা নিয়ে তার ৫টা বাংলা ছবির মতো এই ছবিটি নির্মিত নয়। কলেজে পড়তে আসা একটি মুসলিম মেয়ের সঙ্গে কলেজেরই একটি হিন্দু ছেলের

প্রেমকে বেস করে এই গল্পের উত্থান পতন। ছবিটির শ্যুটিং হয়েছে চা বাগান অঞ্চলে দুই পরিবারের সংঘাত ও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেই গল্পের পারদ ওঠা নামা করে।

ধনী ব্যবসায়ী সূর্যকান্ত বাবুর আদরের দুলাল একমাত্র সন্তান রেহেন। কলেজের সেরা তথা সুদর্শন ছাত্র। ঘটনার আবর্তে রোহনের বান্ধবী নিপার সঙ্গে সুমি তাদের কলেজে বেড়াতে আসে। সুমির বাবা একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা ও মন্ত্রী। একটা সময় রোহনের সঙ্গে সুমির প্রেমের সম্পর্ক দানা বেধে ওঠে। এটা জানতে পেরে সুমির বাবা মিঃ জাফর শেঠ রোহনের অজান্তে সুমিকে নিয়ে জলপাইগুড়ি চলে যায়। এদিকে সূর্যকান্ত বাবু ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ হলেও ছেলের বিষন্নতা ও একাকিত্ব দেখে সুমিকে জলপাইগুড়ি থেকে নিয়ে আসতে বলেন। সেখানে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে গিয়ে খুঁজতে থাকে রোহন। যখন সে সুমিকে এক ঝলক দেখতে পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জাফরের ভাই রফিক ও তাদের গুণ্ডা বাহিনীর হাতে বেধড়ক মার খায়। স্থানীয় চায়ের দোকানী কুদ্দস আলীর প্রচেষ্টার পর জীবন রক্ষা পায়। আর তারই সহযোগিতায় সুমিকে নিয়ে রোহন পালিয়ে যায়। এদিকে জাফর শেঠ হন্যে হয়ে মেয়েকে খুঁজে পাওয়ার জন্যে নিজের গুণ্ডাবাহিনী এবং প্রশাসনকে কাজে লাগায়।

একবার পুলিশের মুখোমুখি হলেও পুলিশ তাদের ধরতে ব্যর্থ হয়। পাহাড়ী পথে রোহনদের গাড়ি খারাপ হলে পাহাড়ি পথে তাদের পায়ে হেঁটে পথ চলতে হয়। সুমির পা কেটে রক্তাক্ত হয়ে যায়। যখন তারা মেইন রোডে ওঠে চারিদিক থেকে গাড়ির কনভয় ঘিরে ফেলে। পুলিশ সুমি ও রোহনকে জাফর শেঠের হাতে তুলে দেয়। এরপর আরও নাটক আছে।

কাহিনীর পরতে পরতে নাটক আছে, থ্রিল রয়েছে। ক্রিয়েশন ইমেজ নিবেদিত ছবিটির প্রযোজনায় অভিজিৎ রায়। কাহিনী ও চিত্রনাট্য হরিদাস দাস। চিত্রগ্রহণে সিন্ট সিংহ। সম্পাদনা সুদীপ্ত। সঙ্গীত বব চক্রবর্তী। গান গেয়েছেন উত্তম মণ্ডল, রিতা, সিদ্ধার্থ, শ্রাবণী ও বব চক্রবর্তী। অভিনয়ে বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, ভরত কল, নীলু ভৌমিক সাগ্নিকা চ্যাটার্জী, বৃষ্টি আলম, সঙ্গীতা ব্যানার্জী, সুরজিৎ মণ্ডল, কাজী ডাকু, দীপ মিত্র।

ছবির প্রযোজক ও পরিচালক এই ছবির সাফল্য নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ নতুন নায়ক নায়িকার বলেন আমরা খুব খেটেছি আমাদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়র অভিনেতা বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ও রিও বলির মতো চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের সান্নিধ্যে কাজ করে অন্যরা দারুণ উৎসাহিত। আমরা সবাই মিলে একটা ভাল কাজ করার চেষ্টা করেছি দর্শক হলে এসে ছবিটা উপভোগ করলে আমরা আনন্দ পাব। ববদা দারুন সুর করেছে।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

হাওড়ায় ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

রিম্পি ঘোষ: কোন্নগরের গ্লোবাল শটোকান ক্যারাটে –ডো অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার পরিচালনায় হাওড়ার দাশনগরে আলামোহন দাস ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হল ন্যাশনাল শটোকাপ ক্যারাটে ডো চ্যাম্পিয়নশিপ। এই প্রতিযোগিতায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া দপ্তরের সম্পাদক ও উত্তরপাড়া – কোতরং পুরসভার পুরপিতা দিলীপ যাদব, রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া দপ্তরের সহ – সম্পাদিকা দীপা মিত্র, হাওড়ার মেয়র পরিষদের কাউন্সিলার বিভাস হাজরা, হাওড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাণা মুখার্জী, পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ভি. সলোমন নেসাকুমার, দক্ষিণ – পূর্ব এশিয়ার ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভারত শর্মা, আয়োজক সংস্থার টেকনিক্যাল ডিরেক্টর তারকনাথ সর্দার এবং সম্পাদিকা মৌমিতা চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। দুদিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় ওজনভিত্তিক ও বয়সভিত্তিক বিভিন্ন বিভাগে প্রায় পাঁচ শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

কোপা ফাইনালে ব্রাজিল বনাম পেরু

রবীন বিশ্বাস : কোপা আমেরিকার বিগত দুটি ফাইনালিস্ট দল এবার সেমিফাইনালেই কাট মারল। যখন সবাই আশা করছিল গত দুবারের প্রতিদ্বন্দ্বীরা তৃতীয়বারের জন্য পরস্পরের মুখোমুখি হতে চলেছে তখন কোথা থেকে সব ওলট পালট হয়ে গেল। অতএব আর্জেন্টিনা বনাম চিলির আরও একটা ফাইনাল আর অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। নিজেদের মাটিতে অনুষ্ঠিত কোপা আমেরিকা কাপের ফাইনালে উঠল ব্রাজিল। সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ পেরু। চিলিকে যেভাবে ৩–০ গোলে হারাল পেরু তাতেও এক নতুন চ্যালেঞ্জারের গন্ধ পাচ্ছে ফুটবল বিশ্ব। পেরুর ফুটবল ইতিহাসেও এই চিলি বধ উত্তরণের অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বস্তুত, লাতিন আমেরিকায় ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ের বাইরে চিলিই বড় শক্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে। বিশেষ করে বিগত দুবারের কোপা জয় চিলিকে আলাদা কৌলিন্য এনে দিয়েছে। কলম্বিয়া এক–আধবার হুঙ্কার ছড়ালেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি মোটেই। সেদিক থেকে পেরুর এই উত্থান আগামীতে লাতিন আমেরিকার দিকে গোটা বিশ্বকে চোখ সরাতে বাধ্য করবে নিশ্চিতভাবেই। ইউরোপের পাওয়ার ফুটবলকে জুঝতে লাতিন স্কিল ও শক্তির সংমিশ্রণ যেন পুরোপুরি আমদানি হয়েছে পেরুর মধ্যে। আগামী দিনে এই দলটা বিশ্ব ফুটবলের অন্য দেশেদের দিকেও টক্কর ছুঁড়ে দিতে পারে।

নেইমারকে ছাড়াও ব্রাজিল যে জিততে পারে তা পরিস্কার হল পেলের দলের ২–০ জয়ে। লিওনেল মেসি থাকা সত্ত্বেও এই হার নিঃসন্দেহে চাপে ফেলে দিল আর্জেন্টাইনদের। মারাদোনার সঙ্গে মেসির তুলনাটাও যথারীতি টানা শুরু হয়ে গেল পুরোদমে। মেসি ক্লাব দলের জার্সি চাপিয়ে একের পর এক টুর্নামেন্ট জিতলেও দেশের জার্সি গায়ে তিনি যে ব্যর্থ তাও তুলে ধরা হচ্ছে ভরপুরভাবেই। নেইমারকে ছাড়াও যে ব্রাজিল খেলতে পারে, পেলে–রোমারিও–রোনাল্ডোর দেশে তারকারা যে ক্রমাগত জন্মাতেই থাকে তারও প্রমাণ দিলে হলুদ–সবুজ জার্সির নয়া তারকারা। ফাইনালে আর্জেন্টিনা দুর্দান্ত খেললেও শেষ হাসি হাসল ব্রাজিল। দুই অর্ধে গোল করলেন গ্যাব্রিয়েল জেসুস ও ফির্মিনো। যদিও ম্যাচে পেনাল্টি না দেওয়ার জন্য রেফারিকে দুষছেন পুরো আর্জেন্টিনা শিবির। মেসি তো বলেই চলেছেন ইকুয়েডরের রেফারি পুরো ব্রাজিলকে টেনে খেলিয়েছেন। বস্তুত, ওই রেফারিকে ব্রাজিলের সদস্য বলেও কটুক্তি করেছেন বিশ্ব ফুটবলের এই নক্ষত্র। এর জন্য ফুটবল সংস্থার কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হবে জেনেও মেসি থেমে যান নি।

মেসির মতো শান্ত ফুটবলার এভাবে রেফারিং নিয়ে সরব হওয়ায় ফুটবল বিশ্ব অবশ্য অন্য কারণ দেখছে। তারা বলছেন, উপর্যুপরি বিশ্বকাপ জিততে না পারা, তিন–তিনবার কোপা আমেরিকা খোয়ানো এসবই ঘৃতাহুতির কাজ করেছে মেসির মধ্যে। কোপা সেমিতে হারার পর মেসি চিরকালের মতো বুট জুতো তুলে রাখবেন বলেই মনে করছিলেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। দেশের হয়ে তাঁর না খেলার সম্ভাবনাই প্রকট হচ্ছিল। কিন্তু সেই জল্পনায় নিজেই জল ঢেলে মেসি জানালেন আপাতত দেশের হয়ে অবসরের কোনও ইচ্ছা নেই তাঁর। তিনি এও বলেন, সারা বিশ্বেই তাঁর বিরুদ্ধে রেফারিররা বেশি ব্যবস্থা নেন বা বাঁশি বাজান। কিন্তু এদিন যেন ইকুয়েডরের রেফারি প্রতিজ্ঞা করে নেমেছিলেন তাঁকে খেলতে দেবেন না। অন্যদিকে শুধুমাত্র রেফারিং এর জন্যই ব্রাজিল জিতেছে এটা না মানলেও প্রাক্তন তারকারা বলছেন এই ম্যাচে আর্জেন্টিনা অসাধারণ ফুটবলের পরিচয় দিয়েছে। ভাগ্য খারাপ বলে তারা এদিন জিততে পারল না। অন্যদিকে ম্যাচের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পেনাল্টি না পাওয়াটা যথেষ্টই চাপে ফেলে দেয় মেসি বাহিনিকে। অথচ আর্জেন্টিনার ক্ষেত্রে অনেকবারই বিপক্ষ বক্সে রেফারির বাঁশি বেজে উঠেছে এমন এমন সময় যাকে ম্যাচের নাটকীয় মুহূর্ত বলাই চলে।

পৃথিবীর ফুটবল বোদ্ধারা সাধারণত দুভাগে আড়াআড়ি বিভক্ত। এই ধারাটা আমরা যবে থেকে ফুটবলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি তবে থেকেই শিখেছি। একদল যখন ব্রাজিল–আর্জেন্টিনার মতো লাতিন আমেরিকাভুক্ত দেশের ফুটবল স্কিলে মুগ্ধ, অপরপক্ষ তখন জার্মান–ইতালি–ফ্রান্সের পাওয়ার ফুটবলে রীতিমতো মজে। এমনকি ফুটবল বিশ্বকাপের সময় এই সমর্থন আর আবেগটা সাঙ্ঘাতিক জায়গায় পৌঁছে যায়। পাড়ায় পাড়ায় ছেলেবুড়োরা এসব নিয়ে এমন মাতামাতি শুরু করে যে বলার নয়। কোথাও হয়তো দেখা গেল বিরাটাকার হলুদ–সবুজ পতাকা ঝুলছে ব্রাজিলের। আবার কোন গলিতে দেখা যাচ্ছে আকাশী নীল–সাদা আর্জেন্টিয়ান জার্সি। এভাবে কলকাতা সহ গোটা ভারত তথা ফুটবল বিশ্ব মেতে ওঠে। লাতিন আমেরিকার সমর্থক হয়তো একটু বেশি পাওয়া যায় কলকাতায়। তবে হালফিলে সিটি অফ জয় তেও পাওয়ার ফুটবলের বাদশাহ ইউরোপীয় দেশের পতাকাও ঝুলছে। এদের মধ্যে সমর্থনের নিরিখে শীর্ষে জার্মানি। পরে পরেই রয়েছে স্পেন, ইতালি, ফ্রান্সের মতো দেশের প্রতি সমর্থকদের ভাবাবেগ।

২০১৫ এ কোপা আমেরিকার মর্যাদাপূর্ণ লড়াইয়ে ফেভারিট আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে উড়িয়ে দিয়ে কাপ ঘরে তুলেছিল চিলি। বিশ্বকাপ ফাইনালেও একইভাবে আশাভঙ্গ হয়েছিল আর্জেন্টিনার। সব থেকে বড় কথা এই মুহূর্তে ফুটবলবিশ্বের সেরা তারকা হয়েও লিওনেল মেসি কিছুতেই জিতে নিতে পারেন নি এই দুটি মেগা ইভেন্ট। কোপা না জেতার দুঃখের মতো বিশ্বকাপেও বারংবার লিওনেলের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে। ২০১৪–এ ফাইনালে জার্মানির কাছে হারতে হয়েছিল। আর ২০১৮ তে আর্জেন্টাইনদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। তারা পরের রাউন্ডেই যেতে পারে নি। মেসিকে দেখা গিয়েছে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে। অন্য খেলোয়াড়দের অবস্থা তথৈবচ। এমতাবস্থায় আরও একবার কোপার হার যাকে বলে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে টিম মেসিকে। এই জায়গা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে আর্জেন্টিনা টিমের প্রয়োজন বড়সড় একটা ব্রেকের। নচেৎ এই গ্লানি মাথায় নিয়েই আপাতত চালাতে হবে তাদের।

অপরাজেয় তকমা ঘুঁচলেও এগিয়ে টিম ইন্ডিয়া

অরিঞ্জয় মিত্র

শেষপর্যন্ত অপরাজেয় আর থাকা হল না ভারতের। অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দলকে অনায়াসে উড়িয়ে দিলেও ইংল্যান্ডের কাছে হেরে ভারতের জয়ী তকমা ঘুঁচল। যদিও ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা বলছেন এতে শাপে বরই হল। কারণ, ক্রিকেটের বড় প্রবাদ হল ল্য অফ অ্যাভারেজ। অর্থাৎ টানা জিততে থাকলে এমন জায়গায় গিয়ে হড়কে যেতে পারে অশ্বমেধের ঘোড়া যে টুর্নামেন্টটাই হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এমন ঘটনা এর আগে একাধিকবার ঘটেছে ক্রিকেটের সঙ্গে, যেখানে লাগাতার জয়ের সরণিতে থাকা কোনও টিম গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গিয়ে অপেক্ষাকৃত কম শক্তির দলের কাছে পরাজিত হল। সেটার রাস্তা বন্ধ করতেই ইংল্যান্ডের কাছে ভারতের হারটা হয়তো শাপে বর হয়েও উঠতে পারে। তাছাড়া এই হারের জন্য সেমিফাইনালে যাওয়ার রাস্তা যে ভারতের বন্ধ হল তা কিন্তু নয়। বরং অস্ট্রেলিয়া ছাড়া এই বিশ্বকাপে আর যে দলটির সেমিফাইনালে যাওয়া নিশ্চিত সেটি হল ভারত। নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে তৃতীয় দেশ হিসেবে আয়োজক ইংল্যান্ডও বিশ্বকাপে সেমিতে চলে গেছে ইতিমধ্যে। এখন নিউজিল্যান্ডকে টপকে চতুর্থ দল হিসেবে সেমিফাইনালে যেতে হলে পাকিস্তানকে অত্যন্ত বড় ব্যবধানে হারাতে হবে বাংলাদেশকে। যা এই মুহূর্তে অত্যন্ত কঠিন কাজ বলেই মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।

টুর্নামেন্ট এগনোর সঙ্গে সঙ্গে পাক যতটাই মুছে যেতে থেকেছে ততটাই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ইংল্যান্ড। একইভাবে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াও তাদের পজিশন দারুণ জায়গায় উন্নীত করেছে। বিশ্বকাপে নবাগত আফগানিস্তান আপাতত কোনও ইদ্রপতন ঘটাতে পারে কিনা সেদিকে নজর রয়েছে পুরো ক্রিকেট দুনিয়ার। যদিও মনে হচ্ছে না আফগানিস্তান এবার কাউকে হারাতে পারবে বলে। উল্লেখ্য, এশিয়ার ৩টি দেশ ৪ বার বিশ্বকাপ দখল করেছে। এর মধ্যে ভারত ২ বার। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান একবার করে। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া ৫ বার আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২ বার কাপ ঘরে তুলেছে। ক্রিকেটের উদ্ভাবক দেশ ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড আর দক্ষিণ আফ্রিকা একবারও জিততে পারেনি বিশ্বের এই সেরা টুর্নামেন্ট। ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেছে ৩ বার। কিন্তু ৩ বারই তাঁদের ফিরতে হয়েছে ব্যর্থ মনোরথে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে অস্ট্রেলিয়া ৭ বার বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছেছে। তার মধ্যে ৫ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অজিরা।

১৯৭৫–এ প্রথম বিশ্বকাপের ফাইনালে ক্যারিবিয়ানদের কাছে হারতে হয়েছিল তৎকালীন ইয়ান চ্যাপেলের নেতৃত্বাধীন ক্যাঙ্গারু বাহিনীকে। ১৯৮৭ সালে চতুর্থ বিশ্বকাপে নিজেদের জয়ের ধ্বজার সর্বপ্রথম ওড়ায় অস্ট্রেলিয়া। অ্যালান বর্ডারের দলের কাছে ফাইনালে হারতে হয়েছিল মাইক গ্যাটিংয়ের ইংল্যান্ডকে। ১৯৯৯ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়া ফের মৌরসিপাট্টা দেখাতে শুরু করে বিশ্ব ক্রিকেটে। ফলস্বরূপ ১৯৯৯, ২০০৩ আর ২০০৭ টানা তিনবার বিশ্বজয়ীর স্বীকৃতি পায় ব্যাগি গ্রিন জার্সিধারীরা। স্টিভ ওয়া, রিকি পন্টিংয়ের দক্ষ নেতৃত্ব, শেন ওয়ার্নের দুরন্ত বোলিং সেসময় অজিদের গ্রাফ তুঙ্গে তুলে ধরেছিল। অস্ট্রেলিয়ার এই ত্রিমুকুটের মধ্যেই একটা লড়াই ছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধেও। সৌরভ গঙ্গোপাধায়ের দলকে সেই ফাইনালে একতরফা খেলে হারিয়ে দেয় অস্ট্রেলিয়া। দীর্ঘ ২৮ বছর পর ভারত ২০১১ তে বিশ্বকাপ জিতলেও ২০১৫ তে ফের ঘরের মাঠে চ্যাম্পিয়ন হয় অজিরা। মাইকেল ক্লার্কের নেতৃত্বে বিশ্বজয়ী হয়ে শুধু ৫ বার জেতার রেকর্ড নয়, বিগত ৫ বারে ৪ বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে অস্ট্রেলিয়া যেন প্রমাণ করেছে তারাই ক্রিকেট দুনিয়ার মসিহা। তবে অজিদের চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো সবথেকে বড় শক্তি নিঃসন্দেহে বিরাট কোহলির টিম ইন্ডিয়া। গ্রুপ লিগের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে এমনিতেই অ্যাডভান্টেজ পেয়েছে ভারত। তবে নকআউট পর্যায়ে অস্ট্রেলিয়া যে আরও ভয়ঙ্কর সেটা ভাল মতোই জানেন রোহিত, পাণ্ডিয়ারা। ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার বাইরে কেউ যদি এবার বিশ্বকাপ জিততে পারে তবে সেটা হবে প্রথমবারের আস্বাদন। আর সেই সুযোগ ভরপুর রয়েছে একবার একবারমাত্র ফাইনালে ওঠা নিউজিল্যান্ড ও আয়োজক ইংল্যান্ডের জন্য।

আফগানিস্তান সেদিক থেকে অনেকটাই দুর্বল। যদিও এবার যেভাবে বিশ্বকাপ গড়াতে শুরু করেছে তাতে বড় ধরনের অঘটন ঘটলেও চমকে যাওয়ার কিছু থাকবে না। সেক্ষেত্রে নতুন কোনও চ্যাম্পিয়ন দেখা যেতেই পারে। যদিও বিশেষজ্ঞরা এখনও বাজি ধরছেন ভারত ও ইংল্যান্ডের পক্ষে। স্টিভ স্মিথ ও ডেভিড ওয়ার্নাররা প্রত্যাবর্তন ঘটানোর পরে অবশ্য ৫ বারের বিশ্বজয়ী অস্ট্রেলিয়াকেও নজরে রাখতে হচ্ছে। প্রায় খাদের ধারে চলে যাওয়া অস্ট্রেলিয়া গত ভারত সফর থেকে যে রসদ সংগ্রহ করেছে তা অজিদের আরও একবার বিশ্বজয়ী হওয়ার ইচ্ছায় ভালো মতো ইন্ধন জোগাচ্ছে। হবে নাই বা কেন? এই অস্ট্রেলিয়া তো আর আগের অস্ট্রেলিয়া তো এক নয়। অধিনায়ক ও সহ অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ ও ডেভিড ওয়ার্নার বাণপ্রস্থে চলে যাওয়ায় ল্যাজেগোবরে হয়ে উঠেছিল অজিরা। বেশ কয়েকটা সিরিজ তাই ধাক্কা খাওয়ার মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়েছে ব্যাগি গ্রিন জার্সিধারীদের। সেই দলটাই এখন কেমন যেন পালটে যাওয়ার অভিমুখ দেখাচ্ছে। গত ভারত সফরে জয়ের মধ্যে দিয়েই তা আরও উদ্ভাসিত হয়েছে। আর অজিরা ভারত ছাড়া বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত সব ম্যাচ জিতেছে। এই বিশ্বকাপের সেরা লড়াই হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছিল ভারত–ইংল্যান্ড, ভারত–নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড–নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড–অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড–অস্ট্রেলিয়ার সম্মুখ সমরকে। এসব লড়াইয়ে ইতিমধ্যেই ভারত ধাক্কা খেয়েছে ইংরেজদের কাছে। অজিরা হারিয়েছে কিউয়িদের। অজিদের হাতে বধ হয়েছে ইংরেজরাও। ভারত–নিউজিল্যান্ড ম্যাচটাই যা ভেস্তে গিয়েছে বৃষ্টিতে।

ভারতীয় দলের পক্ষে অবশ্য এই বিশ্বকাপে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে একের পর এক চোট আঘাত। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে দুরন্ত সেঞ্চুরি করার পরেও শিখর ধাওয়ানকে ছিটকে যেতে হয়েছে চোটের জন্য। দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আইপিএলে ভালো ফর্মে থাকা উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্থ। অন্যদিকে অলরাউন্ডার বিজয় শঙ্কর আবার চোট আঘাত জর্জরিত হয়ে অনিশ্চিত হয়ে পড়ছেন। সে জায়গায় দেখা যেতে পারে টি–২০ খ্যাত মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে। এদের মধ্যে ঋষভের টিআরপি যে অনেক ওপরে সেটা ভালোই বুঝছে ম্যানেজমেন্ট। ঋষভ একের পর এক ম্যাচে নিজের উপস্থিতি জানান দেওয়াও শুরু করেছেন। পরপর দুটি ম্যাচে তার ব্যাটিং বিক্রম ছিল দেখার মতো। কেন যে প্রাক্তন ক্রিকেটার থেকে বিশেষজ্ঞরা তার হয়ে গলা ফাটাচ্ছিলেন সেটাও

এখন সাফ বোঝা যাচ্ছে। ঋষভকে দেখে মনেই হচ্ছে না ক্রিকেট এরিনায় তিনি নবাগত। যে কোনও পরিণত খেলোয়াড়ের মতো দলের প্রয়োজনে যেভাবে পন্থের ব্যাটিং কামাল করছে তা দেখার মতো। এখন এটাও পরিস্কার হচ্ছে বিজয় শঙ্করের ওপর দলের ভরসার জায়গাটা মোটেই ঠিক ছিল না। একইভাবে দীনেশ কার্তিককে ইংল্যান্ডে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না বলে ধারনা ক্রিকেট আলোচকদের। অভিজ্ঞ মহেন্দ্র সিং ধোনির মধ্যেও রিফ্লেক্সের অভাব পরিস্কার ধরা পড়ছে। মাহি যেন আগের ছায়া ছাড়া কিছুই নয়। তাঁর সেই পাওয়ার, হিট করার ক্ষমতা বা হেলিকপ্টার শট একেবারেই উধাও হয়ে গেছে মাহির হাত থেকে। এমতাস্থায় রোহিত, বিরাটের দুরন্ত ব্যাটিং, সামির উইকেট নেওয়া, বুমরা'র নিঁখুত লেন্থে বোলিং করার ছাড়াও টিম ইন্ডিয়াকে আরও শক্তি জোগাচ্ছে হার্দিক পাণ্ডিয়ার অসাধারণ অলরাউন্ড পারফরমেন্স। বস্তুত, এই বিশ্বকাপে হার্দিক ভারতের বিশাল বড় প্রাপ্তি হয়ে উঠেছেন। তবে সেমিফাইনালে চলে যাওয়ার পর যে জায়গাটা নিয়ে প্রচণ্ড চিন্তায় ভারতীয় ব্রিগেড তা হল স্পিন অ্যাটাক।

প্রথম কয়েকটা ম্যাচে ছন্দে থাকলেও যত টুর্নামেন্ট গড়াচ্ছে ততই যেন ভোঁতা হয়ে উঠছে চহাল ও কুলদীপের স্পিন আক্রমণ। যে ভাবে ইংল্যান্ড ও বাংলাদেশের হাতে এদের তুলোধনা হতে হয়েছে তাতে প্রশ্ন উঠছে সেমিফাইনালে গেলে কি অবস্থা হবে। দাবি উঠছে রবীন্দ্র জাদেজাকে খেলানোর। কারণ শুধু বোলিং নৈপুণ্যের জন্য নয়, জাড্ডুর ব্যাটিংয়ের হাতও মিডল অর্ডারে ভরসা জোগানোর পক্ষে যথেষ্ট।

নয়া মরশুমের আগে তিন প্রধানের মহড়া

পাঁচুগোপাল দত্ত : নতুন মরশুম শুরুর ঠিক আগে ভারতীয় ফুটবলের অগ্রগতির খবর নিঃসন্দেহে উদ্বুদ্ধ করছে কলকাতার বড় টিমগুলিকে। একইসঙ্গে ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে ইগর স্টিমাচের আগমন পুরো দেশের ফুটবলকেই নতুন দিক এনে দিয়েছে। কলকাতা এই দুবছর অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। তবে গতবছর থেকেই লাল–হলুদ পুরো পালটে গিয়েছে স্প্যানিশ কোচ আলজান্দ্রোর ছোঁয়ায়। আই লিগ জেতার মিশন সফল করতে ঝাঁপিয়ে পড়েও সামান্যর জন্য তা ফসকেছে লাল–হলুদ। এমনিতে মোহনবাগানের গত ৪–৫ বছরে যা পারফেরমেন্স তাতে বাগানের স্প্যানিশ জাদুর কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

তাও গত ৩–৪ বছর বাগান যে মানে নিজেদের তুলে ধরেছে তা অবশ্য ভুললে চলবে না। কিন্তু ট্রফি না পেলে যাবতীয় পারফরমেন্স মাঠে মারা যায়, এটাই ঘোর বাস্তব। মোহনবাগানের সেই লাগাতার সাফল্যের পিছনে ছিল এক দল ধরে এবার পুরো স্প্যানিশ স্পর্শ। কোচ কিবু নিজেও যেমন স্প্যানিশ তেমনই বিদেশির বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও তিনি স্পেনীয় ফুটবলারেই মনোনিবেশ করছেন। এর পিছনে কিছুর অকাট্য যুক্তি হল স্প্যানিশ ফুটবলাররা এমনই ধাঁচের যে তারা যে কোনও আবহ, যে কোনও ভৌগোলিক পরিবেশ বা দেশে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেন। ফলে মোহন–ইস্ট এর এই স্প্যানিশ সমাগমে পুরো কলকাতাই এখন তিকিতাকা জাদুর জন্য অপেক্ষমান।

কয়েকবছর আগে সাজানো বাগানে অশান্তির আঁচও দেখা গিয়েছিল তারকা–কোচ যুদ্ধে। আই লিগ ফসকে যাওয়ার কাটা ঘাঁ শুকাতে না শুকাতে ফেড কাপ ফাইনালে হার গোছানো সংসারকে যেন তছনছ হয়ে দিয়েছিল। বকলমে ঝামেলা লেগে গিয়েছিল সনি নর্ডির সঙ্গে সঞ্জয় সেনের। দুই 'স'য়ের ঝামেলায় বাগান ম্যানেজমেন্টও ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কোচ হিসাবে সঞ্জয়ের পারফরমেন্স মোটেই ফেলে দেওয়ার মতো নয়। তা তিনি দলকে ট্রফি দিতে না পারলে কি করা যাবে। আবার সনি নর্ডির মোহনবাগানের হয়ে সাফল্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এও বলা হচ্ছে ক্লাব প্রীতির ব্যাপারে সনি অনেকটা ব্যারেটোর মতো। এহেন মোহন–অন্তপ্রাণ সনির সঙ্গে সঞ্জয়ের বিবাদ তাহলে কী নিয়ে? গড়ের মাঠের সূত্র বলছে আসলে সনির প্রতি এতটাই ফোকাস পড়ছে যা হয়তো সহ্য হচ্ছে না সঞ্জয়ের। পক্ষান্তরে আবার এও বলা যায় সঞ্জয়কে মানতে পারছেন না সনি। এই ইগোর লড়াইয়ের প্রতিফলনেই বাগান আই লিগ–ফেড কাপ হাতছাড়া করেছিল কিনা তা নিয়েও দেখা দিয়েছিল জল্পনা।

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ছাড়াও কয়েক বছর আগে বড় টিমের মর্যাদা পেত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কালের জাতাকলে পড়ে অবশ্য এখন দুই প্রধানের চেয়ে তারা অনেকটাই পিছিয়ে। সাদা–কালো দলটি জাতীয় লিগে তো একেবারেই ছিটকে গিয়েছে। কোনওভাবেই ফিরতে পারছে না দেশের মূল স্রোতে। ফলে জাতীয় ফোকাস অনেকটাই নষ্ট হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে। অথচ একটা সময় শুধু কলকাতা বলে নয়, ডুরান্ড বা ডিসিএমের আসর বসলে দিল্লি আর রোভার্সে মুম্বইয়ের কাতারে কাতারে সমর্থক মহমেডানের খেলা দেখতে মাঠ ভরাতো। সেই জায়গা থেকে সাদা–কালোর এই পশ্চাদপসরণ অত্যন্ত দুঃখের। এহেন মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সবথেকে বড় টার্গেট হতে চলেছে কলকাতা ফুটবল লিগে দারুণ খেলে জাতীয় ফুটবলের নজরে আসা। সুব্রত ভট্টাচার্যের মতো পোড়খাওয়া মানুষকে কোচ করে সাদা–কালো ম্যানেজমেন্ট এদিক থেকে কিছুটা হলেও ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে।

লিগেরঅব্যবহিত আগে নিজেদের পরিপূর্ণভাবে মেলে ধরতে প্রস্তুত মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। বিশেষ করে মোহনবাগানের জন্য গত ২–৩ বছর যথেষ্ট ভালো গেলেও শেষ মুহূর্তের ব্যর্থতা ট্রফি দেয়নি বাগানকে। বলতে গেলে মুখের সামনে থেকে ফসকে গিয়েছে জাতীয় লিগ ও ফেড কাপ। ইস্টবেঙ্গল বরং তুলনামূলকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ইস্টবেঙ্গলের যে গুরুত্ব ছিল তা অনেকটাই কমে গিয়েছিল। এর মধ্যে একবার আই লিগ এসেছে সবুজ মেরুন তাবুতে। গত দুবার মোহন ব্রিগেড যে আই লিগ রানার্স হয়েছে তাকে ভাগ্য বিড়ম্বনা ছাড়া কিই বা বলা চলে। সেই মোহনবাগানী আগ্রাসন ফের অস্তমিত হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের সূর্য উত্থানের আবহে। যার নেপথ্যে রাখা বিশাল বড় প্লাস পয়েন্ট বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তার ওপর কোচ হিসেবে সঞ্জয় সেনের উপস্থিতিও বাগানীদের সেসময় চাগাতে সাহায্য করেছিল। সনি নর্ডির মতো উচ্চমানের বিদেশির পাশাপাশি আজহারউদ্দিন, প্রণয়, সৌভিকদের মতো স্থানীয়রাও এঁদের পাশে নিজেদের উজার করে দিয়েছেন। সেই মোহনবাগানেও

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com